

السياسة الشرعية
আস-সিয়াসাহ আশ-শার'ইয়্যাহ
শারঈ রাজনীতি/ ইসলামী রাজনীতি
Islamic Politics

جمع وإعداد: سجاد سالادين
সংকলনে: সাজ্জাদ সালাদীন

مراجعة: عبد العليم بن كوثر
সম্পাদনায়: আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

الناشر: مكتبة السنة
প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

السياسة الشرعية

جمع وإعداد: سجاد سالادين

مراجعة: عبد العليم بن كوثر

الناشر: مكتبة السنة

كاتاخالي، راجشاهي، بنغلاديش.

Mobile : +8801912-005121

প্রকাশনায়:

মাকতাবাতুস সুন্নাহ

কাটাখালী, রাজশাহী, বাংলাদেশ।

যোগাযোগ: ০১৯১২-০০৫১২১

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ২০১৭ ঈসাবী

বিনিময় মূল্য: ১০০ (একশত) টাকা

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
❖ প্রকাশকের নিবেদন	০৫
❖ লেখকের কিছু কথা	০৬
❖ সম্পাদকের কথা	১০
❖ সিয়াসাহ বা রাজনীতির পরিচয়	১৫
❖ শারঈ রাজনীতির বিধান	১৭
❖ পররাষ্ট্রনীতি	১৮
❖ অমুসলিমদের সাথে ব্যবহার	২২
❖ আভ্যন্তরীণ রাজনীতি ৬টি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত	২৩

রাজনীতির প্রকারভেদ

১. শারঈ রাজনীতি	২৬
২. বিদ'আতী রাজনীতি	২৬
❖ সাংগঠনিকভাবে দা'ওয়াতী কাজের ধরণ	৩৫
❖ রাজনৈতিক দল গঠন করা ও একাধিক দলে বিভক্ত হওয়া কি জায়েয?	৩৭
৩. জাহিলী রাজনীতি	৩৮

ইসলামী রাজনীতি বাস্তবায়নের ধারাবাহিক চারটি পর্যায়

১। আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত	৪৭
❖ নাবী-রসূলগণের দা'ওয়াতী মূলনীতি	৪৭
২। বাই'আতের মাধ্যমে ইমারত বা রাষ্ট্র গঠন ও জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন	৬৭
❖ খলীফা নিয়োগের বিধান	৬৮

❖ খলীফা নিয়োগে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ	৭০
❖ নারী নেতৃত্বের বিধান	৭৬
❖ শাসকের আবশ্যকীয় কার্যাবলি	৮৫
❖ শাসকের প্রতি জনগণের দায়িত্ব-কর্তব্য	৯২
❖ শাসকগণের শ্রেণীবিন্যাস	৯৯
❖ শাসকের বিরোধিতা করার বিধান	৯৯
❖ গণতন্ত্রের (হুকুম) বিধান কী? পার্লামেন্টে গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ কিংবা গণতান্ত্রিক সরকারের অন্যকোন দায়িত্ব গ্রহণ করার বিধান কী? গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কোন ব্যক্তিকে ভোট দেয়া ও নির্বাচিত করার হুকুম কী?	১০১

৩। রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী শরী'আতের পূর্ণ বাস্তবায়ন

❖ ইসলামী শরী'আহ- এর বৈশিষ্ট্য	১০৬
❖ শরী'আহ ব্যতীত রাষ্ট্র পরিচালনা করার বিধান	১১০
❖ জাহিলিয়াতের বিধান	১১২

৪। শিরকের মূলোৎপাটনে রাষ্ট্রীয়ভাবে জিহাদ ঘোষণা করা

❖ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ	১১৪
❖ শারঈ জিহাদের পর্যায়	১১৬
❖ আল্লাহর পথে জিহাদের বিধান	১১৯
❖ জিহাদের প্রকারভেদ	১২০
❖ জিহাদের অবস্থা	১২২

আস-সিয়াসাহ আশ-শার'ইয়াহ-এর উপর লিখিত উল্লেখযোগ্য

গ্রন্থসমূহ ১২৫

প্রকাশকের নিবেদন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই। হে আল্লাহ! আখিরী নাবী মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর এবং তার সকল পরিবার ও ছাহাবীগণের উপর দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

মুসলিম সমাজে খিলাফাতের পতনের পর জাহিলী রাজনীতির কবলে অধিকাংশ মুসলিম দেশ আক্রান্ত। মুসলিমগণ জাহিলী রাজনীতির বিপরীতে শতাব্দী ধরে বিদ'আতী রাজনীতি গঠন করে আন্দোলন করে আসছে। কিন্তু শারঈ রাজনীতি সম্বন্ধে তারা থাকে অজ্ঞ। ফলে কাজিত ফল তারা পায়নি। মুসলিমগণকে শারঈ রাজনীতি ও তার মূলনীতি সম্পর্কে জানানোই হবে আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য। আমরা শারঈ রাজনীতির চারটি ধারাবাহিক পর্যায় আলোচনা করেছি।

প্রথমত: আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দিতে হবে; কোন দল, গোষ্ঠী, জাতির দিকে নয়। কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর দা'ওয়াত সকল মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে হবে।

দ্বিতীয়ত: ইমারত (সরকার) গঠনের মাধ্যমে খলীফাতুল মুসলিমীন/ইমামুল মুসলিমীন/আমীরুল মুমিনীন-এর আনুগত্য করতে হবে। আর তা বাই'আতের মাধ্যমে সম্পাদন করাই সুন্নাহ।

তৃতীয়ত: রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী শরী'আতের পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে।

চতুর্থ: রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রয়োজন মাফিক জিহাদ অব্যাহত রাখতে হবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সকল প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

প্রকাশক:

ডা. মোশাররফ হোসেন এমবিবিএস, ডিএ

পরিচালক, মাকতাবাতুস সুন্নাহ। মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১

লেখকের কিছু কথা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি পরিপূর্ণ দীন হিসাবে আমাদেরকে ইসলাম দান করেছেন, যে দীনে মানুষের পক্ষ থেকে কোন সংযোজন বা বিয়োজনের প্রয়োজন হয় না। ছলাত ও সালাম রসূল মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, যিনি আল্লাহর দীনের রিসালাতের দায়িত্ব পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করেছেন, কোথাও কোন কার্পণ্য করেননি, দীন হিসাবে যা কিছু এসেছে, তা তিনি উম্মাতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন ও নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন। আর ছাহাবায়ে কিরামের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, যারা ছিলেন উম্মাতে মুহাম্মাদীর আদর্শ ও আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ পালনে সকলের চেয়ে অগ্রগামী। বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে আদর্শ মানুষের কাছে পেশ করেছেন, তা-ই হচ্ছে সুন্নাহ। অন্যদিকে বিদ'আত শব্দটি আরবী হলেও সারা পৃথিবীর মুসলিমদের কাছে অতীব পরিচিত পরিভাষা। অর্থ ও প্রয়োগগত দিক থেকে এটি সুন্নাতের বিপরীত হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অপ্রিয় হলেও সত্য যে, কালের পরিক্রমায় মুসলিমদের কথা-বার্তা ও আকীদা-বিশ্বাসে প্রবেশ করেছে অসংখ্য বিদ'আত ও জাহিলিয়াত, যা আজ গোটা মুসলিম মিল্লাতকে মহামারির ন্যায় আক্রান্ত করেছে। এমনকি সিয়াসাহ (রাজনীতি)-তেও প্রবেশ করেছে বিদ'আত ও জাহিলিয়াত। এ বিদ'আত ও জাহিলিয়াত সম্বন্ধে সতর্ক করার মানসেই আমার এ গ্রন্থখানা লিখা।

শারঈ বিধিবিধান রাষ্ট্র কিভাবে দেখে এবং কিভাবে এর পয়োগ করে, তা-ই প্রশস্ত অর্থে, 'সিয়াসাহ শার'ইয়াহ' এর আলোচনার স্থান। এ গ্রন্থে সেটিই আলোচনা করা হবে। এতে থাকবে শাদ্দিক ও পারিভাষিক ব্যাখ্যা, কুরআন ও সুন্নাতে এর অনুমোদন এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শাসকগণ এ নীতি কীভাবে ব্যবহারের অধিকার রাখেন, তা নিয়ে আলোচনা। সামাজিক জীবনের নিরাপত্তা বিধান ও সামাজিক নৈতিকতা প্রতিষ্ঠায় ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতাদের (উলুল আমর) ভূমিকা এবং স্থান, কাল ও সমস্যার প্রেক্ষিত বিবেচনায় আইনের প্রয়োগ ও শাসনের রূপ নির্ধারণ,

সাথে সাথে সমাজের সার্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় সিয়াসাহ্ শার'ইয়াহর অবস্থান কোথায়, তাও আলোচিত হবে। অনেকের ধারণা, কুরআনে যে সব আইনী আয়াত রয়েছে, সেগুলো দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা কিভাবে সম্ভব হবে? কিন্তু ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় যে গতিশীলতা (dynamism) কাজ করে, সে প্রেক্ষিতে পদে পদে আইন জারির প্রয়োজন হয় না।

বিজ্ঞ কাযীর আইনী বিবেচনা ও শাসকের প্রজ্ঞাপ্রসূত আইনী পদক্ষেপ সামাজিক অনেক সমস্যার সমাধানে এবং একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠায় কার্যকরী ভূমিকা রাখে। সামাজিক দুর্নীতি ও অবক্ষয় প্রতিরোধ করতে এবং নৈতিক ভিত্তিতে সামাজিক ব্যবস্থাপনা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সিয়াসাহ্ শার'ইয়াহ মৌলিক এবং ইতিবাচক ভূমিকা রাখে এ বিষয়ও দেখা হবে। সিয়াসাহ্ শার'ইয়াহর উদ্দেশ্য, এর বিভিন্ন প্রেক্ষিতগত ধারণা এবং এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক যুগের কিছু উদাহরণও আলোচনা করা হবে। শেষের দিকে, আজকের সামাজিক পরিস্থিতির মোকাবেলায়, বিকল্প হিসেবে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা বিবেচনা করার আহ্বান করা হবে। সার্বিকভাবে, সিয়াসাহ্ শার'ইয়াহর অঙ্গনে এ গ্রন্থটি যদি কিছু উৎসাহ সঞ্চার করে, তবে আশা করা যায় অন্যরাও এ বিষয়ে লিখতে, বলতে আগ্রহী হবেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক পথে চলার তাওফীক দান করুন এবং এ অধর্মের লেখনীর প্রচেষ্টাকে কবুল করুন, আমীন॥ অধিকন্তু এ গ্রন্থটি প্রণয়নে যেসব গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছি, তা ফুটনোট আকারে গ্রন্থটিতে সংযোজন করেছি।

বিশেষ করে এ গ্রন্থটি প্রণয়নে মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশনীর প্রকাশক ডা. মোশাররফ হোসেন ভাই যেভাবে উৎসাহ ও সহযোগিতা করেছেন, তা সত্যিই ভুলার নয় এবং তার ঋণ শোধ করার মত নয়। তার প্রচেষ্টায় আজ এ গ্রন্থটি প্রণয়নে ও পাঠক মহলে উপস্থাপন করতে পেরেছি। তাই তার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করছি, যেন আল্লাহ তা'আলা তাকে জাযায়ে খায়ের দান করেন, আমীন॥

তাছাড়া যেসব দীনি ভাই ও বোন এ গ্রন্থটি প্রণয়নে উৎসাহ ও বিভিন্ন সময়ে যে সব তত্ত্ব ও তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন, আমীন॥

শুধু তাই নয়, প্রখ্যাত ও সম্মানিত শাইখ আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী সাহেব আমার গ্রন্থটি অত্যন্ত যত্নসহকারে তার মূল্যবান সময় থেকে সম্পাদনা করার জন্য যে পরিশ্রম ও সময় দিয়ে সম্পাদনা করে দিয়েছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা ভরে

শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ও সেই সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে যাযায়ে খায়ের দান করুন, আমীন॥

সর্বশেষে আমি মানুষ। ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এ প্রসঙ্গে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

‘প্রতিটি মানুষই ভুলকারী আর ভুলকারীদের মধ্যে তারাই উত্তম, যারা তাওবাকারী।’

যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি নির্ভুলভাবে গ্রন্থটি প্রণয়নে। তারপরেও চোখের অগোচরে কিছু ভুলভ্রান্তি থেকে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। সুতরাং সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাবৃন্দ! আপনাদের চোখে ভুল ধরা পড়লে আমাদেরকে অবহিত করবেন, ইনশা আল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করার চেষ্টা করব। সাথে সাথে উপর্যুক্ত হাদীছের আলোকে পাঠকবৃন্দকে বলব যে, ছোটখাটো ভুলগুলো আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন সেই প্রত্যাশা করি।

সর্বশেষে সঠিক ইসলাম রক্ষার জন্য ও মুসলিম সমাজের কল্যাণের জন্য আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। হে আল্লাহ! আপনি এই অধর্মের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং আরও বেশি দ্বীনি খেদমত করতে পারি, সে তাওফীক দান করুন, আমীন॥

বিনীত নিবেদন -

সাজ্জাদ সালাদীন

ইসলামিক স্টাডিজ - এম. এ. (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়), ঢাকা।

G-mail : sajjadsaladin@gmail.com

Find me on facebook : Sajjad Saladin

সম্পাদকের কথা

পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম ‘ইসলাম’। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম। আর তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে ইসলামকে পছন্দ করলাম’ (আল-মায়দাহ, ৫:৩)।

কেবল ইসলাম ধর্মেই মানব জীবনের সবদিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইহকাল-পরকালে একজন ব্যক্তির সুখের জন্য যা কিছু লাগে, তার সবই ইসলামে বিদ্যমান। পৃথিবী আবাদ করার জন্য যা কিছু দরকার, তার সবটাই ইসলামে রয়েছে। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্র গুণ্ডা নয়; এমনকি গোটা পৃথিবী পরিচালনার সবদিক ও বিভাগও ইসলামে মওজুদ রয়েছে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থ, শিক্ষা-সংস্কৃতি সবকিছুকেই ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে এবং এসবের সূক্ষ্ম ও সুদূরপ্রসারী নীতি প্রণয়ন করেছে। ইসলাম কখনই শ্রেফ এমন বাহ্যিক কিছু আচার-অনুষ্ঠানের নাম নয়, যার সাথে মানুষের বাস্তব জীবনের কোন সম্পর্ক নেই।

আর রাজনীতি? সে তো ইসলামের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী মুসলিম শাসকগণ সারা দুনিয়া শাসন করেছেন। কিভাবে সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে হয়, তা তারা হাতে-কলমে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, সমরনীতি সব নীতিই তারা সুচারুরূপে বাস্তবায়ন করে গেছেন। এমনকি বনী ইসরাঈলের নবী-রাসূলগণও তাদের জনগণের উপর রাজনীতির বাস্তব প্রয়োগ করেছেন। আর আমাদের পূর্বসূরী উলামায়ে কেরাম বিষয়টিকে যথার্থ মূল্যায়ন করে যুগে যুগে এর সেবা করে গেছেন। তাদের কেউ কেউ অন্যান্য গ্রন্থের অধীনে ‘ইসলামী রাজনীতি’র উপর নানা অধ্যায়-অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন। কেউবা আবার পৃথক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। অসংখ্য গ্রন্থ তারা আমাদেরকে উপহার দিয়ে গেছেন, যার তালিকা পেশ করতে গেলে পৃথক পুস্তিকা প্রণয়ের প্রয়োজন পড়বে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, আমাদের বর্তমান আলেম সমাজের বেশীরভাগই সেসবের খবরই রাখেন না। ফলে, তাদের অধিকাংশই ইসলামে রাজনীতির ব্যাপারে অজ্ঞতা দেখিয়েছেন। তারা এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন; না বক্তব্যের মাধ্যমে, না লেখনীর মাধ্যমে। যতটুকু করেছেন, তা প্রয়োজন ও গুরুত্ব বিবেচনায় যৎসামান্য বৈকি। এই

অজ্ঞতার সুযোগে অনেকেই ইসলামকে মসজিদ, মাদরাসা, মজবের চার দেওয়ালে বন্দীর অপচেষ্টা করেছে! কেউবা ধর্মীয় জীবনে ধর্ম-কর্ম পালন করলেও বৈষয়িক জীবনে নাস্তিকতার চাদর গায়ে জড়িয়েছে। কেউবা ইসলামী রাজনীতির নামে ‘বিকৃত ইসলামী রাজনীতি’ চর্চা করেছে। কেউবা বস্তাপাঁচা নানা মতাদর্শ আমদানি করে পরিবেশ নষ্ট করেছে, ছড়িয়েছে নানা কুফরী মতবাদ। ফলে, রাজনীতির নামে পশ্চিমা নোংরা রাজনীতির হিংস্র ছোবলে সবাই আজ ক্ষতবিক্ষত, অশান্তির দাবানলে গোটা জাতি ভস্মিত।

ইসলাম মানবতার উভয় জীবনের সার্বিক কল্যাণের প্রতি যারপর নেই গুরুত্ব দিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় জনগণের জন্য প্রণয়ন করেছে ‘ইসলামী রাজনীতি’। যার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে জনগণের ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তি নিশ্চিত করা। সেজন্য,

‘শাসক কর্তৃক এমন কর্ম সম্পাদনকে ইসলামী রাজনীতি বলা হয়েছে, যাতে বিশেষ কোন কল্যাণ আছে বলে তিনি মনে করেন- যদিও ঐ বিষয়ের আনুষঙ্গিক দলীল না থাকে’।^২

আবু বকর (রা.) কর্তৃক পবিত্র কুরআন সংকলন, ওমর (রা.) কর্তৃক ‘আল-মুআল্লাফাতু কুলুবুহুম’-এর হিছা সাময়িক স্থগিতকরণ, উছমান (রা.) কর্তৃক সকলকে একটিমাত্র ক্বিরাআতে একত্রিতকরণ ইসলামী রাজনীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এসব বিষয়ে কুরআন-হাদীছের সরাসরি কোন বক্তব্য না আসলেও তারা বিশেষ লক্ষ্য ও কল্যাণ বিবেচনায় সেগুলি সম্পাদন করেছিলেন। ইসলামী রাজনীতির এমন আরো বহু উদাহরণ পেশ করা যাবে।

অন্যভাবে, ‘দুনিয়া ও আখেরাতে মানুষকে মুক্তি দিতে পারে- তাদেরকে এমন পথ প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের সংশোধন করাকে ইসলামী রাজনীতি বলা হয়েছে’।^৩

বুঝা গেলো, উভয় জগতে মানুষের সার্বিক কল্যাণ, অনাবিল সুখ-শান্তি নিশ্চিত করাই ইসলামী রাজনীতির গোড়ার কথা। ‘দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন’ নিশ্চিত করা ইসলামী রাজনীতির আরেকটি মৌলিক লক্ষ্য। তবে, ইসলামী রাজনীতি

২. ইবনে আবেদীন, রদ্বুল মুহতার আলাদ-দুররিল মুখতার, দারুল ফিকর, বৈরুত, দ্বিতীয় প্রকাশ: ১৪১২ হি./১৯৯২ খৃ., ৪/১৫।

৩. আবুল বাক্বা আল-হানাফী, আল-কুল্লিয়াত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, তা. বি., পৃ: ৫১০।

বাস্তবায়নের অন্যতম শর্ত হচ্ছে, তা কুরআন, হাদীছ, ইজমা বা ক্বিয়াসের বিরোধী হওয়া চলবে না এবং শরী‘আতের সাধারণ নীতির সাথে অমিল হওয়া যাবে না।

ইসলামী রাজনীতি বাস্তবায়িত করতে চাই সত্যিকারের সেই মুসলিম শাসক, যিনি সর্বদা ইসলামী বিধি-বিধান ও আইন বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। সম্ভবত শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রহ.) এই উপলব্ধি থেকেই তার ‘আস-সিয়াসাহ আশ-শার‘ইয়্যাহ ফী ইছলাহির রা‘ঈ ওয়ার রা‘ইয়্যাহ’ পুস্তকটি রচনা করেছিলেন।

মুসলিমদের ব্যর্থতা, তাদের ধন-মাল-রাষ্ট্র দখল, তাদের উপর শত্রুদের দুঃসাহস প্রদর্শনের মূলেই রয়েছে প্রথমত: শাসকশ্রেণীর মধ্যে পচন, অতঃপর সাধারণ জনগণের মধ্যে পচন। আর এই পচন ধরার অন্যতম কারণ তাদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দিক নষ্ট হয়ে যাওয়া।^৪

বুঝা যাচ্ছে, আমরাই আমাদের উপর আপতিত শাসন-শোষণের মূল কারণ। তাছাড়া সত্যিকারের মুসলিম শাসক না হলে শরী‘আতের গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিধান আমলহীন থেকে যাবে। বিশেষ করে, ইসলামের সর্বোচ্চ চড়া ‘জিহাদ’ বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। আর তা সম্ভব না হলে আল্লাহর কালেমা বুলন্দ হবে না এবং দ্বীন পুরোপুরি ক্বায়েম হবে না। মনে রাখতে হবে, এটি ইসলামী রাজনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। এছাড়া হুদুদ^৫, ক্বিছাছ^৬, তা‘যীর^৭ কস্মিনকালেও বাস্তবায়িত হবে

৪. দ্রষ্টব্য: ইবনু তাইমিয়া (রহ.) প্রণীত ‘আস-সিয়াসাহ আশ-শার‘ইয়্যাহ ফী ইছলাহির রা‘ঈ ওয়ার রা‘ইয়্যাহ’ বইয়ের মুহাক্কিকুব্বন্দের ভূমিকা, পৃ: ৬, এহুইয়াউত তুরাছ আল-আরাবী, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ: ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খৃ.।

৫. হুদুদ হাদ্দ-এর বহুবচন। শরী‘আত নির্ধারিত শাস্তিকে হাদ্দ বলে, যা আল্লাহ বা বান্দার হক হিসাবে ওয়াজিব হয় (আল-মাউসু‘আতুল ফিকুহিইয়্যাতুল কুয়েতিইয়্যাহ, ১২/২৫৪-২৫৫, ইসলাম ও ওয়াকুফ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, কুয়েত, প্রকাশকাল: ১৪০৪-১৪২৭ হিজরী)। যেসব অপরাধে শরী‘আত হাদ্দের বিধান প্রণয়ন করেছে, সেগুলি হলো- যেনা, যেনার অপবাদ, চুরি, নেশা করা, ত্রাস সৃষ্টি করা, ইসলাম ত্যাগ করা ও চরমপন্থা অবলম্বন।

৬. অপরাধীর সাথে ঠিক তদ্রূপ আচরণ করাকে ‘ক্বিছাছ’ বলে, যেক্রপ আচরণ সে নিজে অন্যের সাথে করেছে (প্রাণ্ডক্ত)। যেমন: জানের বদলা জান, চোখের বদলা চোখ, নাকের বদলা নাক ইত্যাদি।

৭. শরী‘আত কর্তৃক নির্ধারিত নয় এমন শাস্তিকে ‘তা‘যীর’ বলে, যা আল্লাহ বা বান্দার হক হিসাবে অবধারিত হয়। তা‘যীর সাধারণতঃ সেসব পাপের ক্ষেত্রে হয়, যেগুলিতে হাদ্দ ও কাফফারা কোনোটাই নির্ধারিত থাকে না (প্রাণ্ডক্ত)। যেমন: এমন চুরি করা, যাতে কর্তনের বিধান নেই। যেনা ছাড়া অন্য কোন অপরাধের অপবাদ দেওয়া।

না। ফলে, সমাজে খুন-খারাবি, চুরি-ডাকাতি, অন্যায়-অনাচার, যেনা-ব্যভিচার, হত্যা-লুণ্ঠন, জুয়া-মদ্যপান, ফেতনা-ফাসাদ ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়বে। শান্তির আশা করাও ভুল হবে। শান্তির জন্য মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের সাথে সাথে ‘নিরাপত্তা’ সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন; বরং নিরাপত্তাই সর্বাত্মক। কিন্তু ইসলামী রাজনীতির অবর্তমানে নিরাপত্তার ‘নি’ও কল্পনা করা যায় না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ - وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

‘হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর নিহতদের ব্যাপারে ফিছাছ গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। অতঃপর যদি কাউকে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছুটা মাফ করে দেওয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করতে হবে এবং ভালোভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। এটা তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সহজ এবং বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে, তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। হে বুদ্ধিমানগণ! তোমাদের জন্য ফিছাছের মধ্যে রয়েছে জীবন, যাতে তোমরা সাবধান হতে পারো’ (আল-বাক্বারাহ, ২/১৭৯)।

‘আর তোমাদের জন্য ফিছাছের মধ্যে রয়েছে জীবন’
আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বলেন,

جَعَلَ اللَّهُ الْقِصَاصَ حَيَاةً، فَكُم مِّن رَّجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُقْتَلَ، فَتَمْنَعُهُ مَخَافَةً أَنْ يُقْتَلَ

‘আল্লাহ ফিছাছকে ‘জীবন’ হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। কেননা, কত মানুষ (অন্যকে) হত্যা করতে চায়; কিন্তু নিজের নিহত হওয়ার ভয় তাকে বাধা প্রদান করে’।^৮

৮. ইবনে কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, তাহক্বীক: সামী ইবনে মুহাম্মাদ সালামাহ, দারু ফুইবা, দ্বিতীয় প্রকাশ: ১৪২০ হি./১৯৯৯ খৃ., ১/৪৯২।

কুরআন-হাদীছের এজাতীয় বক্তব্য স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, হুদূদ, ফিছাছ, তা'যীরের অন্তরালে লুকাইত রয়েছে জান-মাল, ইযযত-আব্রু, বুদ্ধি-বিবেক, বংশ ইত্যাদির নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। মাকতাবাতুস সুন্নাহ, কাটাখালী, রাজশাহীর পৃষ্ঠপোষকতায় তরুণ প্রতিভা সাজ্জাদ সালাদীন সংকলিত 'আস-সিয়াসাহ আশ-শার'ইয়্যাহ' বা 'শারঈ রাজনীতি/ইসলামী রাজনীতি' পুস্তকটি সম্মানিত পাঠককে 'ইসলামী রাজনীতি'র অন্ততঃ প্রাথমিক ধারণাটুকু দিতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। আল্লাহ তাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

মাকতাবাতুস সুন্নাহ-এর সম্মানিত পরিচালক ডা. মোশাররফ হোসেনকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাই একারণে যে, মূলতঃ তিনিই এধরনের একটি পুস্তক রচনা বা সংকলের মূল উদ্দীপক। ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডারের উপর, বিশেষ করে 'ছহীহ আক্বীদা'র উপর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশের জন্য আমি তাকেসহ মাকতাবাতুস সুন্নাহ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আল্লাহ তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন!

বিনীত

আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

বি.এ. (অনার্স), হাদীছ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ;
উচ্চতর ডিপ্লোমা, ইসলামী আইন ও রাজনীতি বিভাগ;
এম.এ. এন্ড এম.ফিল, ইসলামের ইতিহাস বিভাগ;
মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সউদি আরব।

সিয়াসাহ (سِيَّاسَة) বা রাজনীতি পরিচিতি

‘সিয়াসাহ’ শব্দের আভিধানিক অর্থ:*

প্রথমত: চালকের কাজ (فِعْلُ السَّائِسِ)। যে চতুষ্পদ জন্তুকে পরিচালনা করে ও পোষ মানায়। যেমন বলা হয়- সে জন্তুটিকে ভালভাবে পরিচালনা করেছে (سَاسَ الدَّابَّةَ) (يُسُوْسُهَا سِيَّاسَةً)।

দ্বিতীয়ত: যোগ্যতার সাথে কোন কিছু পরিচালনা করা। যেমন বলা হয়- কাজের দায়িত্ব পাওয়ার পর সে ভালভাবে তা সম্পাদন করেছে (سَاسَ الْأَمْرَ سِيَّاسَةً: إِذَا) (دَبَّرَهُ)।

মালিক তার অধীনস্থদের পরিচালনা করেছে (وَسَاسَ الْوَالِي الرُّعِيَّةَ): তাদের আদেশ করেছে ও নিষেধ করেছে এবং তাদের নেতৃত্ব দিয়েছে (أَمَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ وَتَوَلَّى) (قِيَادَتَهُمْ)। সুতরাং সিয়াসাহ (السِّيَّاسَة) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে: ব্যবস্থাপনা (التَّوْبِيَّةُ), সংস্কার (الإِصْلَاحُ), প্রশিক্ষণ (التَّحْقِيقُ)।

পারিভাষিক অর্থ:†

ব্যাপক অর্থে সিয়াসাহ কথাটি রাষ্ট্র (الدَّوْلَةُ) ও ক্ষমতার (السُّلْطَةُ) সাথে সম্পৃক্ত। সেজন্য এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

هِيَ اسْتِصْلَاحُ الْخَلْقِ بِإِرْشَادِهِمْ إِلَى الطَّرِيقِ الْمُنْجِي فِي الْعَاجِلِ وَالْأَجَلِ، وَتَدْبِيرُ أُمُورِهِمْ

‘দুনিয়া ও আখেরাতে মুক্তি দিতে পারে- মানুষকে এমন পথ প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের সংশোধন ও তাদের কার্যাবলী পরিচালনা করতে চাওয়ার নাম সিয়াসাহ’।

৯. আল-মাউসু‘আতুল ফিকুহিইয়াহ আল-কুয়েতিইয়াহ, [২৫/২৯৪]

১০. আল-মাউসু‘আতুল ফিকুহিইয়াহ আল-কুয়েতিইয়াহ, [২৫/২৯৪]

বুজাইরিমী রহিমাহুল্লাহ বলেন, وَتَدْبِيرِ أُمُورِهِمْ، ‘সিয়াসাহ বা রাজনীতি (السِّيَاسَةُ) হচ্ছে প্রজাদের কার্যাদী সংস্কার ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করা’।

আলিমগণ কখনও সিয়াসাকে ‘আল-আহকামুস সুলতানিয়া’ (الأحكام السلطانية) অথবা ‘আস-সিয়াসাতুশ শার‘ইয়্যাহ’ (السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ) অথবা ‘আস-সিয়াসাতুল মাদানিয়াহ’ (السِّيَاسَةُ الْمَدَنِيَّةُ) বলে থাকেন।

সিয়াসাহ (سِيَاسَة) বা রাজনীতি হচ্ছে শাসনের মূল, যা শাসকের কার্যাবলী ও ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত। বৃহত্তম নেতৃত্ব (الإمامة الكبرى) বা রাষ্ট্রের নেতৃত্বকে (رئاسة الدولة) সিয়াসাহ বা রাজনীতি বলা হয়।

أَنَّ السِّيَاسَةَ: فِعْلٌ شَيْءٍ مِنَ الْحَاكِمِ لِمَصْلَحَةِ يَرَاهَا، وَإِنْ لَمْ يَرِدْ بِذَلِكَ الْفِعْلُ دَلِيلٌ جُرْئِيٌّ

সিয়াসাহ হচ্ছে: শাসক কর্তৃক এমন কর্ম সম্পাদন করা, যাতে বিশেষ কোন কল্যাণ আছে বলে তিনি মনে করেন-যদিও ঐ বিষয়ের আনুষঙ্গিক কোন প্রমাণ না থাকে।^{১১}

ইবনু কাইয়ুম আল জাওজী রহিমাহুল্লাহ ইমাম শাফেঈ ও ইবনে আক্বীলের বরাতে সিয়াসাহ বা রাজনীতিকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেন:^{১২}

فَقَالَ شَافِعِي: لَا سِيَاسَةَ إِلَّا مَا وَافَقَ الشَّرْعَ. فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: السِّيَاسَةُ مَا كَانَ فِعْلًا يَكُونُ مَعَهُ النَّاسُ أَقْرَبَ إِلَى الصَّلَاحِ، وَأَبْعَدَ عَنِ الْفَسَادِ

ইমাম শাফেঈ বলেন, শরী‘আতের অনুকূলে না হলে তা কোন রাজনীতিই নয়। আর ইবনে আক্বীল বলেন, সিয়াসাহ এমন কর্মকাণ্ডের নাম, যার মাধ্যমে জনকল্যাণ হয় ও ফিতনা-ফাসাদ থেকে মানুষ মুক্ত থাকে।

হাদীছে এ শব্দটি ব্যবহার হয়েছে:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ»

১১. বাহরুদ রায়েক, ৫/১১, হাশিইয়াতু ইবনে আবিদীন, ৫/১১।

১২. আত-তুরিকুল হুকমীইয়া ফিস সিয়াসাতিশ শার‘ইয়্যাহ, ১/২৯।

নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বনী ইসরাইলের নাবীগণ তাদের নেতৃত্ব (نُسُوهُمْ الْأَنْبِيَاءُ) দিতেন, (তাদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করতেন) এক নাবীর মৃত্যু হলে তার স্থলে আরেক নাবী আসতেন, কিন্তু আমার পর কোন নাবী নেই, তবে অনেক খলীফা হবে।^{১৩}

রাজনীতি (السياسة): যা কিছু দ্বারা দীন ও দুনিয়ায় সৃষ্টির কল্যাণ সাধিত হয়, তা অবলম্বন করাই হচ্ছে, সিয়াসাহ (السياسة) বা রাজনীতি।^{১৪}

১৩. ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৫৫; ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৪২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হা/২৮৭১।

১৪. মাওসুআতুল ফিকুহিল ইসলামী, খিলাফাহ অধ্যায়, মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী ৫/৩২১।

শারঈ রাজনীতির বিধান

শারঈ রাজনীতি (السياسة الشرعية): যা কুরআন ও সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত (هي القائمة على الكتاب والسنة)। আর সেটা হবে শাসকের পক্ষ থেকে ইনছাফ প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের পক্ষ থেকে আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে (وذلك بالعدل من الراعي)।^{১৫} যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারদের কাছে পৌঁছে দিতে। আর যখন মানুষের মধ্যে ফায়ছালা করবে তখন ন্যায়ভিত্তিক ফায়ছালা করবে (সূরা আন নিসা ৪:৫৮)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (৫৯)

হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের (সূরা আন নিসা ৪:৫৮-৫৯)।

কুরআন রাজনীতির মূলনীতি বিবৃত করেছে, তার নিয়ম-কানুন প্রকাশ করেছে এবং রাজনীতির সকল পথ সুস্পষ্ট করেছে।^{১৬}

রাজনীতি হচ্ছে, মানুষের কর্মকাণ্ডকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার পদ্ধতির নাম।

এটা দু'ভাগে বিভক্ত:

১। আভ্যন্তরীণ

২। বাইরের (পররাষ্ট্রনীতি)।

১৫. ফাতাওয়া লাজনা আদ দায়িমা, প্রথম খন্ড, ২৩/৪০১।

১৬. আলোচনার এ অংশটি নীচের বই থেকে সংকলিত: ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, মূল: আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ আল আমীন ইবনে মুহাম্মাদ মুখতার শানকীতি (১৩০৫-১৩৯৩ হি), ১/১৯-২১, অনুবাদ: মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল কাফী

বাইরের রাজনীতি (পররাষ্ট্রনীতি) দু'টি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত:

(১) শত্রুর মূলোৎপাটন ও তাকে পরাজিত করার জন্য উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

‘আর তোমরা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বাধিক পরিমাণ শক্তি ও সদাপ্রস্তুত ঘোড়া তাদের মোকাবেলার জন্য যোগাড় করে রাখো। এর মাধ্যমে তোমরা ভীতসন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে ও তোমাদের নিজেদের শত্রুকে’ (সূরা আল-আনফাল, ৮:৬০)।

(২) ঐ শক্তিকে ঘিরে মযবুত ঐক্য গড়ে তোলা (জামা'আত বদ্ধ হওয়া)।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

‘তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধর এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ো না’ (সূরা আলে ইমরান ৩: ১০৩)। তিনি আরো বলেন,

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

‘তোমরা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তাহলে তোমরা ব্যর্থ হয়ে যাবে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা দেখা দিবে এবং তোমাদের শক্তি ও প্রতিপত্তি নষ্ট হয়ে যাবে’ (সূরা আল-আনফাল ৮:৪৬)।

কুরআন নিয়ম ব্যক্ত করেছে যে, এ রাজনীতি রক্ষা করার জন্য কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রয়োজনে সন্ধি ও চুক্তি করতে হবে এবং তা মেনে চলতে হবে। আবার দরকার পড়লে শত্রুদের মুখের উপর চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেলতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَاقْتُمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ

‘এ ধরনের লোকদের সাথে তোমরাও নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালন করবে’ (সূরা আত-তাওবা ৯:৪)। তিনি আরো বলেন,

فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ

‘যতক্ষণ তারা তোমাদের জন্য সোজা-সরল থাকে, ততক্ষণ তোমরাও তাদের জন্য সোজা-সরল থাকো’ (সূরা আত-তাওবা ৯:৭)। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

وَمَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ

‘আর যদি কখনো কোন জাতির পক্ষ থেকে তোমাদের খেয়ানতের (চুক্তি ভঙ্গের) আশঙ্কা থাকে, তাহলে তার চুক্তি প্রকাশ্যে তার সামনে ছুড়ে দাও’ (সূরা আল-আনফাল ৮:৫৮)। তিনি আরো বলেন,

وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ

‘আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ থেকে বড় হজ্জের দিনে সমস্ত মানুষের প্রতি সাধারণ ঘোষণা হচ্ছে: আল্লাহ ও তার রাসূল মুশরিকদের থেকে দায়িত্বমুক্ত’ (সূরা আত-তাওবা ৯:৩)। অর্থাৎ তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্দের ঘোষণা দিচ্ছেন।

কুরআন আরো হুকুম দিচ্ছে যে, শত্রুদের ষড়যন্ত্র ও কুটচাল থেকে সতর্ক থাকতে হবে। তাদেরকে কোন প্রকার সুযোগ দেয়া যাবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ

‘হে ঈমানদারগণ! শত্রুর ষড়যন্ত্র ও আক্রমণ থেকে সর্বদা সতর্ক ও প্রস্তুত থাকো’ (সূরা আন-নিসা ৪:৭১)। তিনি আরো বলেন,

وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ

‘আর তারাও সতর্ক থাকবে এবং নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র বহন করবে। কারণ কাফেররা সুযোগের অপেক্ষায় আছে, তোমাদের যদি অস্ত্র-শস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও, তাহলে তারা তোমাদের উপর একসাথে বাঁপিয়ে পড়বে’ (সূরা আন-নিসা ৪:১০২)। এরূপ অনেক আয়াত আছে।

অমুসলিমদের সাথে ব্যবহার^{১৭}

১৭. মাওসুআতুল ফিকুহিল ইসলামী, খিলাফাহ অধ্যায়, মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজীরী ৫/৩২১।

- (১) মু'আহিদ (المعاهد): যাদের মধ্যে এবং আমাদের মুসলিমদের মধ্যে এরূপ চুক্তি হয়েছে যে, তারা যেমন আমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করবে না, আমরাও তেমনি তাদের উপর সীমালঙ্ঘন করবো না। সেজন্য, যদি তারা চুক্তির উপর অটল থাকে, তাহলে আমাদের উপরও তাতে অটল থাকা ওয়াজিব। অপরপক্ষে, তারা যদি খেয়ানত করে ও চুক্তি ভঙ্গ করে, তাহলে তাদের সাথে কৃত চুক্তি এমনিতেই শেষ হয়ে যাবে এবং তারা 'হারবী' বা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত অমুসলিম হিসাবে গণ্য হবে।
- (২) মুস্তা'মিন (المستأمن): যেসব অমুসলিম নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত মুসলিমদের নিকট নিজেদের নিরাপত্তা চায়, তারাই হচ্ছে মুস্তা'মিন। এদের উপর বাড়াবাড়ি করা কারো জন্য জায়েয নেই।
- (৩) যিম্মি (الذمى): যারা জিযইয়া প্রদানের শর্তে মুসলিম দেশে নিরাপদে বসবাসের সুযোগ পায়, তাদেরকে যিম্মি বলে। এরূপ অমুসলিমের সাথে অন্যায়-বাড়াবাড়ি করা যাবে না, বরং তাদের অধিকার পূর্ণ করতে হবে।
- (৪) হারবী (الحربى): মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত কাফের। তাদের সাথে ততক্ষণ যুদ্ধ করতে হবে, যতক্ষণ না আল্লাহর দীন বিজয়ী হয়- আর তারা আনুগত্য স্বীকার করে মুসলিম হবে অন্যথায় জিযইয়া প্রদান করবে।

আভ্যন্তরীণ রাজনীতি

আভ্যন্তরীণ রাজনীতির মূল বিষয় হচ্ছে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অন্যায় প্রতিহত করা এবং অধিকারসমূহ ন্যায্য পাওনাদারের কাছে প্রত্যর্পণ করা।

আভ্যন্তরীণ রাজনীতি ৬টি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা-

১। **দীন ইসলামের হেফাযত করা:** ইসলামী শরী‘আত দীনকে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করতে তাগিদ দিয়েছে।

এ জন্য রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

‘যে মুসলিম তার দীনকে পরিবর্তন করবে, তাকে হত্যা কর’।^{১৮}

এ আইনের উদ্দেশ্য দীনকে ইচ্ছামত পরিবর্তন ও তা নিয়ে খেলা করার পথ চূড়ান্তভাবে রোধ করা।

২। **জীবন রক্ষা করা:** আল্লাহ মানুষের জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যেই কিছাছ তথা হত্যার বদলে হত্যার বিধান দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ

কিছাছের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জীবন (সূরা আল বাকারা ২:১৭৯)।

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

কাউকে বিনা কারণে হত্যা করা হলে তার কিছাছ নেয়ার বিধান আল্লাহ তোমাদের উপর আবশ্যিক করে দিয়েছেন (সূরা আল বাকারা ২:১৭৮)।

আল্লাহ আরো বলেন,

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا

আর যে ব্যক্তি ময়লুম অবস্থায় তথা বিনা কারণে নিহত হয়েছে, তার অভিভাবককে আমি কিছাছ দাবী করার অধিকার দান করেছি (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭:৩৩)।

১৮. ছহীহ বুখারী, হা/৩০১৭; ছহীহ মুসলিম, হা/; মুসনাদে শাফেঈ, হা/; মুসনাদে আহমাদ, হা/; সুনানে ইবনে মাজাহ, হা/২৫৩৫; সুনানে আবু দাউদ, হা/৪৩৫১; সুনানে তিরমিযী, হা/১৪৫৮; সুনানে নাসাঈ, হা/৪০৫৯।

৩। আকুল বা বিবেক রক্ষা: মানুষের বিবেক রক্ষা করার গুরুত্ব দিয়েছে পবিত্র কুরআন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْكَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে মুমিনগণ! নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ তো নাপাক শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও (সূরা মায়িদা ৫:৯০)।

কেননা এগুলো বিশেষ করে মদ, জুয়া মানুষের বিবেক লোপ করে দেয়। হাদীছে এসেছে,

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أُسْكِرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

নেশা জাতীয় সকল দ্রব্য হারাম। যে বস্তু বেশি পরিমাণ সেবন করলে নেশা হয়, তার অল্পও হারাম।^{১৯}

আর মানুষের বিবেককে রক্ষার স্বার্থেই মদপানকারীকে দণ্ডিত করার আইন করা হয়েছে।

৪। বংশ রক্ষা: বংশের ধারাকে সংরক্ষণ করার জন্য আল্লাহ ব্যভিচারের দণ্ড প্রণয়ন করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশ’টি করে বেত্রাঘাত কর। (সূরা নূর ২৪:২)।

৫। মান-সম্মান রক্ষা: মানুষের মান-সম্মান রক্ষা করার জন্য অপবাদ দানকারীকে আশিটি বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

১৯. ছহীহ: ইবনে মাজাহ, হা/৩৩৯২, ছহীহ বুখারী, হা/৪৩৪৩, ছহীহ মুসলিম, হা/১৭৩৩, তিরমিযী, হা/১৮৬৪, নাসাঈ, হা/৫৫৮২।

আর যারা সচরিত্রা নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে আসে না, তবে তাদেরকে আশি বেত্রাঘাত কর (সূরা নূর ২৪:৪)।

৬। সম্পদ রক্ষা: ধন-সম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ চোরের হাত কাটার আইন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ

আর চোর পুরুষ বা নারী যেই হোক না কেন, তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও। এটা তাদের কর্মফল ও আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি (সূরা মায়িদা ৫:৩৮)।

অতএব সুস্পষ্ট হলো যে, কুরআনের অনুসরণই মানুষের আভ্যন্তরীণ ও বাইরের সকল স্বার্থ ও কল্যাণকে নিশ্চিত করার যিম্মাদার।

সিয়াসাহ (রাজনীতি) -এর প্রকারভেদ

এক: আস-সিয়াসাহ আশ-শার'ইয়্যাহ/শারঈ রাজনীতি/ইসলামী রাজনীতি

(১) সিয়াসাহ আদেলাহ (سِيَّاسَةٌ عَادِلَةٌ): ন্যায়ের ভিত্তিতে রাজনীতি।

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلَفَاؤُهُ الرَّاشِدُونَ يَسُوسُونَ النَّاسَ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، فَكَانَ الْحُكْمُ وَالسِّيَّاسَةُ شَيْئًا وَاحِدًا

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার খুলাফায়ে রাশিদীন দুনিয়া ও দ্বীনের বিষয়ে মানুষকে পরিচালিত করতেন। এটাই ছিল তাদের রাজনীতি। তাদের শাসন ও রাজনীতি একই ছিল।^{২০}

যখন বিভিন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব হলো, তখন শরী'আ ও রাজনীতি আলাদা করা হলো। শাসকগণ কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা ব্যতীতই শাসনকার্য পরিচালনা করতো।^{২১}

(২) সিয়াসাহ যালিমাহ (سِيَّاسَةٌ ظَالِمَةٌ): স্বৈরাচারী রাজনীতি। শরী'আত যা হারাম করেছে।

দুই: আস-সিয়াসাতুল বিদ'ইয়্যাহ বা বিদ'আতী রাজনীতি

ইসলামী দলগুলো আংশিক বা পূর্ণ ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম বহির্ভূত কিছু পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, আলিমগণ যা বিদ'আত বলে উল্লেখ করেছেন, যার ভিত্তি ছাহাবা, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈদের নিকট থেকে প্রাপ্ত নয়।

১। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর ওফাতের পর ছাহাবা, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈদের মধ্যে শাসক ছাড়া বাই'আতের প্রচলন ছিল না। কিন্তু ইসলামী দলগুলো শাসক ছাড়াই বিদ'আতী বাই'আতের প্রচলন করেছে। এমনকি এ বাই'আত ভঙ্গকারীকে জাহিলিয়াতের মৃত্যুর সাথে তুলনা করেছে।

২০. আল-মাউসু'আতুল ফিকুহিইয়্যাহ আল-কুয়েতিইয়্যাহ, [২৫/২৯৮]

২১. মাজমু' ফাতাওয়া, ইমাম ইবনে তাইমিয়া ১১/৫৫১, ২৫/৩৯২।

২। বিদ'আতী বাই'আতের কারণে মুসলিমরা আসল বাই'আতের তাৎপর্য, উপকারিতা, ফযীলত থেকে বঞ্চিত। একতাবদ্ধতার বিপরীতে তারা বিভক্ত হয়েছে। আর আসল ইমারত দখল করে নিয়েছে ত্বাগূত, যারা ইসলাম ও মুসলিমকে নির্বাসিত করেছে।

তিন: আস-সিয়াসাতুল জাহিলিয়াহ বা জাহিলী রাজনীতি

অমুসলিমদের নিকট থেকে আমদানীকৃত বিভিন্ন মতবাদ ও তার উপর ভিত্তি করে গঠিত রাজনীতি এ শ্রেণীর আওতাভুক্ত। যেমন- গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মরিপেক্ষতাবাদ ইত্যাদি।

১। তারা ইসলামী শরী'আ বর্জন করেছে: হুদূদ চালু করেনি, কিছাছ ক্বায়েম করেনি, দিয়াত গ্রহণ করেনি। বরং সুদ হালাল করেছে, ব্যভিচার চালু করেছে, মদের অনুমতি দিয়েছে, বেশ্যালয়ের লাইসেন্স দিয়েছে ইত্যাদি, যা বলে শেষ করা যাবে না।

২। তারা অমুসলিমদের মতবাদ ও রীতি-নীতি বাস্তবায়ন করেছে।

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَتَبْعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شَيْبًا شَيْبًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ»، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: «فَمَنْ»

তোমরা অবশ্যই অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতির অনুসরণ করবে বিষতে বিষতে, হাতে হাতে। এমনকি তারা যদি গুঁই সাপের গর্তে প্রবেশ করে, তাহলে তোমরা তাদের অনুকরণ করবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এরা কি ইয়াহুদী-নাছারা? তিনি বললেন, তবে কারা?^{২২}

৩। তারা শিরকের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে, ত্বাগূতকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছে।

বিদ'আতী রাজনীতি^{২৩}

ইসলামী দলসমূহের বিদ'আতী নীতি সম্পর্কে আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ছালেহ আল-উছায়মীন রহিমাহুল্লাহ এর বক্তব্য:

□ প্রশ্ন: সূদানে অনেকগুলি দল (সকল দেশেই বর্তমানে প্রচলিত) আছে, যেগুলির কোনো কোনো দল একজন করে দলীয় আমীর নির্ধারণ করে এবং তার অনুসরণ অপরিহার্য গণ্য করে। এ ইমারতের হুকুম কি? উল্লেখ্য যে, তারা এ ইমারতকে সফর অবস্থার ইমারতের উপর কিয়াস করে করেছে।

উত্তর: সফরে ইমারতের দলীল পাওয়া যায়। কিন্তু মুক্কীম অবস্থায় নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক মানুষের আমীর নির্বাচনের প্রমাণে কোনো দলীল পাওয়া যায় না; বরং এ ইমারত মুসলিমদের দলাদলি ও বিভক্তি অবধারিত করে দেয়। মুসলিমদের উচিত সবাই এক হয়ে যাওয়া। প্রত্যেক দলের ভিন্ন ভিন্ন আমীর নিম্নোক্ত আয়াতটির পরিপন্থী:

[وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا] [আল عمران: ১০৩]

আর তোমরা সকলে আব্দুল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না (আলে ইমরান ১০৩)। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا، فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شَيْئًا،
فَمَاتَ عَلَيْهِ، إِلَّا مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً

২৩. লেখার এ অংশটি আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী সংকলিত ও অনূদিত 'দল, সংগঠন, ইমারত ও বাই'আত সম্পর্কে বিশিষ্ট উলামায়ে কিরামের বক্তব্য' নামক বইয়ের ৩১-৩৯ এবং ৪১-৪৩ পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত।

যে ব্যক্তি তার আমীরের পক্ষ থেকে অপছন্দনীয় কিছু পাবে, সে ধৈর্য্য ধারণ করবে। কেননা যে ব্যক্তি জামা‘আত থেকে সামান্য পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, তার মৃত্যু হবে জাহেলী মৃত্যু।^{২৪}

উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, হাদীছে রাষ্ট্র প্রধানের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে বলা হয়েছে। নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে মিলেঝুলে থাকলে গোটা জাতি একক জাতিতে পরিণত হতে পারবে।

পক্ষান্তরে জাতি যদি রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে বিরোধ করে প্রত্যেকটি দল পৃথক পৃথক অনুসরণীয় নেতা বানিয়ে নেয়, তাহলে জাতি বিভক্ত হয়ে যাবে। সুতরাং যারা একজনকে আমীর বানিয়ে তার হাতে বাই‘আত করে, তার অনুসরণ করে চলে, তাদের একাজ মারাত্মক ভুল প্রমাণিত হয়। শুধু তাই নয়; বরং তাদের একাজ এক দিক বিবেচনায় যেমন বিদ‘আত, তেমনি অন্যদিক বিবেচনায় তা সরকারের বিরোধিতার শামিল।

তবে সফর অবস্থায় আমীর নির্বাচনের বিষয়টি ভিন্ন। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন তিনজন সফরে বের হবে, তখন তারা তাদের একজনকে আমীর বানাবে। হাদীছটিতে ইমারত বলতে বিশেষ ইমারতের কথা বলা হয়েছে।...

আমি আবারও বলছি, মুক্কীম অবস্থায় আমীর হিসাবে কারো বাই‘আত গ্রহণ করে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের মত তার অনুসরণ করা বিদ‘আত।^{২৫}

□ প্রশ্ন: ইসলামে জামা‘আতের গুরুত্ব কতটুকু? কোনো মুসলিমের নির্দিষ্ট কোনো জামা‘আতে যোগদান করা কি শর্ত?

উত্তর: ইসলামে জামা‘আত হচ্ছে দ্বীনের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ জামা‘আত সম্পর্কে বলেন, আমার উম্মতের একটি দল

২৪. ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৪৯

২৫. শারহু ছহীহিল বুখারী, পৃষ্ঠা ৪৮৮-৪৮৯ (আল-মাকতাবা আল-ইসলামিয়া, প্রথম প্রকাশ)।

কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী থাকবে। তাদের বিরোধীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এমনকি কিয়ামত এসে যাবে, তবুও তারা ঐরূপই থাকবে। হাদীছটিতে উল্লেখিত এই জামা'আতের সাথেই সবার থাকা উচিত।

তবে দলাদলির জামা'আত, যে হক বা বাতিলের তোয়াক্কা না করে যে কোনো মূল্যে নিজের মতামতের বিজয় কামনা করে, সে জামা'আতে যোগদান করা জায়েয নয়। কেননা এ ধরনের দলে যোগ দেওয়া মুসলিম জামা'আত থেকে বের হয়ে দলাদলিতে যোগ দেওয়ার শামিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيْعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ [الانعام: ১০৭]
নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের বিষয় আল্লাহ তা'আলার নিকট সমর্পিত (সূরা আল আন'আম ৬:১৫৯) / তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ [الشورى: ১৩]

তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারণ করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মুসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না (সূরা আশ শূরা ৪২:১৩)। তিনি অন্যত্র আরো বলেন,

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: ১০০]

আর তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পরও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং বিরোধ করেছে। আর তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি (সূরা আলে ইমরান ৩:১০৫)।

একটি কথা বলা ভাল, ইসলামী দলগুলি যদি সত্যিকার অর্থে ইসলামের বিজয় চায়, তাহলে পরস্পরে বিচ্ছিন্ন না হয়ে তাদের শুধুমাত্র একটি দলে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত, যে দল রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার ছাহাবায়ে কেরামের পথের দল। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এই উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং একটি ছাড়া সবগুলিই জাহান্নামে যাবে। তারা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! জান্নাতী সেই দল কোন্টি? তিনি বললেন, যে আমার এবং আমার ছাহাবার পথে থাকবে।

এ দলগুলি মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করেছে এবং তাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছে শত্রুতা। এমনকি একজন আরেক জনকে যম শত্রু মনে করে; অথচ তারা সবাই মুসলিম এবং সবাই তার নিজের দ্বারা ইসলামের বিজয় কামনা করে। কিন্তু এত বিরোধ আর বিভক্তি নিয়ে ইসলামের বিজয় কি করে সম্ভব? যাহোক, আমি আমার ভাইদের প্রতি হকের উপর এক হয়ে যাওয়ার এবং কুরআন ও আল্লাহর দিকে ফিরে যেয়ে বিরোধের সমস্ত দিক পরিহার করার আহ্বান জানাই।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুসলিম যুবকেরা আজ এ বিভক্তির শিকারে পরিণত হয়েছে। কারণ তারা একেক জন একেক দলে যোগ দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে গালাগালি ও নিন্দা করে, যা মুসলিম যুবকদের জাগরণে চরম বাধা। যাহোক, আমি আবারও মুসলিমদেরকে দলাদলি পরিহার করার নছীহত করছি। আমি মনে করি, গোটা মুসলিম উম্মাহকে পরস্পরে বিচ্ছিন্ন না হয়ে এক হয়ে যাওয়া উচিত। প্রত্যেকটি দল অন্যান্য দলের বিপরীতে নতুন নাম দিয়ে আরেকটি দল গঠন করা উচিত নয়।^{২৬}

তিনি হিল্‌ইয়াতু তুলিবিল ইল্ম পুস্তিকার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দলীয় ভিত্তির উপর কোনো প্রকার মিত্রতা ও শত্রুতা চলবে না শিরোনামের মধ্যে বলেন, এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, দ্বীনী শিক্ষার প্রত্যেকটি শিক্ষানবিশকে সর্বপ্রকার দলাদলিমুক্ত থাকতে হবে। নির্দিষ্ট কোনো দলের উপর ভিত্তি করে মিত্রতা বা

বৈরীতা গড়ে তোলা যাবে না। মনে রাখতে হবে, নিঃসন্দেহে এটি সালাফে ছালেহীনের মূলনীতি বিরোধী। সালাফে ছালেহীনের নিকট কোনো প্রকার দলাদলি ছিল না, তাঁরা সবাই একটিমাত্র দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তারা সবাই নিম্নোক্ত আয়াতের ভাষ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন,

﴿هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الحج: ৭৮]

তিনিই তোমাদের নাম মুসলিম রেখেছেন (সূরা আল হাজ্জ ২২:৭৮) /

অতএব, কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্যের বাইরে অন্য কোনো কিছু উপর ভিত্তি করে দলাদলি, মিত্রতা ও বৈরীতা চলবে না। দেখা যায়, কোনো ব্যক্তি নির্দিষ্ট একটি দলের সাথে জড়িত, ফলে সে ঐ দলের মূলনীতি সমর্থন করে চলে এবং তার সমর্থনের পক্ষে এমন কিছু দলীল পেশ করে, যা কখনই তার পক্ষে নয়; বরং তার বিপক্ষের দলীল হতে পারে। দলীয় কর্মপদ্ধতি ও মূলনীতি সমর্থন না করার কারণে এমনকি তার নিকটতম মানুষটিকেও পথভ্রষ্ট গণ্য করতে সে ইতস্তত বোধ করে না। সে বলে, তুমি আমার পথে না চললে তুমি আমার বিরোধী। অতএব, ইসলামে কোনো প্রকার দলাদলি চলবে না। মুসলিমদের দলাদলির কারণে আজ বিভিন্ন পথের জন্ম হয়েছে এবং মুসলিম উম্মাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আজ তারা পরস্পরকে পথভ্রষ্ট গণ্য করছে এবং তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করছে।^{২৭}

□ প্রশ্ন: কুরআন ও হাদীছের কোথাও কি দল সৃষ্টির প্রমাণ মিলে?

উত্তর: কুরআন ও হাদীছে দল তৈরীর প্রমাণ মिला তো দূরের কথা; বরং এতদুভয়ে দলাদলির কঠোর নিন্দা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ [الانعام: ১০৭]

২৭. আত তা'লীক আছ-ছামীন আলা শারহি ইবনে উছাইমীন লিহিল্‌ইয়াতি তুলিবিল ইলম, পৃষ্ঠা: ৪০৬-৪০৮।

নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের বিষয় আল্লাহ তা'আয়ালার নিকট সমর্পিত (সূরা আল আন'আম ৬:১৫৯) / তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [المؤمنون: ৫৩]

প্রত্যেক দল নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত (আল-মুমিনুন, ২৩: ৫৩)।

নিঃসন্দেহে এসব দলাদলি আল্লাহর নির্দেশের পরিপন্থী।

﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون﴾ [الانبیاء: ৭২]

তারা সকলেই তোমাদের ধর্মের; এবং আমিই তোমাদের পালনকর্তা। অতএব, আমারই ইবাদত কর (সূরা আল আশিয়া ২১:৯২) ।

এসব দলাদলির ফলাফলও কল্যাণকর নয়। কেননা প্রত্যেকটি দল অপর পক্ষকে নানাভাবে গালাগালি করে থাকে।

□ প্রশ্ন: কেউ কেউ বলে, কোনো দল বা সংগঠনের অধীনে না থাকলে দাওয়াতী কার্যক্রম শক্তিশালী হয় না। এক্ষেত্রে আপনার মতামত কি?

উত্তর: এ ধারণা সঠিক নয়: বরং কুরআন ও হাদীছের অধীনে থেকে এবং নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর চার খলীফার নীতি অনুসরণ করে চললে দাওয়াতী কার্যক্রম আরো বেশী বেগবান হবে।

□ প্রশ্ন: বর্তমান ইসলামী বিশ্বে আমরা লক্ষ্য করছি যে, বহু দল ইসলামের পথে মানুষকে আহ্বান করেছে এবং প্রত্যেকেই বলছে, আমি সালাফে ছালেহীনের মূলনীতি অনুসরণ করে চলছি এবং আমার সাথেই রয়েছে কুরআন ও সুন্নাহ। এক্ষেত্রে, এসব দল সম্পর্কে আমাদের ভূমিকা কি হবে? এসব দলের আমীরগণের মধ্যে যে কোনো একজনের হাতে বায়'আত করার বিধান কি?

উত্তর: যেসব দল দাবী করেছে যে, তারা হকের উপরে আছে, তাদের সম্পর্কে মন্তব্য করা খুবই সহজ। আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করব, হক কাকে বলে?

জবাব, পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ সমর্থিত বক্তব্যই হচ্ছে হক। যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে মুমিন, কুরআন ও সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করলে তার যাবতীয় দ্বন্দ্ব নিরসন হওয়া সম্ভব। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, কোনো কিছুই তার উপকারে আসবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾
[النساء: ৫৭]

অতঃপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক (সূরা আন নিসা, ৪:৫৯)।

সুতরাং এসব জামা‘আতের লোকজনদের আমরা বলব, তোমরা একতাবদ্ধ হয়ে যাও; প্রত্যেকেই তার প্রবৃত্তির পূজা ছেড়ে দাও এবং কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্যকে আঁকড়ে ধরার পাকাপোক্ত নিয়্যত কর।

...তবে রাষ্ট্রপ্রধান বা দেশের সরকার ছাড়া অন্য কারো হাতে বায়‘আত করা বৈধ নয়। কেননা আমরা যদি প্রত্যেকের পৃথক পৃথক বায়‘আতের কথা বলি, তাহলে মুসলিম উম্মাহ বিভক্ত হয়ে যাবে এবং প্রত্যেকটি দেশের বিভিন্ন এলাকায় শত শত আমীর সৃষ্টি হবে। মূলতঃ এটিই হচ্ছে বিভক্তি।

কোনো দেশে ইসলামী বিধান চালু থাকলে, সেখানে অন্য কারো হাতে বাই‘আত জায়েয নেই।

তবে কোনো দেশের সরকার যদি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা না করে, তাহলে তার কয়েকটি অবস্থা হতে পারে: সরকারের কিছু কিছু কর্মকাণ্ড

১. কখনো কুফরী হতে পারে,
২. কখনো যুলম হতে পারে,
৩. আবার কখনো ফাসেকীও হতে পারে।

কুরআন-হাদীছের আলোকে যখন স্পষ্ট প্রমাণিত হবে যে, কোনো দেশের সরকার স্পষ্ট কুফরীতে অনঢ় রয়েছে, তাহলে আমাদেরকে তাকে সরিয়ে দেওয়ার

সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। তবে তার মোকাবেলায় নামা যাবে না এবং শক্তি প্রয়োগ করে তার বিরুদ্ধাচরণ করা যাবে না। তার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করলে তা হবে শরী‘আত ও হিকমত পরিপন্থী। আর সে কারণে মক্কায় নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। কেননা সে সময় তার এমন কোনো শক্তি ছিল না, যার মাধ্যমে তিনি মক্কার মুশরিকদেরকে মক্কা থেকে বের দিতে পারবেন বা তাদেরকে হত্যা করতে পারবেন। সুতরাং সরকারের অস্ত্র-শস্ত্রের তুলনায় যাদের কোনো অস্ত্র নেই বললেই চলে এবং যাদের সংখ্যা নিতান্তই কম, তাদের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যাওয়া হিকমত পরিপন্থী বৈ কিছুই নয়।

...সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামার জন্য হাদীছে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্তের কথা বলা হয়েছে; আর তা হচ্ছে,

- (১) ব্যক্তিকে নিজেই সরকারের কুফরীর বিষয়টি স্বচক্ষে দেখতে হবে, অন্যের কাছ থেকে শুনলে চলবে না। কারণ অনেক সময় মিথ্যা প্রচার করা হয়।
- (২) আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে, তার ভেতরে কুফরী অবশ্যই থাকতে হবে; ফাসেকী নয়। সে যদি বড় ধরনের ফাসেকীও করে বসে, তথাপিও তার বিরুদ্ধে মাঠে নামা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি সে যেনা করে বা মদ পান করে অথবা অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে মাঠে নামা যাবে না। তবে সে যদি কারো রক্ত হালাল মনে করে তাকে হত্যা করে, তাহলে সেক্ষেত্রে হুকুম আলাদা হবে।
- (৩) হাদীছে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্তের কথা বলা হয়েছে; তা হচ্ছে, সরকারের কুফরী স্পষ্ট হতে হবে, যেখানে কোনো প্রকার ব্যাখ্যার অবকাশ থাকবে না।
- (৪) আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে, সরকারের কুফরীর ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট দলীল থাকতে হবে, এখানে কiyাসী দলীল চলবে না। এই হচ্ছে চারটি শর্ত।

(৫) সরকারের বিপক্ষে মাঠে নামার পঞ্চম শর্ত হচ্ছে, শক্তি ও সামর্থ্য থাকা।
শেষোক্ত এই শর্তটি যে কোনো ওয়াজিবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আল্লাহ
তা'আলা বলেন,

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ২৮৬]

আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না (সূরা আল বাকারা ২: ২৮৬) / তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ১৬]

অতএব, তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর (আত-তাগাবুন ৬৪:১৬) /

এক্ষণে, যেসব ভাই তাদের দৃষ্টিতে তাদের ইসলামী সরকার নেই মনে করে
বিভিন্ন দল গঠন করে প্রত্যেকটি দলের একজন করে আমীর নির্ধারণ করতে
চায়, আমি তাদেরকে বলব, এটি তোমাদের মারাত্মক ভুল।

সাংগঠনিকভাবে দা'ওয়াতী কাজের ধরণ^{২৮}

যাহোক, কারো কারো মতে, যরুরী প্রয়োজনে সাংগঠনিকভাবে দা'ওয়াতী কার্যক্রম চালানো যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে অতীব যরুরী কয়েকটি বিষয়ের প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে:

(১) সংগঠনে কুরআন-হাদীছ ও সালাফে ছালেহীনের মূলনীতি পরিপন্থী কোনো কার্যক্রম থাকবে না।

(২) সংগঠনে বায়'আত, শপথ, অঙ্গীকার বা এজাতীয় কোনো কিছু থাকবে না। কারণ, বায়'আত মুসলিম উম্মাহর একক খলীফা এবং দেশের সরকারের সাথে নির্দিষ্ট। কোনো সংস্থা, সংগঠন, দল বা জামা'আতের নেতার জন্য তা আদৌ বৈধ নয়।

(৩) ঈমানী মহান ও প্রশস্ত ভ্রাতৃত্বের গণ্ডিকে সাংগঠনিক সংকীর্ণ ভ্রাতৃত্বের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করার অপচেষ্টা থেকে দূরে থাকতে হবে।

(৪) সংগঠনের ভেতরের এবং বাইরের সকল মুসলিম ভাইয়ের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা থাকতে হবে, একে অন্যের দোষত্রুটি না বলে ভাল দিকগুলি বলতে হবে এবং কারো মধ্যে বিদ্যমান ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের জন্য হিকমতের সাথে প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

(৫) সংগঠনকে দা'ওয়াতের একটি মাধ্যমের বাইরে অন্য কিছু মনে করা যাবে না; সংগঠন কখনই হক-বাতিলের মানদণ্ড বিবেচিত হবে না।

(৬) মানুষকে সংগঠনের পতাকাতলে আহ্বান না জানিয়ে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের শীতল ছায়াতলে আহ্বান জানাতে হবে।

আমার (আব্দুল আলিম ইবনে কাওছার মাদানী) ছোট্ট গবেষণায় স্পষ্ট হয়েছে যে, কোনো সংগঠনকে দা'ওয়াতী কার্যক্রমের একটি মাধ্যমের বাইরে অন্য কিছু

২৮. লেখার এ অংশটি আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী সংকলিত 'দল, সংগঠন, ইমারত ও বায়'আত সম্পর্কে বিশিষ্ট উলামায়ে কিরামের বক্তব্য' নামক বইয়ের ৯-১০ পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত।

প্রমাণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ মাধ্যম একসময় পরিণত হয় মূল লক্ষ্যে, গুরু হয় দলের প্রতি অন্ধভক্তি এবং অন্যদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ ও অভক্তি। সংগঠনে থাকলে অসং মানুষটিও হয়ে যায় দুধে ধোয়া; কিন্তু সংগঠনের বাইরে চলে গেলে সোনার মানুষটিও পরিণত হয় নিকৃষ্ট ব্যক্তিত্বে। এ মিত্রতা ও শত্রুতার মানদণ্ড হয় কেবল দলীয় গণ্ডি; এখানে আত্মীদা, আমল, পরহেয়গারিতা ও যোগ্যতার কোনো মূল্য থাকে না।

রাজনৈতিক দল গঠন করা ও একাধিক দলে বিভক্ত হওয়া কি জায়েয?^{২৯}

আলেমগণ এ ব্যাপারে দু'টি মত ব্যক্ত করেছেন:

প্রথম মত: বর্তমান যুগের অধিকাংশ আলেম রাজনৈতিক দল গঠন করা ও একাধিক দলে বিভক্ত হওয়া জায়েয (বৈধ) মনে করেন না। কেননা তাতে জাতি বিভক্ত হয়। সউদী আরবের স্থায়ী ফাতাওয়া বোর্ড 'আল-লাজনা আদ-দায়েমা'-এর পক্ষ থেকে শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে বায (রহিমাহুল্লাহ) এ মত পেশ করেন। কারণ তাতে মুসলিমদেরকে দীনি ব্যাপারে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হয়, যা বৈধ নয়। শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছালেহছালেহ আল-উছাইমীন মত পেশ করেন যে, কুরআন-সুন্নাহয় এরূপ দল ও জামা'আত গঠন করার প্রমাণ নেই, বরং তা গর্হিত কাজ।^{৩০}

দ্বিতীয় মত: কিছু আলেম যাদের মধ্যে আমেরিকার শরী'আ বোর্ডের ফক্বীহ শাইখ ইউসুফ আল-কারযাভী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: রাজনৈতিক বিভিন্ন দল গঠন করা বৈধ। কেননা তা শারঈ রাজনীতির অংশ, তাতে জনকল্যাণমূলক কাজ হয়, জাতির অকল্যাণ দূর হয়। এটা নতুন ইজতেহাদী বিষয়, যা মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করে বলে গণ্য করা হবে না।

২৯. আল-ফিকহুল মুইয়াসসার, ১৩/১২৮।

৩০. ছহওয়াতুল ইসলামীয়া, পৃষ্ঠা ১৫৪।

জাহিলী রাজনীতি

জাহিলী রাজনীতির ব্যাপারে শাইখ ছালেহ আল-ফাওয়ান (রহি.)-এর বক্তব্য:^{৩১}

নাস্তিক্যবাদী ও জাহিলী দলের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করার বিধান

১। নাস্তিক্যবাদ: যেমন কম্যুনিজম (সমাজতন্ত্র), সেকুলারিজম (ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ), পুঁজিবাদ, জাতীয়তাবাদসহ অন্যান্য নাস্তিক্যবাদী কুফরী মতবাদের সাথে কোন ব্যক্তি নিজেকে সম্পৃক্ত করলে সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায় (ঈমান ভঙ্গ হয়)। এ সকল দলের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করলেও সে বড় মুনাফিক। কারণ, মুনাফিকরা বাহ্যিকভাবে নিজেদেরকে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত করলেও আভ্যন্তরীণভাবে তারা কাফেরদের সাথে সম্পৃক্ত।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ} [البقرة: 14]

আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি। আমরা তো (মুসলিমদের সাথে) উপহাস করি মাত্র (সূরা আল বাক্বারা ২:১৪)। অপর আয়াতে তিনি বলেন,

{الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُفْرِهِمْ فَإِنَّ كَانَ لَكُمْ فِتْنَةٌ مِنَ اللَّهِ فَالُوا أَلَمْ تَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ فَأَلُوا أَلَمْ تَسْتَحْذِرْ عَلَيْهِمْ وَتَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: 141]

এরা এমনি মুনাফিক, যারা তোমাদের কল্যাণ-অকল্যাণের প্রতীক্ষায় ওৎপেতে থাকে। অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছায় তোমাদের যদি কোন বিজয় অর্জিত হয়, তবে তারা বলে, আমরাও কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? পক্ষান্তরে কাফেরদের যদি আংশিক বিজয় হয়, তবে বলে, আমরা কি তোমাদেরকে ঘিরে রাখিনি এবং মুসলিমদের কবল থেকে রক্ষা করিনি? (সূরা আন নিসা ৪:১৪১)।

৩১. আলোচ্য অংশটি আল্লামা ছালেহ ইবনে ফাওয়ান আল-ফাওয়ান বিরচিত ‘আক্বীদাতু-তাওহীদ...’ বইয়ের ১২৬-১৩০ পৃষ্ঠা থেকে গৃহীত।

অতএব, এ সকল ধোঁকাবাজ মুনাফিকুরা প্রত্যেকে দ্বি-মুখী নীতি অবলম্বন করে। এক নীতিতে মুমিনদের সাথে মিলিত হয়, আর অপর নীতিতে তারা তাদের নাস্তিক দোসরদের নিকটে ফিরে যায়। এদের রয়েছে দু'টি জিহ্বা। একটি দিয়ে বাহ্যিকভাবে সে মুসলিমদেরকে গ্রহণ করে, অপরটি দ্বারা তারা তাদের গোপন ইচ্ছা প্রকাশ করে। ঠিক যেমনটি আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীতে বর্ণিত,

{وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ} [البقرة: 14]

আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি। আমরা মুসলিমদের সাথে উপহাস করি মাত্র (সূরা আল বাক্বারা ২:১৪)।

এরা সব সময় কুরআন-সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। কুরআন-সুন্নাহর অনুসারীদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে ও তাদেরকে হীন চোখে দেখে। সামান্য দুনিয়াবী জ্ঞানের অহংকারে তারা কুরআন-সুন্নাহর বিধানের প্রতি আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করে। তাদের এ দুনিয়াবী তুচ্ছ বিদ্যা তাদেরকে কেবল মন্দের দিকে ধাবিত করে। তাইতো তারা সর্বদা কুরআন-সুন্নাহর অনুসারীদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} [البقرة: 15]

বরং আল্লাহই তাদের সাথে উপহাস করেন। আর তাদেরকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন যেন তারা নিজেদের অহংকার ও কু-মতলবে হয়রান ও পেরেশান থাকে (সূরা আল বাক্বারা ২:১৫)। আল্লাহ মুমিনদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة: 119]

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক (সূরা আত-তাওবাহ, ৯:১১৯)।

নাস্তিক্যবাদী এসব দল ধ্বংসাত্মক ও চরম ক্ষতিকর, কারণ তা মিথ্যা বা বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কম্যুনিজম বা সমাজতন্ত্র আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করতঃ আসমানী দ্বীনসমূহের সাথে বিদ্বৈষ পোষণ করে তা উৎখাতের জন্য চেষ্টা করে। যে ব্যক্তি আক্বীদা বা

বিশ্বাসহীন জীবন যাপনে সন্তুষ্ট এবং জ্ঞান দ্বারা সু-প্রমাণিত মৌলিক সত্য ও নিশ্চিত বিষয়সমূহকে অস্বীকার করে, সে স্বীয় জ্ঞানকে অকেজো করে নিজেকে পাগলে পরিণত করে।

আর সেক্যুলারিজম বা ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ সকল দ্বীন বা ধর্মকে অস্বীকার করে এবং বস্তুবাদের উপর (অর্থের উপর) নিজেদের ভিত গড়তে চায়, যার কোন দিক নির্দেশনাকারী থাকে না। দুনিয়াতে জানোয়ারের মতো জীবন যাপন ছাড়া এদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই।

অন্যদিকে পুঁজিবাদের চিন্তাধারা হলো হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধের তোয়াফ্কা না করে যে কোন উপায়ে অর্থ উপার্জন করা। দরিদ্র ও ফকীর-মিসকীনদের প্রতি তাদের কোন দয়া-মায়া নেই। এদের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি হলো আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারী সূদ। এতে ব্যক্তি ও রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে যায়। সূদ ভিত্তিক অর্থনীতি দারিদ্র জনগোষ্ঠীর রক্ত পর্যন্ত চুষে নেয়।

যার মধ্যে সামান্যতম ঈমান আছে, সে তো দূরের কথা এমনকি কোন বিবেকবান ব্যক্তি কি জ্ঞান, দ্বীন-জীবনব্যবস্থা, জীবনের সঠিক কোন উদ্দেশ্য ও অগ্রগতি ছাড়া এ সকল মতবাদের উপর জীবন-যাপনে সন্তুষ্ট থাকতে পারে? আর তা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে পারে?

সঠিক দ্বীনের অনুপস্থিতি, নষ্ট ঈমান-আকীদা এবং বিধর্মীদের অনুচর-অনুগত হয়ে জীবন যাপনের সুযোগে এসকল ভ্রান্ত মতবাদ ইসলামী দেশসমূহের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

২। জাহিলী যুগের কোন মতবাদ, বর্ণবাদ, জাতীয়তাবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার দিকে সম্পৃক্ত হওয়া আরেক প্রকার কুফরী ও ইসলাম ত্যাগকারী বিষয়। কারণ ইসলাম সকল প্রকার জাতীয়তাবাদ এবং জাহিলী মতবাদ ও প্রথাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [الحجرات: 13]

হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত, যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন (সূরা আল হজুরাত ১৩)।

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصِيَّةٍ (سنن أبي داود (5121))

যে ব্যক্তি আছাবিয়াহর^{৩২} দিকে আহ্বান জানায়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। যে আছাবিয়াহর জন্য যুদ্ধ করে, সেও আমাদের দলভুক্ত নয় এবং যে আছাবিয়াহর জন্য রাগ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।^{৩৩}

এসব জাহিলী দলাদলি মুসলিমদের বিচ্ছিন্ন এক জাতিতে পরিণত করেছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে এবং সৎ ও তাকওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করতে বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের বিচ্ছিন্ন ও মতভেদ করতে নিষেধ করে ইরশাদ করেন,

{وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا} [آل عمران: 103]

আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ তোমাদিগকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তার অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছে (সূরা আলে ইমরান ৩:১০৩)।

আল্লাহ তা'আলা চান আমরা যেন একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহর নাজাতপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হই। পরিতাপের বিষয় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ মুসলিম দেশগুলোর উপর আত্মসন করার পর মুসলিম উম্মাহ এ সকল রক্তক্ষয়ী উগ্রবাদ, জাতীয়তাবাদ এবং স্বদেশ প্রীতির নিকটে বশ্যতা স্বীকার করেছে।

সাথে এসকল বিষয়কে মুসলিমগণ ইলমী, প্রকৃত ও বাস্তব এমন বিষয় বলে মনে নিয়েছে, যেন তা থেকে বাঁচার কোন বিকল্প পথ নেই। অথচ, এই জাতীয়তাবাদ ও উগ্রবাদকে ইসলাম মিটিয়ে দিয়েছিল। আর তাকে সঞ্জীবিত করার জন্য মুসলিমগণ আজ দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে। তারা জাতীয়তাবাদ ও উগ্রবাদকেই যথেষ্ট মনে

৩২. গোত্র, বর্ণ, দেশ, আঞ্চলিকতা, জাতীয়তা ইত্যাদি কেন্দ্রিক সংকীর্ণতাকে আছাবিয়াহ বলা হয়।

৩৩. যঈফ: সুনানে আবু দাউদ ৫১২১, ৫১২৩। তবে অর্থের দিক থেকে ছহীহ। দেখুন: ছহীহ মুসলিম ১৮৪৮, ছহীহ: ইবনে মাজাহ ৩৯৪৮, নাসাঈ ফিল কুবরা ৩৫৬৬।

করছে এবং এর নিদর্শনসমূহকে পুনর্জীবিত ও ইসলামের উপর এর আগ্রাসনের সময়কালকে নিয়ে তারা গর্ব করছে। এ ধারার নামধারী মুসলিমরাই আজ ইসলামকে জাহিলিয়াত বলে নাম করণের জন্য চাপ প্রয়োগ করছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা এ জাহিলিয়াত থেকে বের হওয়ার সুযোগ করে দিয়ে তাদেরকে এ নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ে উৎসাহিত করেছেন।

মুমিনের উচিত, অতীত জাহিলিয়াতের উল্লেখ না করা। যদি উল্লেখ করতেই হয়, তবে ঘৃণা-অসন্তুষ্টি, অপছন্দ, গাত্রদাহ্ ও গা শিহরণসহ উল্লেখ করবে। আটকাবস্থায় কঠিন শাস্তিপ্ৰাপ্ত ও নির্যাতিত কয়েদী বা বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হলে গাত্রদাহ্ ও শিহরণ ব্যতীত কি সে তার শাস্তির কথা উল্লেখ করতে পারে? কঠিন ও দীর্ঘ মৃত্যুরোগ হতে মুক্তি লাভকারী ব্যক্তি কি তার অসুস্থতার দিনগুলো স্মরণ করতে গিয়ে হতবিহ্বল ও অবস্থা পরিবর্তন না হয়ে পারে?

জানা আবশ্যিক যে, এ সকল দলাদলি ও মতবাদ এমন আযাব, যা আল্লাহ তা'আলা তার শরী'আত হতে বিমুখ ও বেদ্বীন ব্যক্তিদের প্রতি প্রেরণ করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{قُلْ هُوَ الْفَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شَيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ} [الأنعام: 65]

আপনি বলুন: তিনিই শক্তিমান যে, তোমাদের উপর কোন শাস্তি উপর দিক থেকে অথবা তোমাদের পদতল থেকে প্রেরণ করবেন অথবা তোমাদেরকে দলে-উপদলে বিভক্ত করে সবাইকে মুখোমুখী করে দিবেন এবং একজনকে অন্যের উপর আক্রমণের স্বাদ আস্বাদন করাবেন (সূরা আল্ আন'আম ৬:৬৫)।

রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَمَا لَمْ تَحْكُمُوا أَمْرَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَتَتَخَيَّرُوا مِمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بِأَسْهُمٍ بَيْنَهُمْ

ইমাম ও বিচারকরা যখন আল্লাহর কিতাব কুরআন অনুযায়ী ফায়ছালা না করে এবং আল্লাহর বিধানকে প্রাধান্য না দেয়, তখন তিনি তাদের পরস্পরের মাঝেই ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করে দেন।^{৩৪}

কোন দলের জন্য উগ্রতা ও গোঁড়ামী পোষণ করা অন্যের নিকট হতে সত্য গ্রহণে বাধা দেয়। যেমন ইয়াহুদীদের অবস্থা, যাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَنَكْفُرُ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ﴾

যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্ যা পাঠিয়েছেন তা মেনে নাও, তখন তারা বলে, আমরা মানি, যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। সেটি ছাড়া সবগুলোকে তারা অস্বীকার করে। অথচ এ গ্রন্থটি সত্য এবং সত্যায়ন করে ঐ গ্রন্থের, যা তাদের কাছে রয়েছে (সূরা আল বাক্বারা ২:৯১)।

অনুরূপ জাহিলিয়াত যুগের লোকেরাও নিজেদের দাপ-দাদার মতের প্রতি গৌড়ামী বশতঃ রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নিকটে যে সত্য নিয়ে এসেছিলেন, তা তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল। আল্লাহ তা‘আলা তাদের ব্যাপারে বলেন,

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ [البقرة: 170]

আর যখন তাদেরকে কেউ বলে যে, সে হুকুমেরই আনুগত্য কর, যা আল্লাহ্ তা‘আলা নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে, কখনো না, আমরা তো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব, যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে দেখেছি। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জানতো না, জানতো না সরল পথও (সূরা আল বাক্বারা ২:১৭০)।

এ সব দলের অনুসারীরা নিজ নিজ দল ও দলের আদর্শকে ইসলামের বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করেছে। অথচ ইসলাম হচ্ছে বিশ্ব মানবতার জন্য আল্লাহর বিশেষ দান বা অনুগ্রহ।

আশ-শার'ইয়াহ (الشريعة)

আশ শরী'আহ (الشريعة): আরবী ভাষায় অর্থ হলো- পানির উৎসস্থল, যেখানে গিয়ে মানুষ পানি পান করে এবং পান করায়। কখনো কখনো চতুষ্পদ জন্তকে সেখানে নিয়েও পানি পান করায়।^{৩৫}

শরী'আহ হলো আল্লাহ তা'আলা তার বান্দার জন্য যা বিধিবদ্ধ ও রীতিসিদ্ধ করেছেন অর্থাৎ জীবন বিধান (مَا شَرَعَهُ اللَّهُ وَسُنَّهٗ لِعِبَادِهِ) ^{৩৬} যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾

তিনি তোমাদের জন্য দ্বীন বিধিবদ্ধ করেছেন যে নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন, আর যা আমি তোমার কাছে ওহী পাঠিয়েছি (সূরা আশ শুরা ৪২:১৩)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾

তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি শরীআত ও স্পষ্ট পন্থা (সূরা আল মায়িদা ৫:৪৮)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

তারপর আমি তোমাকে দ্বীনের এক বিশেষ বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং তুমি তার অনুসরণ কর এবং যারা জানে না তাদের খেয়াল- খুশীর অনুসরণ কর না (সূরা আল জাছিয়া ৪৫:১৮)।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া^{৩৭} বলেন, আল্লাহ তা'আলা আকীদা ও আমল সম্পর্কিত যা কিছু বিধিবদ্ধ করেছেন তাই শরী'আহ (فَإِنَّهُ يَنْتَظِمُ كُلُّ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ مِنَ الْعَقَائِدِ)

৩৫. ইবনে মানযুর, লিসানুল আরাব ৮/১৭৫।

৩৬. আল-মাউসু'আতুল ফিকুহিইয়াহ আল-কুয়েতিইয়াহ, [১/১৬]

৩৭. ইমাম ইবনে তাইমিয়া, মাজমু' ফাতাওয়া, [১৯/৩০৬, ৩০৯]

(وَالْأَعْمَالِ)। তিনি আরো বলেন, শরী‘আহ হচ্ছে-আল্লাহ তা‘আলা, তার রাসূল ও উলুল আমর (খলীফা, ফক্বীহ) এর আনুগত্য করা (أَنَّ الشَّرِيعَةَ هِيَ طَاعَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) (وَأُولِي الْأَمْرِ مِنَّا)।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (59)

হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের (সূরা আন নিসা ৪:৫৮-৫৯)।

সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা জীবন ও জগত পরিচালনার জন্য রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে যে সার্বিক বিধান প্রদান করেছেন, তা-ই শরী‘আহ।

শারঈ রাজনীতি বাস্তবায়নের প্রধান চারটি ধারাবাহিক পর্যায়, যা রসূল
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ছীরাত থেকে প্রমাণিত:

- ১। আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত এবং এক্ষেত্রে নবী-রাসূলগণের দা'ওয়াতী নীতি
অবলম্বন।
- ২। বাই'আতের মাধ্যমে ইমারত বা রাষ্ট্র গঠন ও জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন।
- ৩। রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী শরী'আতের পূর্ণ বাস্তবায়ন।
- ৪। শিরকের মূলোৎপাটনে রাষ্ট্রীয়ভাবে জিহাদ ঘোষণা করা।

১। নবী-রাসূলগণের দা'ওয়াতী মূলনীতি^{৩৮}

এখানে নবী-রাসূলগণের দা'ওয়াতী নীতি উল্লেখ করা হলো, যাতে প্রত্যেক দাঈ
দা'ওয়াতী ক্ষেত্রে সেগুলি মেনে চলতে পারে:

১। তাওহীদ, আল্লাহর উপর ঈমান এবং শরীকবিহীন একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের
দিকে দা'ওয়াত দান: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: 25]

‘আর তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল পাঠাইনি, যার প্রতি আমি এ অহি অবতরণ
করিনি যে, ‘আমি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত
কর’ (সূরা আল-আম্বিয়া:২৫)।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: 36]

‘আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি এমর্মে যে,
তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং পরিহার কর ত্বাগূতকে’ (সূরা আন-নাহল:৩৬)।

৩৮. মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আব্দুল্লাহ আত-তুওয়াইজীরী, মাওসু'আতুল ফিকুহিল
ইসলামী, ৫/৪১০-৪৩১।

২। মানুষের নিকট আল্লাহর দ্বীন পৌঁছানো এবং তাদের জন্য কল্যাণ কামনা করা ও তাদেরকে নছীহত করা:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (67)﴾ [المائدة: 67]

‘হে রাসূল! তোমার রবের পক্ষ হতে তোমার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে, তা পৌঁছে দাও এবং যদি তুমি না কর, তবে তুমি তার রিসালাত পৌঁছালে না। আর আল্লাহ তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না’ (সূরা আল-মায়দা:৬৭)।

৩। গ্রাম-গঞ্জ, বাড়ি-ঘর, হাট-বাজার সর্বত্রই দা‘ওয়াতের বিস্তার ঘটানো:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [يوسف: 108]

‘বলুন, ইহাই আমার পথ, আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহর দিকে জাহ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র এবং আমি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত নই’ (সূরা ইউসুফ:১০৮)।

وكان - صلى الله عليه وسلم - يطوف على الناس في مكة في موسم الحج ويقول لهم: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلِحُوا». صحيح/ أخرجه أحمد برقم (16603)

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হজ্জের সময় মক্কায় মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের বলতেন, হে মানব সমাজ! তোমরা বল, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’, তাহলে সফলকাম হবে (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৬৬০৩, ছহীহ)।

৪। সর্বদা আল্লাহর প্রশংসা করা এবং সর্বাবস্থায় তার যিকর করা ও তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা:

আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে বলেন:

{الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (39)}

... [إبراهيم: 39]

‘সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি বৃদ্ধ বয়সে আমাকে ইসমাইল ও ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয় আমার রব দো‘আ শ্রবণকারী’ (সূরা ইবরাহীম: ৩৯)।

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِرَقْم (373)

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাবস্থায়ই আল্লাহর যিকর করতেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৩৭৩)।

৫। আল্লাহর দিকে ও যে পথ তার কাছে পৌঁছে দেয়, সেদিকে এবং ক্রিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা‘আলা মানুষদের যে ওয়াদা করেছেন, সে দিকে তাদেরকে আহ্বান করা:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

{ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (125)} ... [النحل: 125].

‘তুমি তোমার রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং সুন্দরতর পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর। নিশ্চয় একমাত্র তোমার রব-ই জানেন কে তাঁর পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং হেদায়াত প্রাপ্তদের তিনি খুব ভাল করেই জানেন’ (সূরা আন-নাহল: ১২৫)। আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

{وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (7)} ... [الشورى: 7].

‘আর এভাবেই আমি তোমার উপর আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছি, যাতে তুমি মূল জনপদ ও তার আশপাশের বাসিন্দাদেরকে সতর্ক করতে পার, আর যাতে

‘একত্রিত হওয়ার দিন’-এর ব্যাপারে সতর্ক করতে পার, যাতে কোন সন্দেহ নেই, সেদিন একদল থাকবে জান্নাতে, আরেক দল যাবে জ্বলন্ত আগুনে’ (সূরা আশ-শুরা:৭)।

৬। দা‘ওয়াত ও ইবাদত উভয়ের মাঝে সমতা বজায় রাখা:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نَصْفَهُ أَوْ ائْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (4)} [المزمل: 1 - 4]

‘হে বজ্রাবৃত! (১) রাত্রি জাগরণ কর, তবে কিছু অংশ ব্যতীত। (২) রাতের অর্ধেক কিংবা তারচেয়ে কিছুটা কম কর। (৩) অথবা তার চেয়ে একটু বাড়িও। আর স্পষ্ট ভাবে ধীরে ধীরে কুরআন আবৃত্তি কর’ (সূরা আল-মুযাম্মিল:১-৪)। আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

{يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ (2) وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ (3) وَيَتَذَكَّرُ فَطَهِّرْ (4) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5)} [المدثر: 1 - 5] ...

‘হে বজ্রাচ্ছাদিত! (১) উঠ, তারপর সতর্ক কর। (২) আর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। (৩) এবং তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র কর। (৪) আর অপবিত্রতা বর্জন কর’ (সূরা আল-মুদ্দাছছির: ১-৫)।

৭। জ্ঞানার্জন, আমল ও জ্ঞানদানের মাঝে সমতা সৃষ্টি করা:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (9)} [الزمر: 9] .

‘বল, যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান? বিবেকবান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে’ (সূরা আয-যুমার:৯)।

৮। বোধগম্য ভাষায় মানুষকে দা‘ওয়াত দান: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (4)} ... [ابراهيم: 4]

‘আর আমি প্রত্যেক রাসূলকে তার কওমের ভাষাতেই পাঠিয়েছি, যাতে সে তাদের নিকট বর্ণনা দেয়। সুতরাং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ দেখান। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়’ (সূরা ইব্রাহীম:৪)।

৯। আল্লাহর দিকে আহ্বান করে কাফের শাসকদের নিকট বার্তা প্রেরণ: আল্লাহ তা‘আলা সাবার রাণীর কথা উল্লেখ করে বলেন,

{قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ (29) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (30) أَلَّا تَعْلَمُوا عَلَيَّ وَأُتُونِي مُسْلِمِينَ (31)} [النمل: 29 – 31].

‘সে বলল, হে পরিষদবর্গ! নিশ্চয় আমাকে এক সম্মানজনক পত্র দেয়া হয়েছে। নিশ্চয় এটা সুলাইমানের পক্ষ থেকে। আর নিশ্চয় এটা পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। যাতে তোমরা আমার প্রতি উদ্ধত না হও এবং অনুগত হয়ে আমার কাছে আস’ (সূরা আন-নামল:২৯-৩১)।

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى كِسْرَى، وَإِلَى قَيْصَرَ، وَإِلَى التَّجَاشِيِّ، وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ، يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِرَقْم (1774)

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিসরা (পারস্যের সম্রাট), কায়ছার (রোমের সম্রাট) ও নাজাশী এবং অন্যান্য প্রভাবশালী শাসকগণের নিকট পত্র লিখেন, যাতে তিনি তাদের আল্লাহর দিকে দা‘ওয়াত দেন (ছহীহ মুসলিম, হা/১৭৭৪)।

১০। উপদেশ ও শিক্ষার জন্য নবীগণের সাথে বিভিন্ন জাতির অবস্থা উল্লেখ করা: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (111)} [يوسف: 111].

‘তাদের এ কাহিনীগুলোতে অবশ্যই বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে শিক্ষা, এটা কোন বানানো গল্প নয়, বরং তাদের পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী এবং প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ। আর হেদায়াত ও রহমত ঐ কওমের জন্য, যারা ঈমান আনে’ (সূরা ইউসূফ:১১১)।

১১। দা'ওয়াত দানে অটল থাকা এবং যারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাদের দিকে জ্রক্ষেপ না করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (94) إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ (95) الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (96)} ... [الحجر: 94 - 96]

‘সুতরাং তোমাকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে, তা ব্যাপকভাবে প্রচার কর এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। নিশ্চয় আমি তোমার জন্য উপহাসকারীদের বিপক্ষে যথেষ্ট। যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ নির্ধারণ করে। অতএব, তারা অচিরেই জানতে পারবে’ (সূরা আল-হিজর:৯৪-৯৬)।

১২। ভয় ও ক্ষতির আশঙ্কা হলে কাফেরদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106)} [النحل: 106]

‘যে ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে এবং যাদের অন্তর কুফরী দ্বারা উন্মুক্ত হয়েছে, তাদের উপরই আল্লাহর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা আযাব; ঐ ব্যক্তি ছাড়া, যাকে বাধ্য করা হয় (কুফরী করতে) অথচ তার অন্তর থাকে ঈমানে পরিতৃপ্ত’ (সূরা আন-নাহল:১০৬)।

১৩। মানুষের প্রতি দয়া ও কোমল আচরণ করা। আর তাদেরকে ক্ষমা ও মার্জনা করা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (107)} ... [الأنبياء: 107]

‘আর আমি তো তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসাবেই প্রেরণ করেছি’ (সূরা আল-আম্বিয়া:১০৭)। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

{فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْحَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159)} [آل عمران: 159].

‘আল্লাহর দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছেন; যদি আপনি রুঢ় ও কঠোরচিত্ত হতেন, তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। কাজেই আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন, তারপর আপনি কোন সংকল্প করলে আল্লাহর উপর নির্ভর করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ (তার উপর) নির্ভরকারীদের ভালবাসেন’ (সূরা আলে ইমরান: ১৫৯)।

১৪। সৃষ্টির প্রতি বন্ধুত্ব, দয়া ও সহানুভূতি দেখানো:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ} (128) ... [التوبة: 128].

‘নিশ্চয় তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন, তা তার জন্য কষ্টদায়ক যা তোমাদেরকে পীড়া দেয়। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু’ (সূরা আত-তাওবা: ১২৮)।

১৫। সকল কাজে সততা অবলম্বন করা (الصدق في جميع الأمور):

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} (119) [التوبة: 119].

‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক’ (সূরা আত-তাওবা: ১১৯)।

১৬। সর্ববিস্তার ধৈর্যধারণ করা: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْقِنُونَ} (60) [الروم: 60]

‘অতএব, তুমি ছবর কর। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা হক। আর যারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে না, তারা যেন তোমাকে অস্থির করতে না পারে’ (সূরা আর-রুম: ৬০)।

১৭। সকল কাজে ইখলাছ-নিষ্ঠতা বজায় রাখা: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{إِنَّا أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (2) أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ} ... [الزمر: 2 - 3].

‘নিশ্চয় আমি তোমার কাছে সত্য সহকারে এই কিতাব নাযিল করেছি; অতএব আল্লাহর ‘ইবাদত কর, তারই আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। জেনে রেখ! আল্লাহর জন্যই বিশুদ্ধ ইবাদত-আনুগত্য’ (সূরা আয-যুমার:২-৩)।

১৮। বদান্যতা, সেবা-যত্ন করা ও বিনয়ী হওয়া:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (24) إِذِ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (25) فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (26) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (27)}
.. [الذاريات: 24 – 27]

‘তোমার কাছে কি ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে? (২৪) যখন তারা তার কাছে আসলেন এবং বললেন, ‘সালাম’, উত্তরে তিনিও বললেন, ‘সালাম’। তারা তো অপরিচিত লোক। অতঃপর তিনি দ্রুত চুপিসারে নিজ পরিবারবর্গের কাছে গেলেন এবং একটি মোটা-তাজা গো-বাছুর (ভাজা) নিয়ে আসলেন। অতঃপর তিনি তা তাদের সামনে পেশ করলেন এবং বললেন, ‘তোমরা কি খাবে না?’ (সূরা আয-যারিয়াত:২৪-২৭)।

১৯। পার্থিব জীবনে চাকচিক্যতা থেকে দূরে থাকা:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَمَا أَوْتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ (60)}
... [القصص: 60].

‘আর তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে, তা দুনিয়ার জীবনের ভোগ ও সৌন্দর্য মাত্র। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা-ই উত্তম ও স্থায়ী। তোমরা কি বুঝবে না?’ (সূরা ক্বাছাছ:৬০)।

২০। সৎকাজে প্রতিযোগিতা করা: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ (90)}
.. [الأنبياء: 90].

‘তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত। আর আমাদের আশা ও ভীতি সহকারে ডাকত। আর তারা ছিল আমার নিকট বিনয়ী’ (সূরা আল-আম্বিয়া:৯০)।

২১। সৎকাজে উৎসাহ দান ও অবাধ্যতায় নিরুৎসাহিত করা:

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

{مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَالٍهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
... [الأنعام: 160].

‘যে সৎকাজ নিয়ে এসেছে, তার জন্য হবে তার দশ গুণ। আর যে অসৎকাজ নিয়ে এসেছে, তাকে অনুরূপই প্রতিদান দেয়া হবে এবং তাদেরকে যুলম করা হবে না’ (সূরা আল-আন'আম:১৬০)।

২২। জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর কালিমা সুউচ্চ করার চেষ্টা করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (15)} ... [الحجرات: 15]

‘মুমিন কেবল তারাই, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি। আর নিজেদের সম্পদ ও নিজেদের জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। এরাই সত্যনিষ্ঠ’ (সূরা আল-হজরাত:১৫)।

২৩। আল্লাহর পথে জিহাদ করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (73)}
... [التوبة: 73]

‘হে নবী! কাফের এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের উপর কঠোর হও, আর তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম এবং তা কতইনা নিকৃষ্ট স্থান’ (সূরা আত-তাওবা:৭৩)।

২৪। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ (104)} [آل عمران: 104]

‘আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম’ (সূরা আলে ইমরান: ১০৪)।

২৫। সুসংবাদ দেয়া ও ভীতি প্রদর্শন করা:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (45) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا (46) وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا (47)} ... [الأحزاب: 45 - 47]

হে নবী! আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তার দিকে আহ্বানকারী ও আলোকদীপ্ত প্রদীপ হিসাবে। আর তুমি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে বিরাট অনুগ্রহ’ (সূরা আল-আহযাব: ৪৫-৪৭)।

২৬। মুমিনদের অন্তরকে তাদের রবের সাথে সংযুক্ত করা এবং তারা ঈমান আনলে ঈমানের উপর অবিচল থাকলে তাদেরকে কল্যাণ ও জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া:

{إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ (30) تَحْنُ أُولَئِكَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ (31) نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (32)} ... [فصلت: 30 - 32]

‘নিশ্চয় যারা বলে, ‘আল্লাই আমাদের রব’, অতঃপর অবিচল থাকে, ফেরেশতারা তাদের কাছে অবতীর্ণ হন এবং বলেন, ‘তোমরা ভয় পেয়ো না, দুশ্চিন্তা করো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর, যার ওয়াদাপ্রাপ্ত তোমরা হয়েছিলে। ‘আমরা দুনিয়ার জীবনে তোমাদের বন্ধু ও আখেরাতেও। সেখানে তোমাদের জন্য থাকবে যা তোমাদের মন চাইবে এবং সেখানে তোমাদের জন্য আরও থাকবে যা তোমরা দাবী করবে। পরম ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে আপ্যায়নস্বরূপ’ (সূরা হা-মীম সাজদা: ৩০-৩২)।

২৭। একগুঁয়ে কাফের ও মুনাফিকদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করা:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَعَلِّمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (123)} [التوبة: 123]

‘হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন’ (সূরা আত-তাওবা:১২৩)।

২৮। দা‘ওয়াতের বিনিময়ে পারিশ্রমিক না চাওয়া:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (47)} ... [سبأ: 47]

‘বল, ‘আমি তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাইনি, বরং তা তোমাদেরই। আমার প্রতিদান তো কেবল আল্লাহর নিকট রয়েছে এবং তিনি সব কিছুর উপরই সাক্ষী’ (সূরা সাবা:৪৭)। আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

{وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الشعراء: 109]

‘আর এর উপর আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না; আমার প্রতিদান শুধু জগৎসমূহের রবের নিকট’ (সূরা আশ-শুআ‘রা:১০৯)।

২৯। জ্ঞান অব্বেষণ করা ও মানুষকে তা শিক্ষা দেয়া:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (2)} ... [الجمعة: 2]

‘তিনিই উম্মীদের^{৩৯} মাঝে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যিনি তাদের কাছে তেলাওয়াত করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে শিক্ষা দেনকিতাব ও হিকমাত। যদিও ইতঃপূর্বে তারা স্পষ্ট গোমরাহীতে ছিল’ (সূরা আল-জুমুআ‘:২)।

৩০। আত্মিক পবিত্রতা অর্জন করা, আর সর্বদা ইবাদত ও যিকরের মাধ্যমে রুহ ও শরীরকে শক্তিশালী করা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (41) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (42)}

[الأحزاب: 41 – 42]

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর অধিক যিকর কর (৪১) এবং সকাল-সন্ধ্যায় তার পবিত্রতা ঘোষণা কর কর' (সূরা আল-আহযাব: ৪১-৪২)।

৩১। যারা মুসলিমদের অতি কষ্ট দেয়, তাদের জন্য বদ দু'আ করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (26) إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (27)} ... [نوح: 26 – 27].

'আর নূহ বললেন, 'হে আমার রব! যমীনের উপর কোনও কাফেরকে অবশিষ্ট রাখবেন না। আপনি যদি তাদেরকে অবশিষ্ট রাখেন, তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং দুরাচারী ও কাফের ছাড়া অন্য কারো জন্ম দেবে না' (সূরা নূহ: ২৬-২৭)।

৩২। কাফের-মুশরিকদের জন্য হেদায়াতের দু'আ করা:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْجِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرْبُهُ قَوْمُهُ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: «رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ». متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3477)، واللفظ له، ومسلم برقم (1792)

আব্দুল্লাহ ইব্নু মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি যেন এখনো নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে দেখছি, যখন তিনি একজন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অবস্থা বর্ণনা করছিলেন যে, তার স্বজাতিরা তাকে প্রহার করে রক্তাক্ত করে দিয়েছে আর তিনি তার চেহারা হতে রক্ত মুছে ফেলছেন এবং বলছেন, হে আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও, যেহেতু তারা জানে না (ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৭৭; (ছহীহ মুসলিম, হা/১৭৯২)।

৩৩। সবসময় ও সর্বাবস্থায় দা'ওয়াতী কাজ করা:

আল্লাহ তা‘আলা নূহ (আ.) সম্পর্কে বলেন,

{قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا (5) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا (6) وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا (7) ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا (8) ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا (9) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) } . [نوح: 5 – 10]

তিনি বললেন, ‘হে আমার রব! আমি তো আমার ক্বওমকে রাত-দিন আহ্বান করেছি। অতঃপর আমার আহ্বান কেবল তাদের পলায়নই বাড়িয়ে দিয়েছে। আর যখনই আমি তাদেরকে আহ্বান করেছি ‘যেন আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন’, তারা নিজেদের কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়েছে, নিজেদেরকে পোষাকে আবৃত করেছেন, (অবাধ্যতায়) অনড় থেকেছে এবং দম্ভভরে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে। তারপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে আহ্বান করেছি। অতঃপর তাদেরকে আমি প্রকাশ্যে এবং অতি গোপনেও আহ্বান করেছি। এবং বলেছি, ‘তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও; নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল’ (সূরা নূহ:৫-১০)।

৩৪। পরামর্শ করে কাজ করা: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: 159]

‘আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর’ (সূরা আলে ইমরান:১৯৫)। আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

{وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ} [الشورى: 38].

‘তাদের কার্যাবলী তাদের মাধ্যমে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে’ (সূরা আশ-শুরা:৩৮)।

৩৫। আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা আর তারই উপর ভরসা করা:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{فَلَمَّا تَرَأَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ (61) قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ (62) فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (63) } ... [الشعراء: 61 – 63]

‘অতঃপর যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসার সাথীরা বলল, অবশ্যই ‘আমরা ধরা পড়ে গেলাম!’ মূসা বললেন, ‘কক্ষনো নয়; আমার সাথে আমার রব রয়েছে। নিশ্চয় অচিরেই তিনি আমাকে পথনির্দেশ দেবেন।’ অতঃপর আমি মূসার প্রতি অহি পাঠালাম, ‘তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর।’ ফলে তা বিভক্ত হয়ে গেল। তারপর প্রত্যেক ভাগ বিশাল পাহাড়সদৃশ হয়ে গেল’ (সূরা আশ-শুআ’রা:৬১-৬৩)।

৩৬। সর্বাবস্থায় দু’আ করা ও ভীতিসহকারে ছালাত আদায় করা:

আল্লাহ তা’আলা বলেন,

{وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (45)} . [البقرة: 45]

‘আর তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় তা বিনয়ী ব্যতীত অন্যদের উপর কঠিন’ (সূরা আল-বাক্বারাহ:৪৫)।

وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى.

حسن/ أخرجه أحمد برقم (23688), وأخرجه أبو داود برقم (1319)

হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতেন, তখন ছালাতে মশগুল হয়ে যেতেন (মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩৬৮৮; সুনানে আবু দাউদ, হা/১৩১৯, ‘হাসান’)।

৩৭। সর্বাবস্থায় আল্লাহর নিকট চাওয়া ও অভাব-অভিযোগ পেশ করা: আল্লাহ

আল্লাহ তা’আলা বলেন,

{وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (89) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَاهُ لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ (90)} ... [الأنبياء: 89 - 90]

‘আর স্মরণ কর যাকারিয়ার কথা, যখন তিনি তার রবকে আহ্বান করে বলেছিলেন, হে আমার রব! আমাকে একা রেখ না, তুমি তো শ্রেষ্ঠ মালিকানার অধিকারী। অতঃপর আমি তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়া আর তার জন্য তার স্ত্রীকে উপযোগী করেছিলাম। তারা সৎকাজে

প্রতিযোগিতা করত। আর আমাকে আশা ও ভীতি সহকারে ডাকত। আর তারা ছিল আমার নিকট বিনয়ী’ (সূরা আল-আম্বিয়া:৮৯-৯০)।

৩৮। ভাল পরিবেশকে আঁকড়ে ধরা ও মন্দ পরিবেশ বর্জন করা:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (119)} [التوبة: 119].

‘হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক’ (সূরা আত-তাওবা:১১৯)।

৩৯। শরী‘আত সম্মত ব্যবস্থাপনা গ্রহণের সাথে সাথে এক আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হওয়া এবং নিজের ক্ষমতাকে কিছুই জ্ঞান না করা:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (188)} ... [الأعراف: 188].

‘আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধনের এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ চান। আর আমি যদি গায়েবের কথা জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম এবং আমার কোন অমঙ্গল কখনও স্পর্শ করত না। আমি তো ঈমানদারদের জন্য শুধুমাত্র একজন ভীতি প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা’ (সূরা আল-আ‘রাফ: ১৮৮)।

৪০। মহান আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন করা যদিও তা বিবেক সম্মত না হয়। যেমন- নূহ (আ.) শুকনো পাড়ে নৌকা তৈরি করেন, ইব্রাহিম (আ.) স্ত্রী-পুত্রকে মানবহীন স্থানে রেখে আসেন, যেখানে কোন তরলতাও ছিল না। আর আল্লাহ মুসা (আ.)কে সাপ ধরতে এবং সমুদ্রের পানির উপর প্রহার করতে আদেশ দেন এবং তিনি তা বাস্তবায়ন করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكَلَّمَا مَرْ عَلَى مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ (38)} ... [هود: 38].

‘আর তিনি নৌকা তৈরী করতে লাগলেন এবং যখনই তার কণ্ঠের নেতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তি তার পাশ দিয়ে যেত, তাকে নিয়ে উপহাস করত। তিনি বললেন, যদি

তোমরা আমাদের নিয়ে উপহাস কর, তবে আমরাও তোমাদের নিয়ে উপহাস করব, যেমন তোমরা উপহাস করছ' (সূরা হূদ:৩৮)।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

{رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ} ...
[إبراهيم: 37]

‘হে আমাদের রব! নিশ্চয় আমি আমার কিছু বংশধরদেরকে ফসলহীন উপত্যকায় তোমার পবিত্র ঘরের নিকট বসতি স্থাপন করলাম, হে আমাদের রব! যাতে তারা ছালাত কায়েম করে’ (সূরা ইব্রাহীম:৩৭)। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (63)}
... [الشعراء: 63].

‘তিনি বললেন, ওটা ধর এবং ভয় কর না, আমি ওকে ওর পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেব’ (সূরা আশ-শুআ'রা:৬৩)।

৪১। আল্লাহর পথে কষ্ট হলে ও বিতাড়িত হলে সহ্য করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْزِئِينَ وَالصَّالُّونَ هُمْ أَكْثَرُ فِيهَا وَالَّذِينَ هُمْ أَكْثَرُ فِيهَا وَالَّذِينَ هُمْ أَكْثَرُ فِيهَا وَالَّذِينَ هُمْ أَكْثَرُ فِيهَا} ...
[البقرة: 214]

‘নাকি তোমরা ভেবেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখনো তোমাদের নিকট তাদের মত কিছু আসেনি, যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে। তাদেরকে স্পর্শ করেছিল কষ্ট ও দুর্দশা এবং তারা কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তার সাথি মুমিনগণ বলছিল, কখন আল্লাহর সাহায্য (আসবে)? জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী’ (সূরা আল-বাক্বারাহ:২১৪)।

৪২। নিন্দা-ভর্ৎসনা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও মিথ্যা অপবাদে ধৈর্যধারণ করা:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ} (52) أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (53) ... [الذاريات: 52 – 53]

‘এভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে যে রাসূলই এসেছেন, তারা বলেছে, ‘এ তো একজন যাদুকর অথবা উন্মাদ।’ (৫২) তারা কি একে অন্যকে এ বিষয়ে অস্থির করেছে? বরং এরা সীমালংঘনকারী জাতি’ (সূরা আয-যারিয়াত:৫২-৫৩)।

৪৩। কাফেরদের সামনে মান-সম্মান বজায় রাখা ও অবিচল থাকা:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (161) {[الأنعام: 161]}.

‘বল, নিশ্চয় আমার রব আমাকে সোজা পথের হেদায়াত দিয়েছেন। তা সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন, ইবরাহীমের আদর্শ, তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না’ (সূরা আল-আন‘আম:১৬১)।

৪৪। শত্রুর সংখ্যা বেশী হলেও তাদের মোকাবেলায় অনড়-অটল থাকা, বীরত্ব প্রকাশ করা এবং আল্লাহর উপর ভরসা করা:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَأَثَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ (71)} {يونس: 71}.

‘আর তুমি তাদেরকে নূহের সংবাদ পড়ে শুনাও, যখন তিনি তার কওমকে বললেন, হে আমার কওম! আমার অবস্থান এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের মাধ্যমে আমার উপদেশ দান যদি তোমাদের কাছে ভারী মনে হয়, তবে আমি আল্লাহর উপরই ভরসা করলাম। সুতরাং তোমরা অভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো এবং (সাথে নাও) তোমাদের শরীকদের। অতঃপর তোমাদের বিষয়টি যেন তোমাদের নিকট অস্পষ্ট

না থাকে। এরপর আমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত কর এবং আমাকে অবকাশ দিও না' (সূরা ইউনুস:৭১)।

৪৫। বিপদমুক্তি ও প্রয়োজন মেটানোর জন্য আল্লাহর শক্তি থেকে উপকৃত হওয়া: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَضِيقًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (60) ... [البقرة: 60]}

‘আর যখন মুসা তার জাতির জন্য পানি চাইলেন, তখন আমি বললাম, তুমি তোমার লাঠি দ্বারা পাথরকে আঘাত কর। ফলে তা থেকে উৎসারিত হলো বারোটি ঝর্ণা। প্রতিটি দল তাদের পানি পানের স্থান জেনে নিল। তোমরা আল্লাহর রিয়ক থেকে আহার কর ও পান কর এবং ফাসাদকারী হয়ে যমীনে ঘুরে বেড়িয়ে না’ (সূরা আল-বাক্বারাহ:৬০)।

৪৬। মর্যাদা ও ক্ষমতাশীল ব্যক্তিদের দা'ওয়াতের ব্যাপারে মনোযোগী হওয়া:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَوْ آمَنَ بِي عَشْرَةٌ مِنَ الْيَهُودِ لَأَمَنَ بِي الْيَهُودُ». متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3941), واللفظ له، ومسلم برقم (2793)

আবু হুরায়রা (রা.) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যদি আমার উপর দশজন ইয়াহুদী ঈমান আনতো, তবে গোটা ইয়াহুদী সম্প্রদায়ই ঈমান আনত (ছহীহ বুখারী, হা/৩৯৪১; ছহীহ মুসলিম, হা/২৭৯৩)।

৪৭। প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বদাই দ্বীনের উপর অটল থাকা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [هود: 112]

‘সুতরাং যেভাবে তুমি নির্দেশিত হয়েছ, সেভাবে তুমি এবং তোমার সাথী যারা তওবা করেছে, সকলে অবিচল থাক। আর সীমালঙ্ঘন করো না। তোমরা যা করছ, নিশ্চয় তিনি তার সম্যক দ্রষ্টা’ (সূরা হূদ:১১২)।

৪৮। মানুষের সাথে সুন্দর কথা বলা: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ
عَدُوًّا مُّبِينًا (53)﴾ [الإسراء: 53]

‘আর আমার বান্দাদেরকে বলো, তারা যেন এমন কথা বলে যা অতি সুন্দর। নিশ্চয় শয়তান তাদের মধ্যে বৈরিতা সৃষ্টি করে; নিশ্চয় শয়তান মানুষের স্পষ্ট শত্রু’ (সূরা বানী ইসরাঈল: ৫৩)।

২। বাই‘আতের মাধ্যমে ইমারাহ বা রাষ্ট্র গঠন ও জামা‘আতবদ্ধ জীবন যাপন।^{৪০}

খলীফা: এমন ইমাম, যিনি দীন ও দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ে শরী‘আত অনুযায়ী সমস্ত উম্মাতকে পরিচালিত করেন। খলীফা এমন ব্যক্তি, যার কাছে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা বিদ্যমান। রাষ্ট্রের ভিন্নতায় তার নামও ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন- খলীফা (الْخَلِيفَةُ), মুসলিমদের ইমাম (إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ), মুমিনদের আমীর (أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ), বাদশাহ (الْمَلِكُ), রাষ্ট্র প্রধান (الرَّئِيسُ), রাজা-বাদশা (السُّلْطَانُ), শাসক (الْحَاكِمُ)। খলীফা রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে গভর্ণর, শাসক, নেতা ও কাযীদের নিযুক্ত করেন। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعُصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي». متفق عليه

‘যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলারই আনুগত্য করল। যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল, সে আল্লাহ তা‘আলারই নাফরমানী করল। যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল, সে ব্যক্তি আমারই আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমীরের নাফরমানী করল, সে আমারই নাফরমানী করল।^{৪১} রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন,

«خِلَافَةُ النَّبِيِّ ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ أَوْ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ» أخرجه أبو داود والترمذي

‘নবু‘আতের ভিত্তিতে পরিচালিত খিলাফত ত্রিশ বছর অব্যাহত থাকবে। অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে বাদশাহী বা তার রাজত্ব দান করবেন।^{৪২}

৪০. মাওসুআতুল ফিকুহিল ইসলামী, খিলাফাহ অধ্যায়, মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী ৫/২৮১।

৪১. মুত্তাফাকুন আলাইহি। ছহীহ বুখারী, হা/২৯৫৭, ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৩৫, ইবনে মাজাহ, হা/২৮৫৯।

৪২. হাসান: আবু দাউদ, হা/৪৬৪৬, তিরমিযী, হা/২২২৬।

খলীফা নিয়োগের বিধান

ক। মুসলিমদের জন্য ইমাম/ আমীর/ খলীফা (শাসক) নিযুক্ত করা ওয়াজিব। যাতে করে তিনি তাদের মাঝে-

- আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করতে পারেন
- মানুষের অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারেন
- দণ্ডবিধি কায়েম করতে পারেন
- হক আদায় করতে পারেন
- ইসলামের সুরক্ষা করতে পারেন
- সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদান করতে পারেন
- আল্লাহর পথে আহ্বান (দাওয়াত) করতে পারেন
- দ্বীনের বিধানাবলী শিক্ষা দিতে পারেন এবং
- নৈরাজ্য দমন করতে পারেন।

সুতরাং মুসলিমদের জন্য এমন ইমাম (খলীফা) আবশ্যিক, যিনি দ্বীনের বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা করবেন, ন্যায়ের ভিত্তিতে বিচার-ফায়ছালা করবেন, যালিমদের কঠোর হস্তে দমন করবেন এবং মায়লুমদের প্রতি ন্যায় বিচার করবেন।

১। আল্লাহ তাআলা বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

{(59) [النساء: 59]}

‘হে মুমিনগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর, তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যর্পণ কর- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর’ (সূরা আন-নিসা ৪:৫৯)।

২। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{وَأَن اِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ دُذُوبِهِمْ وَإِن كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ} . [المائدة: 49]

আর তাদের মাঝে তার মাধ্যমে ফায়ছালা কর, যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর তাদের থেকে সতর্ক থাক যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার কিছু থেকে তারা তোমাকে বিচ্যুত করবে। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে জেনে রাখ যে, আল্লাহ কেবল তাদেরকে তাদের কিছু পাপের কারণেই আক্রান্ত করবেন। আর মানুষের মধ্যে অনেকেই ফাসিক (সূরা মায়িদা ৫:৪৯)।

৩। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন-

«مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حِجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» أخرجه مسلم برقم (1851)

‘যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য হতে হাত গুটিয়ে নিবে, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে, তার কোন দলীল থাকবে না। আর যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল অথচ তার ঘাড়ে আনুগত্যের কোন চুক্তি (বায়‘আত) নেই, তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু।^{৪৩}

খ। নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়ছালা করতেন। রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যুর পর আবু বকর খিলাফাতের বাই‘আত নিলেন। অতঃপর আবু বকর উমারকে খলীফা নিযুক্ত করলেন। তারপর উমার ৬ জন বিশিষ্ট ছাহাবীর মধ্য হতে একজনকে খলীফা নিযুক্ত করতে বললেন। তারা উছমানকে খলীফা মনোনীত করলেন। অতঃপর উছমান এর শাহাদাতের পর ছাহাবায়ে কেরাম আলী এর হাতে খিলাফাতের বাই‘আত গ্রহণ করলেন।

খলীফা নিয়োগে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ

খলীফা নিয়োগ ও বাই‘আত গ্রহণের দায়িত্বে থাকবেন ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ’ [أهل الحل والعقد] । যারা হবেন আল্লাহ ওয়ালা আলেম (العلماء الربانيين), বিশিষ্ট ও গণ্যমান্য ব্যক্তি (والرؤساء) এবং মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি । তারা একজন ব্যক্তিকে উম্মতের প্রতিনিধি হিসাবে মনোনীত করবেন । যেমন- মুহাজির ও আনছার খোলাফায়ে রাশেদীনকে নিযুক্ত করেছিলেন । তাদের [আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ] জন্য মনোনীত খলীফার নির্দেশাবলী শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করা আবশ্যিক । আর খলীফা আল্লাহর কিতাব ও রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের মাধ্যমে তাদের ফায়ছালা করবেন ।

খিলাফাত গঠন করা ফরযে কিফায়া (فرض كفاية) এবং এ ফরযিয়াত দু‘শ্চেণীর মানুষের জন্য প্রযোজ্য:

১। শূরা পরিষদ (أهل الشورى): কেননা তারা ইমাম নিযুক্ত করবেন ।

২। নেতৃত্বের যোগ্য ব্যক্তি: কেননা তিনি ইমাম হিসাবে নিযুক্ত হবেন । আর যখন নেতৃত্বের যোগ্য ব্যক্তি শুধুমাত্র একজন থাকে, তখন তার জন্য দায়িত্ব চেয়ে নেওয়া আবশ্যিক, যদিও তাকে প্রস্তাব করা না হয়, যদি তিনি মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষাকারী হন । আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ} ... [الشورى: 38]

তাদের কার্যাবলী পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে (সূরা শূরা ৪২:৩৮) ।

খিলাফাতের উদ্দেশ্য

ইসলামে খিলাফাত (الخلافة), নেতৃত্ব (الإمامة) ও কর্তৃত্ব (الحكم) একটি মাধ্যম, কিন্তু তা মুখ্য নয়। খিলাফাত বৃহৎ ইবাদাতের একটি ঐ ব্যক্তির জন্য, যে তার যথাযথ হক আদায় করবে। কেননা খিলাফাতের মাধ্যমে বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

খিলাফাতের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে-

- ❖ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলী বাস্তবায়ন করা, যেভাবে তিনি বিধান দিয়েছেন।
- ❖ সৎকাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজে নিষেধ করা।
- ❖ কল্যাণকর কাজের প্রসার করা।
- ❖ যাবতীয় অন্যায় নির্মূল করা। এসবগুলি উদ্দেশ্যকে নিম্নোক্ত বড় দু'টি উদ্দেশ্য অন্তর্ভুক্ত করে:
 - ইক্বামতে দ্বীন বা দ্বীন (ইসলাম) প্রতিষ্ঠা করা
 - দুনিয়া পরিচালনার বিষয়টি দ্বীনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা
 - সঠিক দ্বীন (ইসলাম) প্রতিষ্ঠা করা: দ্বীন প্রতিষ্ঠা দু'টি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত:

প্রথমত: কুরআন ও সুন্নাহর হিফায়ত করা, তদনুযায়ী আমল করা, মানুষকে তার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা, যাতে করে দ্বীন স্বচ্ছ, সুরক্ষিত ও সুদৃঢ়ভাবে চলমান থাকে, যতদিন আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী ও তার অধিবাসীকে টিকিয়ে রাখেন।

আর তা পরিপূর্ণ হবে- খলীফা ও নাগরিক সকলের যৌথ দ্বীন প্রচারের মাধ্যমে, দ্বীনের দা'ওয়াতের মাধ্যমে-লেখনী, বক্তব্য ও জিহাদের দ্বারা।

ইসলামের শত্রু কর্তৃক প্রবর্তিত বিদ'আত, বাতিল (আক্বীদা ও আমল) উৎখাত করা এবং সন্দেহযুক্ত বিষয় দূরীকরণের মাধ্যমে দ্বীন ইসলামকে রক্ষা করা।

সর্বস্তরের মুসলিমের নিরাপত্তা বিধান করা, সীমান্ত রক্ষা করা, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করা, যাতে মানুষ তাদের জান-মাল এবং দ্বীনের ব্যাপারে নিরাপদ ও শান্তিতে বসবাস করতে পারে।

দ্বিতীয়ত: জনসাধারণের জীবনের সর্বক্ষেত্রে শারঈ দণ্ডবিধি ও আইন বাস্তবায়ন করা, যাতে তাদের পরিশুদ্ধি হয়। মানুষের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কখনো উৎসাহ প্রদান ও

ও উৎসাহ প্রদান, কখনো নমনীয়তা ও কঠোরতার মাধ্যমে তাদেরকে সঠিক দ্বীনের উপর পরিচালিত করা।

দীন (ইসলাম) দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করা: আর তা জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত বিধান দ্বারা মানুষদের পরিচালনা করার মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব। কেননা দীন ইসলাম পরিপূর্ণ এবং সকল বিষয়ই তার অন্তর্ভুক্ত। এটাই দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা ও মুক্তির একমাত্র পথ।

খিলাফাতের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে আরো হচ্ছে- ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা, যুলম নির্মূল করা, মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করা, বিভক্তি দূর করা, পৃথিবীকে বাসযোগ্য করা, মুসলিমদের কল্যাণে পৃথিবীর সবকিছু বিনিয়োগ করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ {ص: 26}

(হে দাউদ), অবশ্যই আমি তোমাকে যমীনে খলীফা বানিয়েছি। অতএব, তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার কর আর প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য কঠিন আযাব রয়েছে। কারণ তারা হিসাব দিবসকে ভুলে গিয়েছিল (সূরা ছোয়াদ, ৩৮:২৬)। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসাবে পছন্দ করলাম ইসলামকে (সূরা আল মায়িদা ৫:৩)। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ} {الحل: 89}

আর আমি তোমার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছি প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা, হেদায়াত, রহমত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ (সূরা নাহল ১৬:৮৯)।

‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আক্বদ’-এর শর্তাবলী

উম্মতের পক্ষ থেকে যারা ইমাম (খলীফা) মনোনীত করবে, তাদের শর্তাবলী:

১। ন্যায়পরায়ণতা থাকা: যে ন্যায়পরায়ণতা তাদেরকে শরী‘আতের আদেশ পালন ও নিষেধ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে মানবিকতা ও তাকওয়ার উপর পরিচালিত করে।

২। জ্ঞান থাকা: যে জ্ঞান দ্বারা ইমাম বা খলীফা হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি সম্পর্কে জানা যায়।

৩। প্রজ্ঞা ও সঠিক মতামত থাকা: যে প্রজ্ঞা ও মতামত দ্বারা যোগ্যতম ও অধিকতর শক্তিশালী ব্যক্তিকে নির্বাচন করা যায়।

৪। ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আক্বদ’ এমন ব্যক্তিবর্গ হওয়া, যাদের প্রতি জাতি আস্থা পোষণ করে, তাদের ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং তাদের নছীহত ও উত্তম চয়নের প্রতি আস্থা রাখে।

ইমাম (শাসক) হওয়ার যোগ্যতা

ঈমান, নেক আমল, ধৈর্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমে ‘আল-ইমামাতুল কুবরা’ বা বড় ইমাম (খলীফা) এবং ‘আল-ইমামাতুছ-ছুগরা’ বা ছোট ইমাম (ছালাতের ইমাম) হওয়া যায়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور: 55]

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ তাদেরকে এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে তাদেরকে যমীনের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতি শান্তি-নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা আমারই ইবাদত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর এরপর যারা কুফরী করবে তারাই ফাসিক [সূরা আন নূর ২৪:৫৫]।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ} [السجدة: 24]

আর আমি তাদের মধ্য থেকে বহু নেতা করেছিলাম, তারা আমার আদেশানুযায়ী সৎপথ প্রদর্শন করত, যখন তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখত [সূরা আস সাজদাহ ৩২:২৪]।

খলীফার বিধানাবলি

খলীফা হওয়ার শর্তাবলি:

মুসলিমদের নেতৃত্ব প্রদানকারী খলীফার মধ্যে নিম্নোক্ত শর্তাবলি থাকতে হবে:

- ১। মুসলিম হওয়া: কোন কাকের মুসলিমদের ইমাম হতে পারবেন না।^{৪৪}
- ২। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া: অপ্রাপ্ত বয়স্কদের নেতৃত্ব গ্রহণযোগ্য নয়।^{৪৫}
- ৩। বিবেক সম্পন্ন হওয়া: পাগলের নেতৃত্ব চলবে না।^{৪৬}
- ৪। স্বাধীন হওয়া: কেননা কোন দাসের তার নিজের উপরই কোন কর্তৃত্ব নেই; তাহলে অন্যের উপর তার কর্তৃত্ব হবে কিভাবে?
- ৫। জ্ঞান থাকা: অতএব, আল্লাহর হুকুম-আহকাম সংক্রান্ত বিষয়ে মুর্থ ব্যক্তির নেতৃত্ব বিস্কন্ধ নয়।^{৪৭}
- ৬। ন্যায়পরায়ণ হওয়া: ফাসেক ব্যক্তির নেতৃত্ব চলবে না।^{৪৮}
- ৭। পুরুষ হওয়া: সেজন্য মহিলার নেতৃত্ব তার শারীরিক দুর্বলতা, দ্বীনের অপরিপূর্ণতা ও বিবেকের স্বল্পতার কারণে গ্রহণযোগ্য নয়।^{৪৯}
- ৮। জাতির নানাবিধ প্রয়োজনে দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে হবে।

৪৪. সূরা নিসা ৪:১৪১, সূরা আল ইমরান ৩:১১৮।

৪৫. সূরা আল-আন'আম ৬:১৫২, সূরা ইউসুফ ১২:২২।

৪৬. সূরা নিসা ৪:৫।

৪৭. ছহীহ বুখারী ১০০।

৪৮. ছহীহ বুখারী ৩৫০১।

৪৯. সূরা আন নিসা ৪:৩৪, ছহীহ বুখারী ৪৪২৫।

৯। ব্যক্তিগত গুণাবলি দৃঢ়তাপূর্ণ হতে হবে: যেমন: সাহসিকতা, বীরত্ব, ন্যায়পরায়ণতা, হারামের ক্ষেত্রে আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন হওয়া, আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে দৃঢ়চেতা হওয়া ইত্যাদি।

১০। শারীরিক সক্ষমতা:^{৫০} অর্থাৎ শরীর, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং পঞ্চেন্দ্রিয় সুস্থ থাকতে হবে, যেগুলি না থাকলে তার মতামত ও কর্মের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে।

১১। নেতৃত্বের প্রতি আগ্রহ না থাকা: সেকারণে যে নেতৃত্ব চাইবে এবং নেতৃত্বের প্রতি লালায়িত হবে, তাকে নেতৃত্বের আসনে আসীন করা যাবে না।^{৫১}

১২। কুরাইশ বংশের হওয়া: কুরাইশগণ আরবদের মধ্যে সর্বোত্তম।^{৫২} যতদিন তারা দ্বীন প্রতিষ্ঠিত রাখবে ও কালিমা সুউচ্চ করবে, ততদিন নেতৃত্ব তাদের মধ্যেই থাকবে। অনুরূপভাবে, যার হুকুম বাস্তবায়িত হয় এবং অধিকাংশ জনগণ যার বশ্যতা স্বীকার করে নেয়, তাকেও কুরাইশদের মত হিসাব করা হবে। আর এভাবে তিনি মান্যবর ও সন্তোষভাজন হবেন এবং তার দ্বারা একতা প্রতিষ্ঠিত হবে ও বিভেদ বিদূরিত হবে।

তবে, কেউ যদি জোর করে নেতৃত্ব গ্রহণ করে আর ফেতনার আশঙ্কা হয়; তখন আল্লাহর অবাধ্যতায় ছাড়া তার নেতৃত্ব মেনে নেওয়া ওয়াজিব।

৫০. সূরা আল বাকারা ২:২৪৭।

৫১. ছহীহ বুখারী ৭১৪৭।

৫২. মুত্তাফাকুন আলাইহি। ছহীহ বুখারী ৩৫০১, ৭১৪০ ছহীহ মুসলিম ১৮২০।

নারী নেতৃত্বের বিধান

প্রত্যেকটি বিষয়, যা নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার ছাহাবার যুগে সংঘটিত হয়নি, অথচ তা সংঘটিত হওয়া সম্ভব ছিল, তা-ই হচ্ছে বিদ'আত; যা করা বা যার স্বীকৃতি দেওয়া বা তদনুযায়ী আমল করা জায়েয নেই।

যে ব্যক্তি নারীকে পুরুষদের বাদশাহ, প্রেসিডেন্ট, নেত্রী, মন্ত্রী, বিচারক, শূরা সদস্য এবং অন্যান্য বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব দেওয়ার বৈধতা দেয়, যেগুলি শুধু পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং যেগুলিতে নারী-পুরুষের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটে, তাহলে সে আল্লাহর শরী'আতের বিরুদ্ধাচরণ করে, দ্বীনের মধ্যে নতুন জিনিসের জন্য দেয় এবং এমন বিধান প্রণয়ন করে, যার অনুমোদন আল্লাহ দেননি।

রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে 'মাজলিসে শূরা' বা 'পরামর্শ সভা' ছিল, অথচ অনেক জ্ঞানী মহিলা থাকা সত্ত্বেও একজন নারীও তার সদস্য ছিলেন না। এমনকি নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর স্ত্রীগণও শূরা সদস্য ছিলেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء:

[34]

'পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে' [সূরা আন-নিসা ৪:৩৪]।

وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَقَدْ تَفَعَّنِيَ اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ، لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ فَارِسًا مَلَكُوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ». أخرجه البخاري

برقم (7099)

আবু বাকরাহ রাহিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি কথা দিয়ে আল্লাহ আমাকে উস্ত্রের যুদ্ধের সময় বড়ই উপকৃত করেছেন। নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট যখন এ খবর পৌঁছল যে, পারস্যের লোকেরা কিসরার মেয়েকে তাদের শাসক নিযুক্ত করেছে, তখন তিনি বললেন, 'সে জাতি কখনই সফলকাম হবে না, যারা তাদের শাসনভার কোন স্ত্রীলোকের হাতে অর্পণ করে'।^{৫৩}

২। সক্ষম ও বিশ্বস্ত ব্যক্তির জন্য নেতৃত্ব চেয়ে নেয়া বৈধ, যদি তার চেয়ে যোগ্যতর কেউ না থাকে। যেমন ইউসুফ আলাইহিস সালাম মিশরের রাজার কাছ থেকে নেতৃত্ব চেয়ে নিয়েছিলেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ اَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ اَمِينٌ * قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} [يوسف: 54 – 55]

‘আর বাদশা বললেন, তোমরা তাকে আমার নিকট নিয়ে আসো, আমি তাকে নিজের জন্য আপন করে নেব। অতঃপর যখন তিনি তার সাথে কথা বললেন, তখন বললেন, নিশ্চয় আজ তুমি আমাদের নিকট মর্যাদাবান ও আস্থাভাজন। তিনি বললেন, আমাকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্ব দিন, নিশ্চয় আমি যথাযথ হেফাযতকারী, সুবিজ্ঞ’ [সূরা ইউসুফ ১২: ৫৪-৫৫]।

ন্যায়পরায়ণ ইমাম বা শাসকের মর্যাদা

নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَدْلٌ» متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1423)، واللفظ له، ومسلم برقم (1031)

‘যেদিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন আল্লাহ তা‘আলা সাত প্রকার মানুষকে তার ছায়ায় আশ্রয় দিবেন: ন্যায়পরায়ণ ইমাম বা শাসক’।^{৫৪}

অত্যাচারী ইমাম বা শাসকের শাস্তি

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُدْقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا} ... [الفرقان: 19]

‘আর তোমাদের মাঝে যে যুলম করবে, তাকে আমি মহা আযাব আশ্বাদন করাব’ [সূরা আল ফুরকান ২৫:১৯]।

«مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7150-7151), واللفظ له، ومسلم برقم (142)

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কোন বান্দাকে যদি আল্লাহ জনগণের নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং তার মৃত্যু হয় জনগণের সাথে খিয়ানতকারীরূপে, তাহলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন’।^{৫৫}

খিলাফাত গঠনের পদ্ধতি

ইমাম (খলীফা) নির্ধারণের পদ্ধতি:

মুসলিমদের শাসক নিম্নের যে কোন একটি পদ্ধতিতে নির্ধারিত হবেন:

১। ইমাম বা শাসক নির্বাচিত হবেন মুসলিমদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে। সৎকর্মশীল-যোগ্য আলেম ও নেককার ব্যক্তিবর্গ এবং সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকুদ’-এর বাই‘আতের মাধ্যমে ইমামের নেতৃত্ব সম্পন্ন হবে।

২। পূর্ববর্তী খলীফার/ইমামের মনোনয়নের মাধ্যমে নেতৃত্ব নির্ধারিত হবে।

৩। কতিপয় সৎকর্মশীল ও মুত্তাকী ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত গুরা পরিষদ তাদের মধ্য থেকে একজনকে ইমাম নির্ধারণ করবেন।

৪। কেউ যদি জোর করে এমনভাবে ক্ষমতা দখল করে যে, জনগণ তার বশ্যতা স্বীকার করে এবং তাকে শাসক হিসাবে মেনে নেয়, তাহলে আল্লাহর অবাধ্যতার বিষয় না হলে তার আনুগত্য করা জনগণের জন্য আবশ্যিক।

৫৫. মুত্তাফাকুন আলাইহি। ছহীহ বুখারী, হা/৭১৫০-৭১৫১, ছহীহ মুসলিম, হা/১৪২।

খলিফা রাশিদীনের নেতৃত্ব নির্ধারণের পদ্ধতি

খলিফা রাশিদীনের নেতৃত্ব দু'টি পদ্ধতিতে নির্ধারিত হয়েছে:

প্রথম: মনোনয়নের মাধ্যমে:

আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ এর মনোনয়নের মাধ্যমে খলিফা নির্ধারণ করা। এ পদ্ধতি আবু বকর ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা উভয়ের নেতৃত্বের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। আর এটি ইসলামে শাসক নির্ধারণের মৌলিক পদ্ধতি।

দ্বিতীয়: পূর্ববর্তী খলিফা কর্তৃক তার পরবর্তী খলিফা নিযুক্ত করার মাধ্যমে:

যখন খলিফা বুঝতে পারেন যে, তার মৃত্যু সন্নিকটে অথবা তিনি যখন কাউকে তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে ইচ্ছা করেন, তখন আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের সাথে পরামর্শ করে উপযুক্ত ব্যক্তিকে মনোনীত করবেন। যিনি তার পরবর্তীতে খলিফার দায়িত্ব গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিবেন। তিনি মাত্র একজন ব্যক্তি হতে পারেন, যেমন- আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রধান প্রধান মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু কে খলিফা নিযুক্ত করেছেন।

অথবা কতিপয় ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে একজন খলিফা হবেন। যেমন- উমার রাদিয়াল্লাহু জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ছয়জন (উসমান, আলী, তালহা, জুবায়ের, আবু উবাইদা, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ) সাহাবীর মধ্য থেকে একজনকে মনোনীত করতে বললেন। তারা পরামর্শ করে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কে খলিফা মনোনীত করলেন।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَرَضِهِ: «ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ، أَبَاكَ وَأَخَاكَ، حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّيَ مُتَمَنٍّ وَيَقُولُ قَائِلٌ أَنَا أَوْلَى، وَيَأْتِي اللَّهَ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ» (متفق عليه، البخاري (5666), ومسلم (2387)).

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে তার রোগ শয্যায় বললেন, তোমার আব্বা ও ভাইকে আমার কাছে ডাক। আমি একটা চিঠি লেখে দেই। কারণ আমি আশঙ্কা করছি যে, কোন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে, আর কেউ দাবি করে বসবে যে, আমিই

হকদার। অথচ আবু বকর ব্যতীত ভিন্ন কাউকে আল্লাহ মেনে নিবেন না এবং মুসলিমরাও মেনে নিবে না।^{৫৬}

وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ
هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُودَّعٌ فَمَاذَا نَعْهَدُ إِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ
وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ
فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بَسْتِي وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيِّينَ عَصُوا عَلَيْهَا
بِالنَّوْاجِذِ». (صحيح/ أخرجه أحمد برقم (17144) وأخرجه الترمذي برقم (2676)، وهذا لفظه.)

ইরবায় ইবনে সারিয়া (রা.) বলেন, একদিন ফজরের সলাতের পর রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এমন এক উচ্চমানের নসীহত করলেন যে, তাতে আমাদের চক্ষু থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে লাগল এবং অন্তর ভীত-সম্ভ্রান্ত হয়ে পড়ল। তখন এক ব্যক্তি বললেন, এতো বিদায়ী ব্যক্তির মতো নসীহত, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনি আমাদের প্রতি কী অসীয়াত করে যাচ্ছেন? তিনি বললেন, তোমাদের আমি আল্লাহকে ভয় করার অসীয়াত করছি। যদি হাবশী গোলামও তোমাদের আমীর নিযুক্ত হয় তবুও তার প্রতি অনুগত থাকবে, তার নির্দেশ শুনবে। তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা বহু বিরোধ প্রত্যক্ষ করবে। তোমরা সাবধান থাকবে নতুন নতুন (বিদ'আত) বিষয়ে লিপ্ত হওয়া থেকে। কারণ তা হলো গুমরাহী। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঐ যুগ পাবে তার কর্তব্য হলো আমার সুন্নাহ ও হিদায়েতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশীদীনের সুন্নাহের উপর অবিচল থাকা। এগুলো তোমরা চোয়ালের দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকবে।^{৫৭}

وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «اقتدُوا بِاللَّذِينَ
مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ» (صحيح/ أخرجه أحمد برقم (23245) وأخرجه الترمذي برقم (3662).

হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার পর তোমরা আবু বকর ও উমারের আনুসরণ করবে।^{৫৮}

৫৬. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী ৫৬৬৬, ছহীহ মুসলিম ২৩৮৭।

৫৭. ছহীহ: তিরমিযী ২৬৭৬, মুসনাদে আহমাদ ১৭১৪৪, ইবনে মাজাহ।

৫৮. ছহীহ: তিরমিযী ৩৬৬২, মুসনাদে আহমাদ ২৩২৪৫।

বাই'আত [البيعة]

বাই'আত: বাই'আত হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা ব্যতিরেকে খলীফার কথা শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করার উপর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া।

বাই'আতের কারণসমূহ

যেসব অবস্থায় বাই'আত গ্রহণ করা হয়, সেগুলি নিম্নরূপ:

- ১। খলীফার মৃত্যুর পর পরবর্তী খলীফার জন্য বায়'আত গ্রহণ করা।
- ২। কোন কারণে খলীফা দায়িত্ব থেকে অপসারিত হলে মুসলিম জাতি কোন একজন ইমামের আনুগত্যের জন্য বায়'আত করা।
- ৩। পূর্বের খলীফা কর্তৃক নির্বাচিত খলীফার হাতে বায়'আত করা।
- ৪। পরবর্তী খলীফার জন্য পূর্ববর্তী খলীফা কর্তৃক বায়'আত গ্রহণ করা।
- ৫। কোন দেশ থেকে যখন কোন এলাকা আলাদা হয়ে যায় ও আনুগত্য পরিত্যাগ করে, তখন সেখানকার জনগণের নিকট থেকে আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করা।

বাই'আতের প্রকারভেদ

খলীফার বাই'আত দু'প্রকার:

প্রথম: খিলাফাত গঠনের জন্য বাই'আত। আর এটা আহলুল হাল্লি ওয়াল আকুদ দ্বারা সম্পন্ন হয় এবং এর মাধ্যমে বাই'আতকৃত ব্যক্তি মুসলিমদের খলীফা নির্ধারিত হন। অনুরূপভাবে এর দ্বারা তার জন্য আনুগত্য ও অনুকরণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠিক যেমনভাবে 'ছাক্বীফাতু বানী সা'এদা'-তে বড় বড় ছাহাবী আবু বকর রাডিয়াল্লাহু আনহু-এর হাতে খিলাফাতের বাই'আত নিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়: সাধারণ বাই'আত। এটি খিলাফাত গঠনের পর সাধারণ মুসলিম জনতার পক্ষ থেকে সজ্জাটিত হয়ে থাকে। যেমনভাবে আহলুল হাল্লি ওয়াল আকুদ 'ছাক্বীফাতু বানী সা'এদা'-তে আবু বকর রাডিয়াল্লাহু আনহু-এর হাতে বায়'আত নেওয়ার পর অন্যান্য ছাহাবায়ে কেরাম মসজিদে বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। আবু বকর

রাহিয়াল্লাহু আনহু-এর বাই‘আতের মতই পরবর্তী খুলাফায়ে রাশিদীনের বাই‘আত ছিল। এরপর মুসলিম জাহানের অন্যান্য শাসকের বাই‘আতও ঠিক এরূপই ছিল।

বাই‘আত বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ

বায়‘আত বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ নিম্নরূপ:

- ১। আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ কর্তৃক বায়‘আত সংঘটিত হওয়া।
- ২। যার বাই‘আত গ্রহণ করা হচ্ছে, তার মধ্যে ইমাম বা শাসক হওয়ার শর্তাবলি পূর্ণ হওয়া।
- ৩। যার হাতে বাই‘আত করা হচ্ছে, তার বাই‘আত গ্রহণ করতে সম্মত হওয়া। তিনি যদি বাই‘আত গ্রহণে সম্মত না হন, তাহলে তার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না।
- ৪। বাই‘আত শুধুমাত্র নির্দিষ্ট একজনের জন্য হতে হবে। একের অধিক ব্যক্তির জন্য বাই‘আত হলে তা সজ্ঞাটিত হবে না।
- ৫। বাই‘আত আল্লাহর কিতাব ও রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সুনাতের উপর হতে হবে। কুরআন ও সুনাহ অনুযায়ী আমল করার এবং মানুষকেও এতদুভয়ের উপর আমল করার নিমিত্তে বায়‘আত হতে হবে।
- ৬। বাই‘আত স্বাধীনভাবে হতে হবে, প্রত্যেকটি মানুষ স্বেচ্ছায় বাই‘আত করবে, কাউকে বাধ্য করা চলবে না। বায়‘আত বিশুদ্ধ হওয়ার এগুলি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। সুতরাং এসব শর্ত পূর্ণ হলে বাই‘আত বিশুদ্ধ হবে। পক্ষান্তরে, কোন একটি শর্ত পূর্ণ না হলে বাই‘আত সজ্ঞাটিত হবে না।

বাই‘আত গ্রহণকারী

খলীফা নিজে মুসলিমদের নিকট থেকে বায়‘আত গ্রহণ করবেন। তবে দূরবর্তী অঞ্চলের বাই‘আতের ক্ষেত্রে তিনি নিজেও বাই‘আত নিতে পারেন, আবার তার প্রতিনিধির মাধ্যমেও বাই‘আত নেওয়াতে পারেন।

বাই‘আতের ধরণ

১। করমর্দন (المصافحة) ও কথোপকথন (الكلام): যেমনটি ‘বায়‘আতে রিয়ওয়ান’-এ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছিলেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [الفتح: 10]

‘আর যারা তোমার কাছে বাই‘য়াত গ্রহণ করে, তারা শুধু আল্লাহরই কাছে বাই‘আত গ্রহণ করে; আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। অতএব, যে কেউ ওয়াদা ভঙ্গ করলে তার ওয়াদা ভঙ্গের পরিণাম তারই ওপর বর্তাবে। আর যে আল্লাহকে দেয়া ওয়াদা পূরণ করবে, অচিরেই আল্লাহ তাকে মহাপুরস্কার দেবেন’ (সূরা ফাতহ ৪৮:১০)।

২। মুছাফাহা বা করমর্দন ব্যতীত শুধু কথোপকথন: নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাদের নিকট থেকে এরূপ বাই‘আত গ্রহণ করেছেন। কেননা কোন মুসলিম পুরুষের জন্য বেগানা মহিলার হাত স্পর্শ করা জায়েয নেই।

وَاللَّهُ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ، وَمَا بَايَعَهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ

আল্লাহর কসম! বাই‘আত গ্রহণে তার হাত কখনও কোন নারীর হাত স্পর্শ করেনি। তিনি শুধু তাদের কথার মাধ্যমে বাই‘আত করেছেন।^{৫৯}

৩। লিখনীর মাধ্যমে বাই‘আত: যেমন- নাজ্জাশী লিখিতভাবে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট ইসলামের বায়‘আত নিয়েছিলেন।

৫৯ মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী, হা/২৭১৩, ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৬৬।

বাই‘আত ভঙ্গের বিধান

চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা ওয়াজিব। চাই তা মুসলিমদের মাঝে হোক, অথবা কাফের ও মুসলিমদের মাঝে হোক অথবা কোন ব্যক্তি পর্যায়ে হোক। আর সর্বপ্রকার বায়‘আত এসব চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির অন্তর্ভুক্ত। এক্ষণে, বায়‘আতের শ্রেণী অনুযায়ী সেগুলি ভঙ্গের হুকুম উল্লেখ করা হচ্ছে,

১। ইসলামের উপর বায়‘আত গ্রহণকারী তা ভঙ্গ করলে সে কাফের ও মুরতাদ (দীন পরিত্যাগকারী) বলে গণ্য হবে। ইসলামের উপর বায়‘আত গ্রহণ করা নবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর জন্য খাছ। এ বায়‘আত তিনি সকল মুসলিম থেকে নেননি। বরং অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছেন, অথচ তিনি নাবীকে দেখেননি। আবার অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, অথচ নবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর হাতের উপর হাত রেখে বায়‘আত নেননি।

২। মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের উপর বাই‘আত বন্ধ হয়ে গেছে।

৩। সাহায্য ও জিহাদের ব্যাপারে অথবা শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার ব্যাপারে সজ্ঞাটিত বাই‘আত শারঈ কারণ ব্যতীত ভঙ্গ করলে তা কাবীরা গুনাহ হিসাবে গণ্য হবে। তবে, শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার উপর বায়‘আত ভঙ্গ করা আরো বেশী মারাত্মক।

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ، فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مِنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شَيْراً فَمَاتَ، فَمَيِّتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ». متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7053)، ومسلم برقم (1849)، واللفظ له

ইবনু আব্বাস রাডিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, নবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘কোন লোক নিজ আমীরের কাছে খারাপ কিছু দেখলে সে যেন তাতে ধৈর্য ধারণ করে। কেননা, যে লোক জামা‘আত থেকে এক বিঘত পরিমাণও বিচ্ছিন্ন হবে, তার মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যুর মত’।^{৬০}

শাসকের আবশ্যকীয় কার্যাবলি

মুসলিমদের শাসকের আবশ্যকীয় কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১। দীন প্রতিষ্ঠা করা (إقامة الدين): আর তা বাস্তবায়িত হবে দ্বীন সংরক্ষণ, তার উপর আমল, দ্বীনের পথে আহ্বান, দ্বীন শিক্ষা দেয়া, সন্দেহ-বিভ্রাট নিরসন, মানুষকে দ্বীনের পথে নিয়ে আসা, আইন-কানুন ও দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা ও আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান দ্বারা মানুষের মাঝে ফায়ছালা করার মাধ্যমে। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} . [النساء: 58]

‘নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারদের কাছে পৌঁছে দিতে। আর যখন মানুষের মধ্যে ফায়ছালা করবে, তখন ন্যায়ভিত্তিক ফায়ছালা করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে কতইনা সুন্দর উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা’ (সূরা আন-নিসা, ৪/৫৮)।

২। যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষদেরকে দায়িত্বে নিযুক্ত করা: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} [القصص: 26]

‘রমণীদ্বয়ের একজন বললেন, হে আমার পিতা! আপনি তাকে মজুর নিযুক্ত করুন। নিশ্চয় আপনি যাদেরকে মজুর নিযুক্ত করবেন, তাদের মধ্যে সে উত্তম, যে শক্তিশালী-বিশ্বস্ত’ (সূরা আল-কাছাফ, ২৮/২৬)।

আবু সাঈদ খুদরী রাঃদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ، وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ بَطَانَتَانِ: بَطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَحْضُرُهُ عَلَيْهِ، وَبَطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحْضُرُهُ عَلَيْهِ، فَلَمَعْصُومٌ مِنْ عَصَمَ اللَّهُ تَعَالَى»
 البخاري برقم (7198)

‘আল্লাহ যাকেই নবী হিসাবে পাঠান আর যাকেই খলীফা নিযুক্ত করেন, তার জন্য দু’জন করে ঘনিষ্ঠ জন থাকে। একজন তাকে ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং তাকে তার প্রতি উৎসাহিত করে। আর আরেকজন তাকে মন্দ কাজের আদেশ দেয় এবং

তাকে তার প্রতি উৎসাহিত করে। কাজেই নিষ্পাপ ঐ ব্যক্তিই, যাকে আল্লাহ তা'আলা রক্ষা করেন।^{৬১}

৩। জনগণের খোঁজ-খবর নেওয়া এবং তাদের বিষয়াদির তদারকি করা:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا كَلِّكُمْ رَاعٍ، وَكَلِّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَلَا مِيرَ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكَلِّكُمْ رَاعٍ، وَكَلِّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (893)، ومسلم برقم (1829)، واللفظ له).

ইবনু উমার রাঈয়াল্লাহু আনহুমা নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ‘তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্ববান এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আমীর বা নেতা তার অধীনস্থ লোকদের উপর দায়িত্ববান এবং তাদের সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের লোকদের দায়িত্বশীল, তাকে তাদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। একজন মহিলা স্বীয় স্বামীর বাড়ী ও তার সন্তানের উপর দায়িত্ববান, সে সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হবে। গোলাম তার মুনিবের মাল-সম্পদের উপর দায়িত্ববান, সে সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হবে। সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই (স্ব-স্ব স্থানে) একজন দায়িত্ববান এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে’।^{৬২}

৪। জনগণের প্রতি কোমল হওয়া ও তাদের জন্য কল্যাণকামী হওয়া এবং তাদের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ানোর পেছনে লেগে না থাকা।

عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ». قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» (أخرجه مسلم برقم (55)).

তামীম আদ-দারী রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘সদুপদেশ দেয়াই দীন। আমরা বললাম, কার জন্য উপদেশ? তিনি

৬১. ছহীহ বুখারী ৭১৯৮।

৬২. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী ৮৯৩, ছহীহ মুসলিম ১৮২৯।

বলেন, আল্লাহর, তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসূলের, মুসলিম শাসক এবং মুসলিম জনগণের জন্য’।^{৬৩}

وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمَزْنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7151)، ومسلم برقم (142)، واللفظ له).

মা’ক্কেল ইবনু ইয়াসার আল-মুযানী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা’আলা যাকে জনগণের শাসনভার প্রদান করেন আর সে জনগণের সাথে খিয়ানতকারীরূপে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তার উপর জান্নাত হারাম করে দেন’।^{৬৪}

وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ». (أخرجه مسلم برقم (142))

মা’ক্কেল ইবনু ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, ‘মুসলিমদের দায়িত্বে নিযুক্ত কোন আমীর (শাসক) যদি তাদের কল্যাণ কামনা না করেন এবং তাদের স্বার্থ রক্ষায় সর্বাঙ্গিক প্রয়াস না চালান, তবে তিনি মুসলিমদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন না’।^{৬৫}

৫। জনগণের জন্য শাসককে মডেল হতে হবে। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

{وَأِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4]

‘আর অবশ্যই তুমি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত’ (সূরা আল-ক্বলাম, ৬৮/৪)।

আল্লাহ তা’আলা আরো বলেন,

{وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ} [السجدة: 24]

‘আর আমি তাদের মধ্য থেকে বহু নেতা করেছিলাম, তারা আমার আদেশানুযায়ী সৎপথ প্রদর্শন করত, যখন তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর তারা আমার

৬৩ ছহীহ মুসলিম ১৮৫১।

৬৪ মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী ৭১৫০, ছহীহ মুসলিম ১৪২।

৬৫ ছহীহ মুসলিম ১৪২।

আয়াতসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখত’ (সূরা আস-সাজদাহ, ৩২/২৪)। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ } [الأعراف: 199]

‘তুমি ক্ষমা প্রদর্শন কর এবং ভালো কাজের আদেশ দাও। আর মূর্খদের থেকে বিমুখ থাক’ (সূরা আল-আ‘রাফ, ৭/১৯৯)।

৬। গভর্নর, দায়িত্বশীল ও কর্মচারীদের কাজের হিসাব গ্রহণ করা:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ، يُقَالُ لَهُ ابْنُ النَّبِيِّ، عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي. قَالَ: «فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ، فَيَنْظُرَ يَهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خَوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعُرُ». ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا غَفْرَةً إِبْطِيهِ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ» (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2597)، واللفظ له، ومسلم برقم (1832))

আবু হুমাইদ আস-সা‘এদী রাডিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আযদ গোত্রের ইবনুল-লুতবিয়া নামের এক লোককে ছাদাকার সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি ফিরে এসে বললেন, এগুলো আপনাদের আর এগুলো আমাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে তার বাবার ঘরে কিংবা মায়ের ঘরে কেন বসে থাকল না! তখন সে দেখতে পেত, তাকে কেউ হাদিয়া দেয় কি দেয় না? যার হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম! ছাদাকার মাল হতে স্বল্প পরিমাণও যে আত্মসাৎ করবে, সে তা কাঁধে করে কিয়ামত দিবসে উপস্থিত হবে। সেটা উট হলে তার আওয়ায করবে, গাভী হলে হাম্বা হাম্বা আওয়ায করবে আর বকরী হলে ভ্যা ভ্যা করতে থাকবে। অতঃপর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দু’হাত এ পরিমাণ উঠালেন যে, আমরা তার দু’বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। তিনি তিনবার বললেন, হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি?’^{৬৬}

৭। রাষ্ট্রের অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ ও শরী'আত সম্মত খাতে তা ব্যয় করা: যেমন- যাকাত, জিযইয়া, খারাজ, বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ, যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ এবং পেট্রোল ও খনিজ সম্পদসহ অন্যান্য সম্পদ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [التوبة: 103]

‘তাদের সম্পদ থেকে ছাদাক্বা নাও। এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে। আর তাদের জন্য দু'আ কর, অবশ্যই তোমার দু'আ তাদের জন্য প্রশান্তিকর। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ’ (সূরা আত-তাওবা, ৯/১০৩)।

৮। আল্লাহর পথে আহ্বান করা (الدعوة إلى الله), সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজে নিষেধ করা (والنهي عن المنكر): আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} .. [النحل: 125]

‘তুমি তোমার রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে দা'ওয়াত দাও এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর। একমাত্র তোমার রব-ই জানেন কে তাঁর পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের তিনি খুব ভাল করেই জানেন’ (সূরা আন-নাহল, ১৬/১২৫)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [آل عمران: 104].

‘আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে। আর তারা ই সফলকাম’ (সূরা আলে ইমরান ৩:১০৪)।

৯। জনগণের ভেতরের ও বাইরের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দৃষ্টি রাখা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [التوبة: 128]

নিশ্চয় তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন, তা তার জন্য কষ্টদায়ক, যা তোমাদেরকে পীড়া দেয়। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু (সূরা আত তাওবা ৯:১২৮)।

১০। শূরা পরিষদের সাথে পরামর্শ করা: জাতীয় কল্যাণে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, শূরা সদস্যবৃন্দেরকে তুষ্ট করা এবং তাদের শক্তি-সামর্থ্য কাজে লাগানোর জন্য তাদের সাথে পরামর্শ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} ... [آل

عمران: 159]

আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন সংকল্প করবে, তখন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালবাসেন (সূরা ইমরান ৩:১৫৯)।

১১। কাফেরদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} .. [المائدة: 51].

হে মুমিনগণ! ইয়াহুদী ও নাছারাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না (সূরা মায়িদা ৫:৫১)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ} ... [المائدة: 57].

হে মুমিনগণ! তোমরা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যারা তোমাদের দ্বীনকে উপহাস ও খেল-তামাশারূপে গ্রহণ করে, তাদের মধ্য হতে তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে এবং কাফেরদেরকে। আর তাকওয়া অবলম্বন কর, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো (সূরা আল মায়িদা ৫:৫৭)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا * الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِيتُوا عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا * وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا

وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ
وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا} ... [النساء: 138 – 140].

মুনাফিকদের সুসংবাদ দাও যে, নিশ্চয় তাদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। যারা মুমিনদের পরিবর্তে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের কাছে সম্মান চায়? অথচ যাবতীয় সম্মান আল্লাহর। আর তিনি তো কিতাবে তোমাদের প্রতি নায়িল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করা হচ্ছে এবং সেগুলি নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় নিবিষ্ট হয়; তা না হলে তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ মুনাফিক ও কাফেরদের সকলকে জাহান্নামে একত্রকারী (সূরা আন-নিসা ৪:১৩৮-১৪০)।

শাসকের প্রতি জনগণের দায়িত্ব-কর্তব্য

জনগণের জন্য শাসকশ্রেণীর যেমন কিছু করণীয় আছে, তেমনি শাসকশ্রেণীর জন্য জনগণেরও কিছু করণীয় আছে। যেমন-

১। আল্লাহর অবাধ্যতা ব্যতিরেকে ইমামের কথা শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} ...
[النساء: 59]

হে মুমিনগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর, তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যর্পণ কর- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখো। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর (সূরা আন-নিসা ৪:৫৯)।

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ» (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7144)، واللفظ له، ومسلم برقم (1839).

আবুগ্লাহ ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘যতক্ষণ আল্লাহর নাফরমানীর নির্দেশ দেয়া না হয়, ততক্ষণ পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় সকল বিষয়ে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য তার কথা শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করা কর্তব্য। যখন আল্লাহর অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়া হয়, তখন শ্রবণ করা ও আনুগত্য নেই’।^{৬৭}

২। ইমামের আনুগত্য পরিহার না করা, তবে আল্লাহর অবাধ্যতায় তার আনুগত্য চলবে না এবং এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে তার আনুগত্য বর্জন করা যাবে না:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، فَأَوْقَدَ نَارًا، وَقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: إِنَّا قَدْ فَرَرْنَا

مِنْهَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ، لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: «لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» وَقَالَ لِلْآخِرِينَ قَوْلًا حَسَنًا، وَقَالَ: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِلَّا مَطَاعَةٌ فِي الْمَعْرُوفِ». متفق عليه (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (4340)، ومسلم برقم (1840)، واللفظ له)

আলী রাহিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে আমীর নিযুক্ত করে একটি সেনাবাহিনী পাঠান। তিনি আগুন জ্বালিয়ে তাতে অধীনদের ঝাঁপ দিতে বললেন। একদল লোক তাতে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত হলেন। অপর দল বললেন, যে আগুন থেকে আমরা পলায়ন করেছি, তাতে ঝাঁপ দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। অতঃপর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করা হলো। তখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যারা আগুনে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত ছিলেন, তাদের লক্ষ্য করে বললেন, যদি তোমরা তাতে প্রবেশ করতে, তাহলে ক্রিয়ামত পর্যন্ত তাতেই অবস্থান করতে (বের হতে পারতে না)। অপর দলকে উত্তম কথা বললেন। তিনি বললেন, আল্লাহর অবাধ্যতায় কারো কোন আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবল ভালকাজে’।^{৬৮}

৩। শাসককে সবিনয় নহীহত পেশ করা, তার জন্য দু’আ করা এবং যারা তার কাছে পৌঁছতে সক্ষম নয়, তাদের নহীহত ইমামের নিকট পৌঁছাতে পারেন এমন মর্যাদাবান ব্যক্তিবর্গ ও আলেমদের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া:

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الَّذِينَ التَّصِيحَةُ». قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِللَّهِ وَلِكُنَائِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأُئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ». (أخرجه مسلم برقم (55)).

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘সদুপদেশ দেয়াই দ্বীন। আমরা বললাম, কার জন্য উপদেশ? তিনি বললেন, আল্লাহর, তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসূলের, মুসলিম শাসক এবং মুসলিম জনগণের জন্য’।^{৬৯}

৪। ন্যায়সঙ্গত বিষয়ে ইমামকে সাহায্য-সহযোগিতা করা:

আল্লাহ তা’আলা বলেন,

৬৮ মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী ৪৩৪০, ছহীহ মুসলিম ১৮৪০।

৬৯. ছহীহ মুসলিম ১৮৫১।

{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} ... [المائدة: 2]

সৎকর্ম ও তাক্বওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না। আর তাক্বওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ আযাব প্রদানে কঠোর (সূরা আল মায়িদা ৫:২)।

৫। শাসক বা অন্য কাউকে ধোঁকা না দেয়া ও তাদের সাথে খিয়ানত না করা:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَانَا فَلَيْسَ مِنَّا». (أخرجه مسلم برقم (101))

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘যারা আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে ও আমাদেরকে ধোঁকা দিবে, তারা আমাদের দলভুক্ত নয়’।^{৯০}

৬। শাসকগোষ্ঠীর যুলম-অত্যাচারের সময় ধৈর্য ধারণ করা:

عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمِلْتَ فَلَانًا؟ قَالَ: «سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ». (متفق عليه، أخرجه البخاري (3792)، ومسلم (1845)، واللفظ له.)

উসায়দ ইবনু হুযাইর (রা.) হতে বর্ণিত, একজন আনসারী বললেন, হে আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি কি আমাকে অমুকের ন্যায় দায়িত্বে নিয়োজিত করবেন না? তিনি বললেন, তোমরা আমার ওফাতের পর অপরকে অগ্রাধিকার দেয়া দেখতে পাবে, তখন তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে অবশেষে আমার সাথে সাক্ষাত করবে এবং তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাতের স্থান হল হাউয।^{৯১}

৭। শাসকগোষ্ঠীর অনুসরণ করতে হবে, যদিও তারা অধিকার না দেয়:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّلَاثَةِ فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، وَقَالَ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ». (أخرجه مسلم برقم (1846)).

৯০. ছহীহ মুসলিম ১০১।

৯১. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী ৩৭৯২, ছহীহ মুসলিম ১৮৪৫।

সালামাহ ইবনু ইয়াযীদ আল জু'ফী (রা.) রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এ মর্মে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর নাবী! যদি আমাদের উপর এমন শাসকের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় যে, তারা তাদের হক তো আমাদের কাছে দাবী করে; কিন্তু আমাদের হক তো তারা দেয় না। এমতাবস্থায় আপনি আমাদেরকে কি করতে বলেন? তিনি তার উত্তর এড়িয়ে গেলেন। তিনি আবার তাঁকে প্রশ্ন করলেন। আবারও তিনি এড়িয়ে গেলেন। এভাবে প্রশ্নকারী দ্বিতীয় বা তৃতীয়বারও একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। তখন আশ'আস ইবনু কায়স (রা.) তাকে (সালামাকে) টেনে নিলেন এবং বললেন, তোমরা শুনবে এবং মানবে। কেননা তাদের উপর আরোপিত দায়িত্বের বোঝা তাদের উপর বর্তাবে, আর তোমাদের উপর আরোপিত দায়িত্বের বোঝা তোমাদের উপর বর্তাবে।^{১২}

৮। বিশেষ করে ফেতনার সময় এবং সর্বদা মুসলিম জামা'আত ও তাদের ইমাম বা শাসকের সাথে থাকা:

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، مَخَافَةً أَنْ يُذَرِّكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ» قُلْتُ: وَمَا دَخْنُهُ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَسْتَتُونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي، وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هُدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ»، فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، دُعَاءٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ: «نَعَمْ، قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَتَتَكَلَّمُونَ بِالسَّنَتِنَا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ» فَقُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةً وَلَا إِمَامًا؟ قَالَ: «فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرْقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعْصُ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُذَرِّكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ». (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3606)، ومسلم برقم (1847)، واللفظ له.

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে কল্যাণের বিষয়ে প্রশ্ন করতেন। আর আমি তাঁর নিকট প্রশ্ন করতাম অকল্যাণ সম্পর্কে এ ভয়ে যে, পরে না তা আমাকে পেয়ে বসে। তাই আমি (কোন এক সময়) প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা অজ্ঞতা ও অমঙ্গলের মধ্যে ছিলাম। তারপর আল্লাহ আমাদের জন্য এ কল্যাণ প্রদান

করলেন। এ কল্যাণের পরও কি কোন অকল্যাণ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর আমি বললাম, এ অকল্যাণের পর কি আবারও অকল্যাণ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে তাতে ধুম্রতা আছে। আমি বললাম, কী সে ধুম্রতা? তিনি বললেন, তখন এমন একদল লোকের উদ্ভব হবে, যারা আমার সুনাত ছেড়ে অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করবে এবং আমার প্রদর্শিত হিদায়াতের পথ ছেড়ে অন্যত্র হিদায়াত খুঁজবে। দেখবে, তাদের মাঝে ভাল-মন্দ উভয়টাই বিদ্যমান। তখন আমি বললাম, এ কল্যাণের পর কি কোন অকল্যাণ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, জাহান্নামের দরজার দিকে আহ্বানকারীদের উদ্ভব হবে। যারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে, তারা তাদেরকে তাতে নিক্ষেপ করবে। আমি তখন বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের পরিচয় তুলে ধরুন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাদের বর্ণ হবে আমাদের মতই এবং তারা আমাদেরই ভাষায় কথা বলবে। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমরা সে পরিস্থিতির মুখোমুখি হই, তবে আমাদেরকে আপনি কী করতে বলেন? তিনি বললেন, তোমরা মুসলিমদের জামা'আত ও ইমামের সাথে থাকবে। আমি বললাম, যদি আমাদের কোন জামা'আত বা ইমাম না থাকে? তিনি বললেন, তা হলে সেসব বিচ্ছিন্নতাবাদ (ফিরকা-ব্রাত্ত দল) থেকে তুমি আলাদা থাকবে- যদিও আমৃত্যু একটি বৃক্ষমূল দাঁত দিয়ে আঁকড়ে থাকতে হয়।^{৭০}

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ غُمِّيَّةٍ، يَغْضَبُ لِعَصْبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصْبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصْبَةً، فَقُتِلَ، فَقَتْلُهُ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَنْحَاشُ مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدُهُ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ». (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِرَقْمِ (1848)

আবু হুরাইরা রাডিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি (আমীর বা শাসকের) আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেলো এবং জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। আর যে ব্যক্তি লক্ষ্যহীন নেতৃত্বের পতাকাতে যুদ্ধ করে (গোত্রপ্রীতির জন্য যুদ্ধ করে) অথবা গোত্রপ্রীতির দিকে আহ্বান করে অথবা গোত্রের সাহায্যার্থে যুদ্ধ করে (আল্লাহ ও তার দ্বীনের জন্য নয়) আর তাতে নিহত হয়, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করে। আর যে আমার উম্মতের উপর আক্রমণ করে, আমার উম্মতের ভাল-মন্দ সকলকেই

নির্বিচারে হত্যা করে; মুমিনকেও রেহাই দেয় না এবং যার সাথে সে ওয়াদাবদ্ধ তার ওয়াদাও রক্ষা করে না, সে আমার কেউ নয়, আমিও তার কেউ নই।^{৭৪}

৯। শরী‘আত পরিপন্থী কাজে আমীরদের বিরোধিতা করতে হবে, তবে যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে, ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-সংগ্রাম বর্জন করতে হবে:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «سَتَكُونُ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِيءًا، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلَمًا، وَلَكِنْ مِنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» قَالُوا: أَفَلَا نَقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لَا، مَا صَلَوًا». (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِرَقْمٍ (1854))

উম্মু সালামাহ রাঈয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত যে, রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অচিরেই এমন কতক আমীরের উদ্ভব হবে, তোমরা তাদের চিনতে পারবে এবং তাদের অপছন্দ করবে। যে ব্যক্তি তাদের স্বরূপ চিনল, সে মুক্তি পেল এবং যে ব্যক্তি তাদের অপছন্দ করল, সে নিরাপদ হলো। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের পছন্দ করল এবং অনুসরণ করল (সে ক্ষতিগ্রস্ত হলো)। জিজ্ঞেস করা হলো, আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না, যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে।^{৭৫}

১০। আমীরদের বিরোধিতা করা যাবে না, তাদের গোপনীয় বিষয় মানুষের সামনে প্রকাশ করা যাবে না; বরং গোপনে তাদেরকে নছীহত করতে হবে। খুৎবার মিম্বারে, বক্তব্যের মধ্যে, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদিতে তাদের দোষত্রুটি প্রকাশ করা যাবে না। কারণ, এসবগুলিতে ফেতনা রয়েছে। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ، عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يَفْرِقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ» (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِرَقْمٍ (1852))

‘তোমাদের যে কোন এক নেতার অধীনে একতাবদ্ধ থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি এসে তোমাদের শক্তি খর্ব করতে উদ্যত হবে অথবা তোমাদের জামা‘আত বা ঐক্য বিনষ্ট করতে চাইবে, তাকে তোমরা হত্যা করো’।^{৭৬}

৭৪. ছহীহ মুসলিম ১৮৪৮।

৭৫. ছহীহ মুসলিম ১৮৫৪।

৭৬. ছহীহ মুসলিম ১৮৫২।

১১। শাসনের যোগ্যতা থাকা পর্যন্ত বা শাসনের শক্তি-সামর্থ্য থাকা পর্যন্ত শাসককে ক্ষমতায় রাখার বন্দোবস্ত করতে হবে, যাতে চাটুকার ও মুনাফিকদের থেকে নিরাপদ থাকা যায়। যেমনটি রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশিদীন আমরণ ক্ষমতায় ছিলেন।

আল্লাহর অবাধ্যতায় খলীফার আনুগত্য করার শাস্তি

দুনিয়ার সুখ-শান্তি ও স্বার্থ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে মানুষ যখন এমন শাসকদের আনুগত্য করে, যারা তাদের জন্য বিদ'আতের জন্ম দেয়, আল্লাহর অবাধ্যতামূলক কাজের আদেশ দেয়, তখন আল্লাহ তাদের অন্তর থেকে ঈমান বের করে সেখানে ভীতি চাপিয়ে দেন, তাদেরকে অভাবে ফেলেন এবং কঠিন অবস্থার সম্মুখীন করেন। কিন্তু তারা যদি তওবা করে এবং তাদের প্রতিপালকের দিকে ফিরে আসে, তাহলে আল্লাহ নিরাপত্তা, ঈমান, প্রশান্তি, সুখ ও সমৃদ্ধি দিয়ে তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَكَايْنٍ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكَرًا
فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا﴾ [الطلاق: 8 – 9]

অনেক জনপদ তাদের রব ও তার রাসূলগণের নির্দেশের বিরুদ্ধে গিয়েছে। ফলে, আমরা তাদের কাছ থেকে কঠোর হিসাব নিয়েছি এবং তাদেরকে আমরা কঠিন আযাব দিয়েছি। অতএব, তারা নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি আশ্বাদন করেছে আর ক্ষতিই ছিল তাদের কাজের পরিণতি (সূরা আত-তুলাক ৬৫:৮-৯)।

শাসন ব্যবস্থায় খলীফাগণের শ্রেণীবিন্যাস

শাসকগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত:

প্রথম: ন্যায়পরায়ণ শাসক: এমন শাসকের আনুগত্য করা ওয়াজিব এবং তার বিরোধিতা করা হারাম।

দ্বিতীয়: কাফের ও মুরতাদ শাসক: এমন শাসকের আনুগত্য পরিত্যাগ করা ওয়াজিব। এমনকি তার বিরোধিতা করা ও তাকে অপসারণ করাও ওয়াজিব। কেননা কোন কাফের মুসলিমদের নেতৃত্ব দিতে পারে না।

তৃতীয়: ফাসেকু শাসক: তার দু'টি অবস্থা:

১। ফাসেকু শাসকের ফাসেকী যদি তার নিজের সীমানা ছাড়িয়ে অন্যের মাঝে সম্প্রসারিত হয়, জাতির মাঝে ফাসাদ ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি সেদিকেই আত্মনাকরেন, তাহলে তাকে অপসারণ করে তার স্থানে তার চেয়ে যোগ্য মানুষ বসানো ওয়াজিব।

২। ফাসেকু শাসকের ফাসেকী যদি তার নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং তার বিরোধিতা করলে যদি ফেতনার প্রবল সম্ভাবনা থাকে, তাহলে ফেতনা ও হৃদয়ের বিদ্বেষ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে তার বিরুদ্ধাচরণ করা চলবে না।

শাসকের বিরোধিতা করার বিধান

ন্যায়পরায়ণ শাসকের বিরুদ্ধাচরণ করার বিধান: ন্যায়পরায়ণ শাসকের বিরোধিতা করা কোন ব্যক্তি বা দলের জন্য জায়েয নেই। আর যারা তার বিরোধিতা করবে, তাদের প্রতিহত করা, তাদের অন্যায়-বাড়াবাড়ি দমন করা এবং তাদের অনিষ্ট ও সীমানাঙ্কন প্রতিহত করা ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَفَاتِنُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ} ... [الحجرات: 9]

আর যদি মুমিনদের দু'দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে দলটি বাড়াবাড়ি করবে, তার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারপর যদি দলটি ফিরে আসে, তাহলে তাদের মধ্যে ইনছাফের সাথে মীমাংসা কর এবং ন্যায় বিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায় বিচারকারীদের ভালবাসেন (সূরা আল হুজুরাত ৪৯:৯)। আরফাজাহ রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি,

«مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ، عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ» (أخرجه مسلم برقم (1852)

‘তোমাদের যে কোন এক নেতার অধীনে একতাবদ্ধ থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি এসে তোমাদের শক্তি খর্ব করতে উদ্যত হয় অথবা তোমাদের ঐক্য বিনষ্ট করতে চায়, তাকে তোমরা হত্যা কর’।^{৭৭}

যালেম শাসকের বিরোধিতা করার বিধান: যালেম শাসকদের বিরোধিতা অস্ত্রের মাধ্যমে করা বৈধ নয়, যতক্ষণ তাদের যুলম স্পষ্ট কুফর, ছালাত পরিত্যাগ বা জাতিকে কুরআন ভিন্ন অন্য কিছু দ্বারা পরিচালনা পর্যন্ত না পৌঁছে। অস্ত্রের মাধ্যমে শাসকদের বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে আরেকটি শর্ত হচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার শক্তি-সামর্থ্য থাকতে হবে।

শাসকের অত্যাচার ও বাড়াবাড়ির সময় ফিতনার আশঙ্কা, রক্তপাত ঘটা, ঐক্য বিনষ্ট হওয়া ইত্যাদি কারণে ধৈর্য ধারণ করা জাতির জন্য আবশ্যিক। তা হলে সৎমানুষ আরাম পাবে বা পাপী-তাপীদের থেকে আরাম পাওয়া সম্ভব হবে। সেকারণে, ধৈর্যধারণ করে তাদেরকে নছীহত করতে হবে, আল্লাহর অবাধ্যতা ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করতে হবে। রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ» (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7144)، واللفظ له، ومسلم برقم (1839)

‘যতক্ষণ আল্লাহর নাফরমানির নির্দেশ দেয়া না হয়, ততক্ষণ পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় সকল বিষয়ে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আমীরের কথা শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করা কর্তব্য। যখন নাফরমানির নির্দেশ দেয়া হয়, তখন আর কোন আনুগত্য নেই।’^{৭৮}

প্রশ্ন: গণতন্ত্রের (হুকুম) বিধান কী? পার্লামেন্টে গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ কিংবা গণতান্ত্রিক সরকারের অন্যকোন দায়িত্ব গ্রহণ করার বিধান কী? গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কোন ব্যক্তিকে ভোট দেয়া ও নির্বাচিত করার হুকুম কী?^{৭৯}

উত্তর: আলহামদুলিল্লাহ।

প্রথমত: গণতন্ত্র একটি মানব রচিত মতবাদ। এর মানে জনগণ নিজেই নিজেকে শাসন করা। তাই এটি ইসলাম বিরোধী মতবাদ। শাসনের অধিকার সুউচ্চ ও সুমহান আল্লাহর। কোন মানুষকে আইন প্রণয়ন করার অধিকার দেয়া জায়েয নেই, সে যেই হোক না কেন।

‘1067, 1066/2) موسوعة الأديان والمذاهب المعاصرة " মাওসু‘আতুল আদইয়ান ওয়াল মাযাহেব আল-মু‘আছেরা’ গ্রন্থে (২/১০৬৬-৬৭) এসেছে: কোন সন্দেহ নেই যে, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা আল্লাহর আনুগত্য ও তার প্রতি নতি স্বীকার কিংবা আইন প্রণয়নের অধিকারের ক্ষেত্রে নব্য শিরকের একটি রূপ। এ পদ্ধতিতে মহামহিম স্রষ্টার কর্তৃত্বকে বাতিল করে দেয়া হয়। অথচ আইন প্রণয়নের একচ্ছত্র অধিকার হচ্ছে আল্লাহর। কিন্তু সে অধিকার তার থেকে ছিনিয়ে সৃষ্টিকে দেয়া হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

‘তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে নিছক কতগুলো নামের (প্রতিমার) ইবাদত করছ, যাদের নামকরণ তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা করেছে, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ প্রমাণ নাযিল করেননি। বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ

৭৮ মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী ৭১৪৪, ছহীহ মুসলিম ১৮৩৯।

৭৯. www.islamqa.com

দিয়েছেন, শুধু তাঁকে ছাড়া আর করো ইবাদত না করতে। এটিই সঠিক দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না' (সূরা ইউসুফ, ১২/৪০)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহরই। সূরা আন'আম ৬:৫৭।

দ্বিতীয়ত: যে ব্যক্তি গণতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতির প্রকৃত অবস্থা জানে, ইসলামে গণতন্ত্রের হুকুম বা বিধান কি সেটা জানে, তারপরও এ পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দিয়ে নিজেকে কিংবা অন্য কাউকে নির্বাচিত করে, সে ব্যক্তি ভয়াবহ শঙ্কার মধ্যে আছে। কারণ ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে ইসলাম বিরোধী।

তবে যে ব্যক্তি এ পদ্ধতির অধীনে নিজেকে কিংবা অন্য কাউকে এজন্য নির্বাচিত করে, যাতে করে এ আইনসভাতে ঢুকে এর বিরোধিতা করা যায়, এ পদ্ধতির বিপক্ষে দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করা যায়, সাধ্যানুযায়ী অকল্যাণ ও দুর্নীতি রোধ করা যায় এবং যেন গোটা ময়দান দুর্নীতিবাজ ও নাস্তিকদের হাতে চলে না যায়, যারা যমীনে দুর্নীতি ছড়িয়ে দেয়, মানুষের দ্বীন ও দুনিয়ার সমূহ কল্যাণ নস্যাত্ত করে দেয়- তবে এ ক্ষেত্রে সম্ভাব্য কল্যাণের দিক বিবেচনা করে ইজতিহাদ করার তথা বিবেক বিবেচনা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ রয়েছে। বরং কোন কোন আলেম মনে করেন, এ ধরনের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা ফরয।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে উছাইমীনকে নির্বাচনে অংশ নেয়ার হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাবে বলেন, আমি মনে করি এ নির্বাচনগুলোতে অংশ নেয়া আবশ্যিক। আমরা যাকে ভাল মনে করি, তাকে সহযোগিতা করা অত্যাৱশ্যিক। কারণ ভাল লোকেরা যদি ঢিলেমি করে, তাহলে এ স্থানগুলো কে দখল করবে? খারাপ লোকেরাই দখল করবে কিংবা এমন লোকেরা দখল করবে, যাদের কাছে না আছে ভাল, না আছে খারাপ, যারা সুবিধাবাদী। তাই আমাদের উচিত, যাকে যোগ্য মনে করি, তাকে নির্বাচিত করা।

যদি কেউ বলেন, আমরা যাকে নির্বাচিত করলাম আইনসভার অধিকাংশ সদস্য তার বিপক্ষে, তাহলে?

আমরা জবাবে বলবো: কোন অসুবিধা নেই। এই একজনের মধ্যে আল্লাহ বরকত দিতে পারেন। তিনি যদি আইনসভার সামনে হক্ব কথা বলতে পারেন, তাহলে অবশ্যই এর প্রভাব থাকবে, প্রভাব থাকতেই হবে। তবে যে ক্ষেত্রে আমাদের কসুর

হয় সেটা হচ্ছে- আল্লাহর সাথে বিশ্বস্ত হওয়া। আমরা শুধু বৈষয়িক বিষয়ের উপর নির্ভর করি; আল্লাহর বাণীর দিকে তাকাই না।... সুতরাং আপনি যাকে ভাল মনে করেন, তাকে নির্বাচিত করুন; এরপর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করুন (لَقَاءَاتِ الْبَابِ المفتوح لিকাআতুল বাব আল-মাফতূহ থেকে সংক্ষেপিত ও সমাপ্ত)

সউদী আরবের ফতওয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির আলেমগণকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল:

নির্বাচনে কাউকে মনোনয়ন দেয়া ও ভোট দেয়া জায়েয আছে কি? উল্লেখ্য, আমাদের দেশের শাসনব্যবস্থা আল্লাহর নাযিলকৃত আইনে নয়।

জবাবে তারা বলেন,

যে সরকার আল্লাহর নাযিলকৃত আইন দিয়ে শাসন করে না, শরী'আহ আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করে না, কোন মুসলিমের জন্য সে সরকারে যোগ দেয়ার প্রত্যাশায় নিজেকে মনোনীত করা জায়েয নয়। তাই এ সরকারের সাথে কাজ করার জন্য কোন মুসলিমের নিজেকে কিংবা অন্য কাউকে নির্বাচিত করা জায়েয নেই। তবে কোন মুসলিম যদি এ উদ্দেশ্য নিয়ে নির্বাচনে প্রার্থী হয় কিংবা অন্যকে নির্বাচিত করে যে , এর মাধ্যমে এ শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন করে ইসলামী শরী'আহভিত্তিক শাসনব্যবস্থা কায়ম করবে, নির্বাচনে অংশ গ্রহণকে তারা বর্তমান শাসনব্যবস্থার উপর আধিপত্য বিস্তার করার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করবে, তাহলে সেটা জায়েয। তবে , সে ক্ষেত্রেও যে ব্যক্তি প্রার্থী হবেন তিনি এমন কোন পদ গ্রহণ করতে পারবেন না, যা ইসলামী শরী'আর সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। -শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে বায , শাইখ আব্দুর রায়যাক আফীফী, শাইখ আব্দুল্লাহ গুদাইয়ান , শাইখ আব্দুল্লাহ কু'উদ (الفتاوى اللجنة الدائمة) স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র থেকে সংকলিত (২৩/৪০৬, ৪০৭)।

স্থায়ী কমিটিকে আরও জিজ্ঞেস করা হয় যে,

আপনারা জানেন যে, আমাদের আলজেরিয়াতে “আইনসভার নির্বাচন” অনুষ্ঠিত হয়। কিছু কিছু দল আছে, যারা ইসলামী হুকুমত কায়মের দিকে আহ্বান করে। আর কিছু কিছু দল আছে, যারা ইসলামী হুকুমত চায় না। এখন যে ব্যক্তি এমন কাউকে ভোট দেয়, যে প্রার্থী ইসলামী হুকুম চায় না, সে ব্যক্তির হুকুম কী হবে? তবে ঐ ব্যক্তি ছালাত আদায় করে।

জবাবে তাঁরা বলেন: যেসব দেশে ইসলামী শরী‘আহভিত্তিক শাসনব্যবস্থা চালু নেই, সেসব দেশের মুসলিমদের উপর ফরয ইসলামী শরী‘আহ অনুযায়ী শাসনকর্ম পরিচালনার সর্বাঙ্গক চেষ্টা চেষ্টা নিয়োজিত করা এবং যেদল ইসলামী হুকুমত বাস্তবায়ন করবে বলে তারা ধারণা করে, সে দলকে একজোটে সবাই মিলে সহযোগিতা করা। পক্ষান্তরে , যেদল ইসলামী শরী‘আহ বাস্তবায়ন না করার প্রতি আত্মনা জানায়, সে দলকে সহযোগিতা করা নাজায়েয। বরং এ ধরনের সহযোগিতা ব্যক্তিকে কুফরের দিকে ধাবিত করে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوفُونَ (50)

‘আর তাদের মাঝে তার মাধ্যমে ফায়ছালা কর, যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর তাদের থেকে সতর্ক থাকো যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার কিছু থেকে তারা তোমাকে বিচ্যুত করতে না পারে। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে জেনে রাখ যে, আল্লাহ কেবল তাদেরকে তাদের কিছু পাপের কারণেই আক্রান্ত করবেন। আর মানুষের অনেকেই ফাসিক। তারা কি তবে জাহিলিয়াতের বিধান চায়? আর নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম?’ (সূরা আল-মায়দা, ৫/৪৯-৫০)।

এ কারণে যারা ইসলামী শরী‘আহ অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে না, আল্লাহ তাদেরকে যখন কাফের হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তখন তাদের সাথে সহযোগিতা করা থেকে , তাদেরকে মিত্র হিসেবে গ্রহণ করা থেকেও সাবধান করেছেন। সাথে সাথে যদি মুমিনগণ প্রকৃত ঈমানদার হয়ে থাকেন, তবে তাদেরকে তাকওয়া অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُتُوبَ الْمُؤْمِنِينَ

‘হে মুমিনগণ! আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের দ্বীনকে উপহাস ও খেল-তামাশারূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে এবং অন্য কাফেরদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে

গ্রহণ করো না। তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বন কর, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক' (সূরা আল-মায়েরা, ৫/৫৭)।

আল্লাহই তাওফীকদাতা। আমাদের নবী মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক (গবেষণা ও ফতওয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি:শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে বায, শাইখ আব্দুর রায়যাক্ক আফীফী, শাইখ আব্দুল্লাহ ওদাইয়ান, فتاوى اللجنة الدائمة স্থায়ী কমিটির ফতওয়া সমগ্র (১/৩৭৩) থেকে সমাণ্ড)।

৩। রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী শরী'আতের পূর্ণ বাস্তবায়ন

ইসলামী শরী'আহ-এর বৈশিষ্ট্য

ইসলামী শরী'আহর অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তন্মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ নীচে তুলে ধরা হলো:

১। এটি রব্বানী তথা আল্লাহ প্রদত্ত: এ শরী'আহ প্রণয়ন করেছেন সে মহান স্রষ্টা, যিনি মানুষ ও জগত সৃষ্টি করেছেন এবং জগতের স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে মানুষের জন্য কী কী সবচেয়ে কল্যাণকর, তা তিনি সম্যক অবগত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

‘তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মানোনীত করেন, এতে তাদের কোনো এখতিয়ার নেই। আল্লাহ পবিত্র, মহান এবং তারা যে শরীক করে, তা হতে তিনি উর্ধ্বে (সূরা আল-কাসাস: ৬৮)।

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সম্যক অবহিত (সূরা আল-মূলক: ১৪)।

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় (সূরা আল-আনফাল: ৭১)।

অতএব, ইসলামী শরী'আহ সকল প্রকার ত্রুটিমুক্ত ও মানবতার জন্য সবচেয়ে বেশী কল্যাণকর।

২। এটি বিশ্ব মানবতার জন্য: ইসলামী শরী'আহ-এর সমস্ত আহকাম, বুনিয়াদী নীতিমালা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য জাতি, দেশ ও বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

আর আমি তো তোমাকে সৃষ্টিকুলের জন্য রহমতস্বরূপই পাঠিয়েছি (সূরা আল-আম্বিয়া: ১০৭)। বলুন, হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের সকলের কাছে প্রেরিত আল্লাহর রাসূল (সূরা আল-আ‘রাফ: ১৫৮)। আর আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি (সূরা সাবা: ২৮)।

৩। ব্যাপকতা: ইসলামী শরী‘আহ-তে রয়েছে মানব জীবনের প্রতিটি দিকের সাথে সম্পর্কিত নীতিমালা, আহকাম ও আইন-কানুন, চাই তা মানুষের আকীদা, ইবাদত ও চরিত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক কিংবা ব্যক্তি, সমাজ ও দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি ও বিচার পদ্ধতি সংক্রান্ত হোক।

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

وَنُزِّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَاثًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ

আমি প্রত্যেক বিষয়ে ব্যাখ্যাস্বরূপ এবং মুসলিমদের জন্য হিদায়াত, রহমত ও সুসংবাদস্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি (সূরা আন-নাহল: ৮৯)।

৪। মৌলিকত্ব ও চিরস্থায়িত্ব: ইসলামী শরী‘আহ-এর নীতিমালা মৌলিক এবং এর উৎস সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ নিজে নিয়েছেন বলে তা কিয়ামত পর্যন্ত চিরস্থায়ী। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

إِنَّا نَحْنُ نُزِّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

নিশ্চয়ই আমিই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক (সূরা আল-হিজর: ৯)।

৫। পালনে সহজতা প্রদান ও কঠোরতা বিলোপ: মানুষ যাতে ইসলামী শরী‘আহ-এর আহকাম অত্যন্ত সহজে পালন করতে পারে আল্লাহ তা ‘আলা সেভাবেই শারঈ নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। তদুপরি পালন করতে গিয়ে যখনই কেউ কোন যুক্তিগ্রাহ্য সমস্যার মুখোমুখি হয়, তখনই তার উপর থেকে

হুকুমের ভার হালকা করে দেয়া হয়। আল্লাহ তা ‘আলা এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলেছেন, আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান এবং তোমাদের জন্য কঠোরতা তিনি চান না (সূরা আল-বাকারাহ:১৮৫)। আল্লাহ দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি (সূরা আল-হাজ্জ:৭৮)। আল্লাহ কারো উপর এমন কোন দায়িত্ব অর্পণ করেন না, যা তার সাধ্যাতীত (সূরা আল-বাকারাহ:২৮৬)।

৬। বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারে চমৎকার সমন্বয়: ইসলামী শরী‘আহ একদিকে যেমন ইবাদত পালনের মাধ্যমে মানুষকে আখেরাতমুখী হবার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে, অন্যদিকে দুনিয়ার বাস্তব জীবনের প্রয়োজন ও দাবী পূরণের নির্দেশও তাকে দিয়েছে। দুনিয়ার কাজ ও ব্যস্ততার মধ্যেও যাতে মানুষ আল্লাহর ইবাদত পালন করে সেদিকে ইঙ্গিত করে কুরআনে বলা হয়েছে, সেসব লোক যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে ও ছালাত ক্বায়েম ও যাকাত প্রদান হতে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেদিনকে, যেদিন অনেক অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে (সূরা আন-নূর:৩৭)। আবার ইবাদাত পালনের পাশাপাশি তাদেরকে জীবিকা অর্জনের নির্দেশও প্রদান করা হচ্ছে। ছালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) সন্ধান কর (সূরা আল-জুমুআ‘হ:১০)।

৭। ব্যক্তি ও সমষ্টির যথার্থ মূল্যায়ন: ইসলামী শরী‘আহ ব্যক্তি ও সমষ্টির কারো স্বার্থহানি না করে সকলের স্বার্থের প্রতি সমান দৃষ্টি রেখেছে। ইসলামে ব্যক্তি মালিকানা ও ব্যক্তিস্বার্থকে কখনো অবজ্ঞা করা হয় না, তবে ব্যক্তি ও সামষ্টিক স্বার্থের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তখন সামষ্টিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

৮। যুগোপযোগিতা: ইসলামী শরী‘আহ প্রগতিশীল। কেননা কালের আবর্তনে উদ্ভূত সকল সমস্যার সমাধানের জন্য কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক চিন্তা-গবেষণার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এতে রয়েছে। সুতরাং যাবতীয় নতুন অবস্থার সাথে তা সামঞ্জস্যশীল হতে সক্ষম। মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যেমন এর সফল কার্যকারিতা রয়েছে, তেমনি কিয়ামত

পর্যন্ত এর কার্যকারিতা অক্ষুণ্ণ থাকবে। কেননা কিয়ামত পর্যন্ত এটিই আল্লাহর দেয়া সর্বশেষ ও একমাত্র জীবন ব্যবস্থা।

৯। **উদারতা:** ইসলামী শরী‘আহ উদারতা সম্পন্ন। এ প্রসঙ্গে রাসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

بُعِثْتُ بِالْخَيْفَةِ السُّمْحَةِ

আমাকে উদারতাসম্পন্ন দ্বীন সহকারে প্রেরণ করা হয়েছে^{৮০}। এর ফলে এমনকি অমুসলিমগণ ইসলামী রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করে থাকেন।

১০। **সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা:** জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে ন্যায় অধিকার প্রতিষ্ঠা ইসলামী শরী‘আহ-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

শরী‘আহ ব্যতীত রাষ্ট্র পরিচালনা করার বিধান^{৮১}

ইমামুল মুসলিমীন বা খলীফার উপর ওয়াজিব হচ্ছে, আল্লাহর অবতীর্ণ কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী মানুষকে পরিচালিত করা। আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ছাড়া অন্য কোন কিছু দ্বারা ফায়ছালা করা কারো জন্য জায়েয নেই।

আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা ফায়ছালা করা কুফরী (كفر), যুলম (ظلم) ও ফাসেকী (فسق)। মূলতঃ ঈমান এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন বিধান দ্বারা ফায়ছালার বিষয়টি কোন বান্দার হৃদয়ে একত্রিত হতে পারে না। কেননা এতদুভয়ের একটি অপরটির বিপরীত। সুতরাং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং ত্বাগূতকে অস্বীকার করা ছাড়া প্রকৃত ঈমান কল্পনা করা যায় না।

১। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

{وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]

আর যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার মাধ্যমে ফায়ছালা করে না, তারাই হচ্ছে কাফের (সূরা মায়িদা ৫:৪৪)।

২। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

{وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: 45]

আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার মাধ্যমে যারা ফায়ছালা করবে না, তারাই হচ্ছে যালিম (সূরা মায়িদা ৫:৪৫)।

৩। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

{وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47]

আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার মাধ্যমে যারা ফায়ছালা না করে, তারাই হচ্ছে ফাসিক (সূরা মায়িদা ৫:৪৭)।

৮১. মাওসুআতুল ফিকুহিল ইসলামী, খিলাফাহ অধ্যায়, মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী ৫/২৮৮।

৪। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65)} ... [النساء: 65]

অতএব, তোমার রবের কসম তারা মুমিন হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফায়ছালা দেবে, সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয় (সূরা আন-নিসা ৪:৬৫)।

৫। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا } ... [النساء: 60]

তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবী করে যে, নিশ্চয় তারা ঈমান এনেছে তার উপর, যা নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে তোমার পূর্বে। তারা ত্বাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে। আর শয়তান চায় তাদেরকে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে (সূরা আন-নিসা ৪:৬০)।

শাসক ও রাষ্ট্রপ্রধানগণ হারামকে হালাল করার ক্ষেত্রে সমাজে প্রচলিত শরীয়াতের হুকুম-আহকাম বিরোধী যেসব আইনের আশ্রয় নেয়, তাতে শাসকদের আনুগত্য করা বড় শিরক। যেমন-

- ❖ সুদের বৈধতা দেয়া
- ❖ যেনা-ব্যভিচারের অনুমোদন দেয়া
- ❖ মদ্যপান অনুমোদন করা
- ❖ উত্তরাধিকার সূত্রে নারী-পুরুষকে সমান করে দেয়া
- ❖ নারীদেরকে বেপর্দা হওয়ার অনুমতি দেয়া
- ❖ সহশিক্ষা চালু ও কর্মক্ষেত্রে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার পরিবেশ তৈরী করা
- ❖ কিংবা হালালকে হারাম করা যেমন পুরুষের জন্য একাধিক বিবাহ হারাম করা অনুরূপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুমকে পরিবর্তন করা এবং

শয়তানের প্রচলিত আইন-কানুন দ্বারা আল্লাহর হুকুমকে বদলানোর ক্ষেত্রে শাসকদের আনুগত্য করাও বড় শিরক।

সুতরাং যারা এসব ক্ষেত্রে শাসকদের আনুগত্য করবে, তাতে সন্দ্বিষ্ট থাকবে এবং তাদের অনৈসলামিক কাজগুলোকে ভালো মনে করবে সে মুশরিক ও কাফির হিসাবে গণ্য হবে। আমরা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এমনি ফিকাহ শাস্ত্রের আলিমদের যেসব কথা কুরআন ও হাদীছের সুস্পষ্ট দলীলের বিপরীত এসব কথাতে তাদের অনুসরণ করাও বড় শিরক। বিশেষ করে যখন জানা যাবে যে, কিছু লোকের প্রবৃত্তি ও মনোবাসনা পূরণ করতে গিয়েই আলিমগণ এসব কথা বলেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে সুযোগের সন্ধানী অর্ধশিক্ষিত কতিপয় লোককে এমনই করতে দেখা যায়।

মোটকথা মুজতাহিদদের এসব কথাই গ্রহণ করা আবশ্যিক, যার পক্ষে কুরআন-সুন্নাহর দলীল রয়েছে। তাদের যেসব কথা দলীল বিরোধী তা পরিত্যাগ করা আবশ্যিক।^{৮২}

জাহিলিয়াতের বিধান^{৮৩}

যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা ফায়ছালা করলো, সে জাহিলিয়াতের বিধান দ্বারা ফায়ছালা করলো। আর যেসব অত্যাচারী ও স্বৈচ্ছাচারী ক্ষমতার মসনদে অধিষ্ঠিত হয়, আল্লাহ ও তদীয় রসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিধান বর্জন করে, জাহেলী বিধানকে শরী‘আত ও জীবন যাপনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে এবং মানুষকে তা মানতে বাধ্য করে, তারা সবাই এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ফলে, চার শ্রেণীর মানুষ এ মহাপাপে পতিত হয়:

১. বিধান/আইন প্রণেতা (المشرع): যে এমন সব আইন প্রণয়ন করে, যেগুলি দ্বারা মানুষের মধ্যে ফায়ছালা করা হয়, তাকে আইন প্রণেতা বলে।

২. সমর্থক ও রক্ষাকারী (المُدافع): যে ব্যক্তি উক্ত আইন ও বিধান বাস্তবায়ন করে এবং তা সমর্থন ও রক্ষা করে, তাকে সমর্থক ও রক্ষাকারী বলে।

৮২. আল ইরশাদ ইলা ছহীহিল ‘ইতিকুদ, ড. ছলিহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান

৮৩. মাওসুআতুল ফিকুহিল ইসলামী, খিলাফাহ অধ্যায়, মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী ৫/২৮৯।

৩. ফায়ছালাকারী (الحاكم): যে উক্ত আইন ও বিধান অনুযায়ী মানুষের মাঝে ফায়ছালা করা হয়, তাকে ফায়ছালাকারী বলে।

৩. শাসিত (الحكوم): যদি সে ঐ বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং তার অনুসরণ করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} . [المائدة: 50]

তারা কি তবে জাহিলিয়াতের বিধান চায়? আর নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম? (সূরা আল মায়িদা ৫:৫০)।

উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«سَتَكُونُ أَمْرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِيءًا، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِيمًا، وَلَكِنْ مِنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» أخرجه مسلم برقم (1854)

অচিরেই এমন কতক আমীরের উদ্ভব ঘটবে, তোমরা তাদের চিনতে পারবে ও অপছন্দ করবে। যে ব্যক্তি তাদের স্বরূপ চিনল, সে মুক্তি পেল এবং যে ব্যক্তি তাদের অপছন্দ করল, সে নিরাপদ হলো। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের পছন্দ করল ও তাদের অনুসরণ করল, সে ক্ষতিগ্রস্ত হল।^{৮৪}

৪। শিরকের মূলোৎপাটনে রাষ্ট্রীয়ভাবে জিহাদ ঘোষণা করা

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ (الجهاد في سبيل الله): আল্লাহর কালিমা তথা তাওহীদকে উড্ডীন করার নিমিত্তে তার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে শক্তি ও প্রচেষ্টা ব্যয় করাই হচ্ছে, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ (هو بذل الطاقة والوسع في قتال الكفار), (ابتغاء وجه الله) ৮৫ রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

‘যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমা তথা তাওহীদকে উড্ডীন করার জন্য যুদ্ধ করে, সে-ই একমাত্র আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী (মুজাহিদ)।’ ৮৬

ইসলামে জিহাদ শরী‘আহ সম্মত হওয়ার তাৎপর্য: ৮৭

ক. আল্লাহ তা‘আলার জিহাদের নিয়ম প্রণয়ন করার অন্যতম কয়েকটি কারণ ও তাৎপর্য হচ্ছে,

আল্লাহর কালিমা উড্ডীন করা (لتكون كلمة الله هي العليا), দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য করা (ويكون الدين كله لله), মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে বের করা (وإخراج الناس من الظلمات إلى النور), আল্লাহর দিকে দা‘ওয়াতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা (وفتح أبواب الدعوة إلى الله), ন্যায়-ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করা (وإقامة العدل), অন্যায়-অত্যাচার প্রতিহত করা (ومنع الظلم), মুসলিমদের রক্ষা করা (وحماية المسلمين), ফাসাদ সৃষ্টিকারী ও শত্রুদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করা (ورد كيد الأعداء والمفسدين) ইত্যাদি।

খ. এছাড়া জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে কে সত্যবাদী, কে মিথ্যাবাদী, কে মুমিন, কে মুনাফিক ইত্যাদি পরীক্ষা করে থাকেন।

৮৫. মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আব্দুল্লাহ আত-তুওয়াইজীরী, মাওসু‘আতুল ফিকুহিল ইসলামী, ৫/৪৩৫।

৮৬. মুত্তাফাকুন আলাইহি: ছহীহ বুখারী ২৮১০, ছহীহ মুসলিম ১৯০৪।

৮৭. মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আব্দুল্লাহ আত-তুওয়াইজীরী, মাওসু‘আতুল ফিকুহিল ইসলামী, ৫/৪৪০।

গ. কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ তাদেরকে ইসলামে প্রবেশে বাধ্য করার জন্য নয়। বরং তাদেরকে ইসলামের বিধি-বিধানের আওতায় আনার জন্য- যাতে দ্বীন ইসলাম পূর্ণাঙ্গরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।

ঘ. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ জান্নাতের একটি দরজা। এর মাধ্যমে জান্নাতের উচ্চ স্তর লাভ করা যায়, পাপরাশি ক্ষমা করা হয় এবং বান্দা আল্লাহর ভালোবাসা লাভে ধন্য হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَحْسِنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (170) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (171)

‘আর যারা আল্লাহর পথে জীবন দিয়েছে, তাদেরকে তুমি মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের রবের নিকট জীবিত। তাদেরকে রিয়ক দেয়া হয়। আল্লাহ তাদেরকে যে অনুগ্রহ করেছেন, তাতে তারা খুশি। আর তারা উৎফুল্ল হয়, পরবর্তীদের থেকে যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদের বিষয়ে। এজন্য যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত ও অনুগ্রহ লাভে খুশি হয়। আর নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের প্রতিদান নষ্ট করেন না’ (সূরা আল ইমরান ৩/১৬৯-১৭১)। অন্য আয়াতে এসেছে,

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (20) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ (21) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (22)

‘যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে আর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করেছে, আল্লাহর কাছে তারা বড়ই মর্যাদাবান আর তারাই সফলকাম। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে নিজের পক্ষ হতে সুসংবাদ দিচ্ছেন রহমত ও সন্তুষ্টির এবং এমন জান্নাতসমূহের, যাতে রয়েছে তাদের জন্য স্থায়ী নিয়ামত। তথায় তারা থাকবে চিরকাল। নিশ্চয় আল্লাহর নিকট রয়েছে মহা পুরস্কার’ (সূরা আত-তাওবা, ৯/২০-২২)।

শারঈ জিহাদের পর্যায়:^{৮৮}

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ফরয হওয়ার চারটি পর্যায় রয়েছে:

প্রথম: নবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দিতে শুরু করলেন, তখন শত্রুরা তাকে কষ্ট দিতে লাগলো। কিন্তু এ পর্যায়ে তার প্রতি আল্লাহর নির্দেশনা ছিলো, ধৈর্যধারণের, ক্ষমা-মার্জনা করার এবং দা'ওয়াত, কুরআন ও যুক্তির মাধ্যমে জিহাদ করার। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}

[الجنّة: 14]

‘মুমিনদেরকে বল, তারা যেন ক্ষমা করে তাদেরকে, যারা আল্লাহর দিবসসমূহের প্রত্যাশা করে না। যাতে আল্লাহ প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের কৃতকর্মের জন্য প্রতিদান দিতে পারেন’। সূরা জাসিয়া ৪৫:১৪। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

{فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ} [الروم: 60]

অতএব, তুমি ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। যারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে না, তারা যেন তোমাকে অস্থির করতে না পারে। সূরা রুম ৩০:৬০। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

{وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ} [الحجر: 85]

আর আমি আসমানসমূহ, যমীন এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে, তা অযথা সৃষ্টি করিনি। আর নিশ্চয় কিয়ামত আসবে। সুতরাং তুমি পরম সৌজন্যের সাথে তাদেরকে ক্ষমা কর। সূরা হিজর ১৫: ৮৫। অন্য আয়াতে বিধোষিত হয়েছে,

{وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا} (51) فَلَا تُطْعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

{(52) [الفرقان: 51 – 52]}

৮৮. মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আব্দুল্লাহ আত-তুওয়াইজীরী, মাওসু'আতুল ফিক্বাহিল ইসলামী, ৫/৪৩৬।

আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী পাঠাতাম। সুতরাং তুমি কাফেরদের আনুগত্য করো না এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম-জিহাদ কর। সূরা ফুরকান ২৫:৫১-৫২।

দ্বিতীয়: নবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার ছাহাবীগণ কঠিন কষ্টের সম্মুখীন হলে আল্লাহ তা'আলা তাকে মক্কা থেকে মদীনায হিজরত করার নির্দেশ দেন। ছাহাবীগণকেও নবীর সাথে হিজরত করার নির্দেশ দেয়া হয়। আর নবুওত প্রাপ্তির ১৩ বছর পর এ নির্দেশ দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (30)} ... [الأنفال: 30]

আর যখন কাফেররা তোমাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করছিল, তোমাকে বন্দী করতে অথবা তোমাকে হত্যা করতে কিংবা তোমাকে বের করে দিতে। আর তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহও ষড়যন্ত্র করেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে উত্তম। সূরা আল আনফাল ৮:৩০। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{إِنَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (40)} [التوبة: 40]

যদি তোমরা তাকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছেন যখন কাফেররা তাকে বের করে দিল, তিনি ছিলেন দু'জনের দ্বিতীয়জন, যখন তারা উভয়ে পাহাড়ের একটি গুহায় অবস্থান করছিলেন, তিনি তার সঙ্গীকে বললেন, তুমি পেরেশান হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তার উপর তাঁর পক্ষ হতে প্রশান্তি নায়িল করলেন এবং তাকে এমন এক সৈন্য বাহিনী দ্বারা সাহায্য করলেন, যাদেরকে তোমরা দেখনি এবং তিনি কাফেরদের বাণী অতি নীচু করে দিলেন। আর আল্লাহর বাণীই সুউচ্চ। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান। সূরা আত তাওবা ৯:৪০।

তৃতীয়: হিজরতের পর আল্লাহ তা'আলা রাসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনদেরকে মদীনায শত্রুদের মোকাবেলায় যুদ্ধের নির্দেশ দেন। কারণ শত্রুরা অযথাই মুমিনদের উপর অত্যাচার করেছে, অন্যায়ভাবে তাদেরকে ঘর-বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। এ পর্যায়ে আল্লাহ তাদেরকে জিহাদের অনুমতি দেওয়ার

অন্যতম কারণ হচ্ছে, জীবন বাঁচানো, দ্বীনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, যুলম ও বাড়াবাড়ি প্রতিহত করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{أَذِّنْ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَأْتَهُمْ ظُلْمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْ أَنَّهُ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهْدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40)} ... [الحج:

[40 – 39]

যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে, যাদেরকে আক্রমণ করা হচ্ছে। কারণ তাদের উপর নির্যাতন করা হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দানে সক্ষম। যাদেরকে তাদের নিজ বাড়ী-ঘর হতে অন্যায়ভাবে শুধু এ কারণে বের করে দেয়া হয়েছে যে, তারা বলে, ‘আমাদের রব আল্লাহ’। আর আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা দমন না করতেন, তবে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খৃস্টান সন্ন্যাসীদের আশ্রম, গীর্জা, ইয়াহুদীদের উপাসনালয় ও মসজিদসমূহ- যেখানে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আর আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন, যে তাকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। সূরা হাজ্জ ২২:৩৯-৪০। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ ائْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ } [البقرة:

[193]

আর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফেতনা খতম হয়ে যায় এবং দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। সুতরাং তারা যদি বিরত হয়, তাহলে যালিমরা ব্যতীত (কারো উপর) কোন কঠোরতা নেই। সূরা আল বাকারা ৯:১৯০। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

{وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ }

আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। সূরা আল বাকারা ৯:১৯০

চতুর্থ: অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা রাসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে যুদ্ধের নির্দেশ দেন। যাতে দ্বীন সর্বত্র বিজয়ী হয় আর ইসলামে প্রবেশের সকল দ্বার উন্মুক্ত হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} [التوبة: 36]

আর তোমরা সকলে মুশরিকদের সাথে লড়াই কর, যেমনিভাবে তারা সকলে তোমাদের সাথে লড়াই করে। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন। সূরা আত তাওবা ৯:৩৬।

আল্লাহর পথে জিহাদের বিধান^{৮৯}

আল্লাহ তা‘আলা মক্কা থেকে মদীনায হিজরতের দ্বিতীয় বছরে যুদ্ধ ফরয করেন। জিহাদ ফরযে কিফায়াহ। যদি কিছু সংখ্যক মানুষ জিহাদ করে যা যথেষ্ট, তাহলে বাকীদের উপর হতে তা রহিত হয়ে যাবে। আর যদি কেউ না করে, তাহলে সকলেই পাপী হবে। তবে, এক্ষেত্রে শর্ত হলো, মুসলিমদের যুদ্ধ করার মত শক্তি-সামর্থ্য থাকতে হবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (216)} [البقرة: 216]

তোমাদের জন্য যুদ্ধ ফরয করে দেয়া হলো অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। হতে পারে কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং হতে পারে কোন বিষয় তোমরা পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না। সূরা আল বাকারা ২:২১৬।

৮৯. মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আব্দুল্লাহ আত-তুওয়াইজীরী, মাওসু‘আতুল ফিকুহিল ইসলামী, ৫/৪৩৮।

জিহাদের প্রকারভেদ^{৯০}

(أقسام الجهاد في سبيل الله)

জিহাদ দু'প্রকার: যথা-

১. জান, মাল ও কথার মাধ্যমে জিহাদ (الجهاد بالنفس والمال واللسان), আর তা হচ্ছে মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াতের মাধ্যমে জিহাদ করা (وهو جهاد الدعوة إلى الله بين الناس): যতক্ষণ না দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়, এটাই বড় জিহাদ, এ জিহাদই নবী-রাসূলগণ বাস্তবায়ন করেছেন, তারা এ জন্যই প্রেরিত হয়েছেন। আর এর মাধ্যমেই মানুষ ঈমান আনে ও এক আল্লাহর ইবাদত করে যার কোন শরীক নেই।

{وَلَوْ شِئْنَا لَکَبَعْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا (51) فَلَا تُطْعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا کَبِيرًا} [الفرقان: 51 - 52]

আর আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী পাঠাতাম। সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করো না এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম কর (সূরা আল ফুরকান, ২৫:৫১-৫২)।

{وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (78)} ... [الحج: 78]

আর তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। দ্বীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি। এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দীন। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন ‘মুসলিম’ পূর্বে এবং এ কিতাবেও। যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় আর তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষী হও। অতএব তোমরা ছলাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে ধর। তিনিই

৯০. মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আব্দুল্লাহ আত-তুওয়াইজীরী, মাওসু‘আতুল ফিকুহিল ইসলামী, ৫/৪৪৯।

তোমাদের অভিভাবক। আর তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী (সূরা আল হজ্জ, ২২:৭৮)।

২. আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা (القتال في سبيل الله): জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর কালিমা উদ্ভিন করার জন্য যুদ্ধ করা, যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয় ও আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়। সকল নবী-রাসূলের প্রতি এ জিহাদ ফরয ছিল না। বরং কতিপয়, যেমন- দাউদ (আ.), সুলাইমান (আ.), মুসা (আ.) ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর ফরয ছিল।

{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ ائْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ} [البقرة: 193]

আর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফেতনা খতম হয়ে যায় এবং দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। সুতরাং তারা যদি বিরত হয়, তাহলে যালিমরা ব্যতীত (কারো উপর) কোন কঠোরতা নেই (সূরা আল বাকারা, ২:১৯৩)।

{وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (190) ... [البقرة: 190]

আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না (সূরা আল বাকারা, ২:১৯০)।

জিহাদের অবস্থাসমূহ^{৯১}

জিহাদের চার অবস্থা: যথা-

১. নাফস বা প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ (جِهَادِ النَّفْسِ)। এর চারটি পর্যায়-

ক। দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা (জিহাদ) করা (وَهُوَ جِهَادُ النَّفْسِ عَلَى) (تَعْلَمُ الدِّينِ)। কারণ সত্য দ্বীনের জ্ঞান ছাড়া সফলতা নেই, সৌভাগ্যও নেই। সুতরাং সেটা অর্জন না করলে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই দুর্ভোগময় হয়ে উঠবে।

খ। দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের পর তার উপর আমল করার (وَالْعَمَلُ بِهِ) সর্বোচ্চ চেষ্টা চালানো। জ্ঞান ছাড়া কোন আমল নেই, আর আমল বিহীন জ্ঞান মূল্যহীন।

গ। দ্বীনের দাওয়াত (وَالدَّعْوَةُ إِلَيْهِ) ও প্রশিক্ষণ (وَتَعْلِيمِهِ) দেয়ার সকল চেষ্টা অব্যাহত রাখা। ‘আল্লাহর অবতীর্ণ সত্য দ্বীনের শিক্ষা যারা গোপন করে, তাদের কল্যাণ তো কিছুই হবে না, এমনকি জাহান্নাম থেকেও রেহাই পাবে না।’

ঘ। আল্লাহর পথে দাওয়াতের সব ধরনের কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণ করা (وَالصَّبْرُ عَلَى الْأَذَى فِيهِ)।

২। শয়তানের সাথে জিহাদ (جِهَادِ الشَّيْطَانِ)। এর দু’টি পর্যায়-

ক। শয়তান মানুষের অন্তরে যে ধরনের কুমন্ত্রণা দেয় ও সংশয় তৈরী করে (مِنَ الشَّيْطَانِ وَالشَّهَوَاتِ) তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা। ঈমান বৃদ্ধির মাধ্যমে এর মোকাবেলা করা।

খ। শয়তান মানুষের অন্তরে যেসব অবৈধ আকাঙ্ক্ষা ও কামনা জাগিয়ে তোলে তা দূরীভূত করার চেষ্টা করা। আর তা ধৈর্যের মাধ্যমে মোকাবেলা করা। এরশাদ হচ্ছে,

৯১. হাফিয ইবনু কাইয়ুম, যাদুল মা‘আদ, ৩/৯; মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আব্দুল্লাহ আত-তুওয়াইজীরী, মাওসু‘আতুল ফিক্বহিল ইসলামী, ৫/৪৫০।

{وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ} [السجدة: 24]

আর আমি তাদের মধ্য থেকে বহু নেতা করেছিলাম, তারা আমার আদেশানুযায়ী সৎপথ প্রদর্শন করত, যখন তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখত (সূরা সাজদা ৩২:২৪)।

৩। যালিম, বিদ'আতী ও নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের সাথে জিহাদ (جِهَادُ أَرْبَابِ الظُّلْمِ وَالْبِدْعِ)। তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের তিনটি পর্যায়-

ক। শক্তি থাকলে বল প্রয়োগ করা (وَيَكُونُ بَالِيدٍ إِذَا قُدِرَ)।

খ। বল প্রয়োগে অক্ষম হলে মুখে প্রতিবাদ করা (فَإِنْ عَجَزَ فَيُلَاسِنُ)।

গ। তাও সম্ভব না হলে অন্তরে ঘৃণা পোষণ করা (فَإِنْ عَجَزَ فَيُلْقِلِبُ)।

রাসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيُنْكِرْهُ بِيَدِهِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَوْفَى الْإِيمَانِ

‘তোমাদের কেউ গর্হিত কাজ হতে দেখলে সে যেন স্বহস্তে (শক্তি প্রয়োগে) পরিবর্তন করে দেয়। যদি তার সে ক্ষমতা না থাকে, তবে মুখ (কথা) দ্বারা এর পরিবর্তন করবে। আর যদি সে সাধ্যও না থাকে, তবে অন্তর দ্বারা পরিবর্তন করবে। তবে এটা ঈমানের দুর্বলতম পরিচায়ক’।^{৯২}

তিনি আরো বলেন,

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النَّفَاقِ

‘যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো অথচ কখনো জিহাদ করলো না বা জিহাদের কথা তার মনে কোন দিন উদিতও হলো না, সে যেন মুনাফিকের মৃত্যুবরণ করলো’।^{৯৩}

৪। কাফের ও মুনাফিকদের সাথে জিহাদ (جِهَادِ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ)। তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের চারটি পর্যায়-

ক-খ। শক্তি থাকলে জান-মাল দিয়ে বল প্রয়োগ করা।

গ। বল প্রয়োগে অক্ষম হলে মুখে প্রতিবাদ করা।

৯২. ছহীহ : মুসলিম ৪৯, ইবনে মাজাহ ১২৭৫, আবু দাউদ ১১১৪, তিরমিযী ২১৭২।

৯৩. ছহীহ মুসলিম ১৯১০, আবু দাউদ ২৫০২, নাসাঈ ৩০৯৭, সুনাযুল কুবরা বাইহাকী ১৭৯৪১।

ঘ। তাও সম্ভব না হলে অন্তরে ঘৃণা পোষণ করা।

তবে কাফের-মুশরিকদের বিরুদ্ধে জান-মাল দ্বারা জিহাদ করাই মূল উদ্দেশ্য। তাদেরকে সুযোগও দিতে হবে। প্রথমত: ইসলাম গ্রহণ করার, দ্বিতীয়ত: জিযইয়া প্রদানে বাধ্য করার, তৃতীয়ত: যুদ্ধ করার। যেকোন একটি তারা পছন্দ করতে পারে। আর মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জবান দ্বারা জিহাদ করাই উত্তম।

আস-সিয়াসাহ আশ-শার'ইয়্যাহ-এর উপর লিখিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ^{৯৪}

- ১। রুসুমু দারিল খিলাফাহ- লেখক: হিলাল বিন মুহসিন বিন ইবরাহীম বিন হিলাল আস-সাবি আল-হারানী আবুল হুসাইন (মৃ:৪৪৮ হি:)
- ২। শরহুস সাইরিল কাবির- লেখক: মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন আবু সাহল সামসুল আয়িম্মা আস-সারাখসি (মৃ:৪৮৩ হি:)
- ৩। আল-মানহাজুল মাসলুকি ফি সিয়াসাতিল মুলুকি- আব্দুর রহমান বিন নসর বিন আব্দুল্লাহ আবু নাযিব জালালুদ্দীন আদবী সাইজুরি শাফিয়ি (মৃ:৫৯০হি:)
- ৪। আস-সিয়াসাতুস শারয়িয়াহ
তকি উদ্দিন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে আব্দুল হালিম ইবনে আব্দুস সালাম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনু আবুল কাসিম মুহাম্মাদ ইবনু তাইমিয়াহ (মৃ:৭২৮হি:)
- ৫। আত-তুরকুল হিকমিয়াতু ফি শারহি সিয়াসাতিস শারঈয়্যাহ-আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবু বকর বিন আইউব বিন কাইয়ুম আয-যাওয়িয়াহ (৬৯১-৭৫১হি:)
- ৬। খিলাফাহ- মুহাম্মাদ রশিদ ইবনে আলি রিয়া ইবনে মুহাম্মাদ সামসুদ্দিন ইবনে মুহাম্মাদ বাহাউদ্দিন (মৃ:১৩৫৪হি:)
- ৭। আস-সিয়াসাতুস শারঈয়্যাহ ফি সুউনিদ দাস্তুরিয়াহ ওয়াল খারিজিয়াহ ওয়াল মালিয়াহ-আব্দুল ওয়াহাব খাল্লাফ (মৃ:১৩৭৫হি:)
- ৮। আল-কিতাবু ওয়াস সুন্নাতু ইয়াযিবু আই ইকুনা মাসদারুল কাওয়ানিন ফি মিসর- আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আব্দুল কাদির (মৃ:১৩৭৭হি:)
- ৯। মাজমুআতুল ওয়াসায়িকিস সিয়াসিয়াতি লি আহদিন নাবাবী ওয়াল খিলাফাতির রাশিদা-মুহাম্মাদ হামিদুল্লাহ হায়দার আবাদি আল-হিনদি (মৃ:১৪২৪হি:)
- ১০। আস-সিয়াসাতুস শার'ইয়্যাহ-মানাহিযু জামিয়াতি মাদিনাতিল আলামিয়াহ
- ১১। উযুবু তাতবিকিস শারীয়াতিল ইসলামিয়াহ ফি কুল্লি আসর
সালিহ বিন গানিম বিন আব্দুল্লাহ বিন সুলাইমান বিন আলি সুদালান
- ১২। উযুবু তাতবিকিল হুদুশ শারঈয়্যাহ-আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালিক আল-ইউসূফ

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত/অপ্রকাশিত বইসমূহ

১. কালিমাতুত তাওহীদ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ
- শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায
২. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের আকীদার সংক্ষিপ্ত মূলনীতি
- ড. নাছের ইবনে আব্দুল করীম আল-আকুল
৩. ইসলামী আকীদা বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস‘আলা
- শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু
৪. আত তাওহীদ লিন্নাশিয়াহ ওয়াল মুবতাদিঈন (প্রাথমিক তাওহীদ শিক্ষা)
- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল আব্দুল লতীফ
৫. কিতাবুত তাওহীদ-মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী
৬. আকীদাতুত তাওহীদ -ড. ছলিহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান
৭. ছহীহ আকীদার দিশারী - ড. ছলিহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান
৮. আল ওয়াছ্বীয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ)
-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া
৯. শারহুল আকীদা আল ওয়াসিত্বীয়া -ড. ছলিহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান
১০. শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়াহ - ড. ছলিহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান
১১. ‘আল ওয়ালা’ ওয়াল ‘বারা’ - বন্ধুত্ব ও শত্রুতা
- ড. ছলিহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান
১২. আল আকীদা আত-তুহাবীয়া- ইমাম আবু জা‘ফর আহমাদ আত-তুহাবী
১৩. শারহুল আকীদা আত-তুহাবীয়া প্রথম খণ্ড
-ইমাম ইবনে আবীল ইয় আল-হানাতী
১৪. শারহুল আকীদা আত-তুহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড
-ইমাম ইবনে আবীল ইয় আল-হানাতী
১৫. নাবী-রসূলগণের দা‘ওয়াতী মূলনীতি
- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী
১৬. কাবীরা গুনাহ -মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী
১৭. কাবীরা গুনাহ (সংক্ষিপ্ত) -মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী
১৮. খিলাফাত ও বাই‘আত- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী

১৯. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছলিহ আল উছাইমীন

২০. যাকাতুল ফিতর -শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছলেহ আল উছাইমীন

২১. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা

- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

২২. দল/সংগঠন, ইমারত ও বাই'আত - আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

২৩. মদীনা মুনাওয়ারা- ড. আব্দুল মুহসিন বিন মুহাম্মদ আল-কাসেম

২৪. আস-সিয়াসাহ আশ-শার'ইয়্যাহ (শারঈ রাজনীতি)

- সাজ্জাদ সালাদীন

২৫. আল্লাহ ও রসুলের দিকে প্রত্যাবর্তন - ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন

২৬. ঈদ, কুরবানী ও আক্বীকা- ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন

২৭. সিয়াম ও রমাদ্বান- ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন

২৮. নতুন চাঁদের বিতর্ক সমাধান - ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন

২৯. যাকাত ও দান-খয়রাত- ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন

৩০. জানাযার ছলাত- ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন

৩১. ফিক্বহের মূলনীতি -শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছলেহ আল উছাইমীন

৩২. হাদীছের মূলনীতি - মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী

৩৩. ক্বিয়ামতের ছহীহ আলামত- শাইখ 'ইছাম মূসা হাদী

৩৪. কিতাবুল ইলম (জ্ঞানার্জন) - শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছলিহ আল উছাইমীন

৩৫. মানহাজ-কর্মপদ্ধতি- ড. ছলিহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান

৩৬. কিতাবুত তাওহীদ-ড. ছলিহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান

৩৭. কালিমাতুশ শাহাদাত - ড. ছলিহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান

৩৮. আল আক্বীদা আল ওয়াসিত্বীয়া-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া